Notes in Cash Box of Rs.

10- ,,
5- ,,
2- ,,
1- ,,
Coins
Total
100 each
50- ,,
20- ,,
10- ,,
5- ,,
2- ,,
1- ,,

THE

PIRITUOUS LIQUORS.

মদিরা।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক-ভবনস্থ

সরস্বতীযন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৭ সাল।

(BAND OF HOPE)

হে সদাশয়গণ!

এই মদিরাসংক্রান্ত প্রবন্ধটী ত্বদবলম্বিত াদ্য পানবিরতি-চিরব্রত-পালনের সহায় হইবে ভাবিয়া আমি ইহা আপনাদিগের পবিত্র রে অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেট হেরিসন্ সাহেবের যত্নে এখানে একটি সুরাপাননিবারিণী সভা অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সভার অন্যমত অধিবেশনে আমি মদিরাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সে দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পঠিত প্রবন্ধটী উপস্থিত সভ্যগণের হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় আমি তাঁহাদের অনুরোধে উহা মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত তৎকালে অঙ্গীকার করি। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য হিতপ্রদায়িনী সভার ন্যায় আমাদের ঐ সুরাপাননিবারিণী সভারও অতি শৈশবেই জীবন শেষ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সভার স্মরণব্যপদেশে এবং স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন পরবশ হইয়া আমি সেই প্রবন্ধটী স্থানে স্থানে সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত করত উহার "মদিরা" নাম দিয়া বর্ত্তমান পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মদিরাবিষয়ের চর্চ্চা বোধ হয় অনাবশ্যক বা কেবল সময়নাশক নহে। আশা করি, আমার এই গুরুতর বিষয়ের এই প্রথম উদ্যম নিষ্ফল বা সামাজিকগণের নিকটে অনাদৃত হইবে না।

কলিকাতা
চৈত্র
১২৮৭ সাল।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

৩, ১৬, উল্লিখিত (উল্লিখত)। ৩, ১৯, ব্যবাগামিষমদাসেবা (বাবঙ্গামিষমদাসেবা)। ৬, ৫, পরিণম্য (পরিণেয়)। ৯, ৮, সত্তা (সত্ত্বা)। ৯, ১২, খর্জ্জুর (খর্জ্জুর)। ১২, ৭, সত্তা (সত্ত্বা)। ১৩, ১২, পিলাস্‌জি রোম্যান্‌ (পিলাসজি রোম্যান)। ২১, ৯, ২য় (২)। ২৪, ১৮, হেঁড়ে ও পাঁচুই (হেড়ে ও পাচুই)। ২৪, ১৯, তালীকে (তালিকে)। ২৪, ২০, শীধুবিক্ষুরসৈঃ (শীধুবিক্ষুঃ রসৈঃ)। ৩৪, ৫, ১। ওয়াইন (ওয়াইন)। ৩৫, ১৬, বর্ণানুসারে (বর্ণানাসুসারে)। ৩৭, ৭, ৩। স্পিরিট্‌ অভ্‌ ওয়াইন্‌ (স্পিরিট অভ্‌ ওয়াইন্‌)। ৩৯, ১৪, ৩য় (৩)। ৪০, ২, পরিণন্তব্য (পরিণেতব্য)। ৪০, ১৩, পরিণতি (পরিণীতি)। ৪১, ৫, ৪র্থ (৪)। ৪৬, ৬, ৫ম (৫)। ৪৬, ২২, সোর্ম্মা ((সোর্ম্মা))। ৪৯, ১৩, গ্লিসিরিন্‌ (গিসিরিন্‌)। ৫৭, ১১, ৬ষ্ঠ (৬)। ৫৭, ২১, এস্থলে (এস্থল)। ৬৬, ৪, Spinal Cord (Spinal Chord)। ৬৬, ১৮, উচ্ছৃঙ্খল (উচ্ছৃঙ্খল)। ৭০, ১৪, বিধানোপাদানের (বিধানোপদানের)। ৭১, ১৫, বিধানোপাদানের (বিধানোপদানের)। ৭১, ২৩, করিতে থাকিলে (করিলে)। ৭২, ২২, ছাঁকন (ছাকন)। ৭২, ২৪ Membranes (Membrences)। ৩৪, ২০, অনিষ্টকারিতা (অনিষ্ঠকারিতা)। ৭৭, ২৩, সংস্রবে (সংশ্রবে)। ৭৯, ৯, যেমন ঔষধ (ঔষধ যেমন)। ১০৯, ২০ সুরাগ্রহান্‌ (সুরাগ্রান্‌)। ১২০, ১৮, অন্বেষক্ষা— (অন্বেষক্ষা—)। ১২১, ৩, পৌরাণিক (যে পৌরাণিক)।

মদিরা।
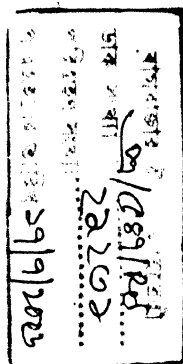
মত্ততা উৎপাদক পানীয় দ্রব্যকে মদিরা বলে। ইংরাজীতে ইহাকে স্পিরিটস্ লিকার্ বা এল্‌কোহলিক্ লিকার্ বলা যায়। এক্ষণে এই দ্রব্য সমাজের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার নিকট এত পরিচিত যে ইহার সূত্র নির্দ্দেশ করাই বাহুল্য। পুরাকালে মনুষ্য-সমাজে মদিরা কেবল পানার্থ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু অধুনা তদ্ব্যতীত, উহা হইতে বিবিধ দ্রব্যান্তর নিষ্কাসিত হইয়া বহুতর শিল্প ও রসায়ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে মদিরা-পান ও তদানুষঙ্গিক কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য। সুবিধার জন্য আলোচিতব্য বিষয়কে কয়েকটী শীর্ষকে বিভক্ত করিয়া বর্ণন করা যাইতেছে। যথা—

১ম। মদিরার উৎপত্তি, মনুষ্য কর্ত্তৃক সেবন, উত্তরোত্তর সংস্কার এবং জন-সমাজে বিস্তৃতি।

২য়। মদিরার প্রকার-ভেদ।

৩য়। মদিরার উপাদান।

৪র্থ। মদিরার বিকার।

৫ম। মদিরার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকায় উহা মদকর

হয়, তাহার রাসায়নিক তত্ত্ব এবং মদিরা বিশেষে তাহার পরিমাণ-নির্দ্দেশ।

৬ষ্ঠ। মনুষ্যদেহে মদিরার প্রভাব।

৭ম। সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মদিরার প্রয়োজনীয়তা।

৮ম। সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে, মদিরার স্থল।

১ম। মদিরার উৎপত্তি, মনুষ্য কর্ত্তৃক সেবন, উত্তরোত্তর সংস্কার এবং জন-সমাজে বিস্তৃতি।

মদিরা কোন্ সময়ে উৎপন্ন ও মনুষ্য-সমাজে পরিচিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাস বলিতে অক্ষম। প্রাচীন ইতিবৃত্ত সকল পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয়, যে আদিম কাল হইতেই মনুষ্য মদিরা-সেবনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ফলতঃ কিপ্রকারে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল কুত্রাপি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রাচীন গ্রন্থ সকলে কোন এক দেবতাকে মদিরার জনয়িত্রী বা সেবনপ্রবর্ত্তয়িত্রী বা অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রে মদিরার উৎপত্তির কথা কি, উহার সেবনই প্রাণিগণের সম্বন্ধে নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। মাননীয় প্রাচীন মহর্ষি মনু এক স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, * যে মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে

---

* ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ৫। ৫৫

এবং মৈথুনকার্য্যে দোষ নাই, যেহেতু তাহাতে জীবগণের প্রবৃত্তিই আছে (কিন্তু ঐ সকল হইতে নিবৃত্তি মহা ইষ্ট-জনক)। শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐরূপ দেখা যায়; যথা * জগতে মৈথুন, আমিষ-ভোজন ও মদ্যসেবন জন্তুদিগের সম্বন্ধে নিত্য, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা প্রেরণা অনাবশ্যক। যাহা হউক হিন্দু আর্য্যদিগের মতে মদিরাসেবনই যখন নিত্য প্রতিপাদিত হইতেছে, তখন মদ্যও যে তাঁহাদের মতে নিত্য পদার্থ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। পরন্তু এই নিত্যত্ব, সূক্ষ্মভূত বা পরমাণুগত নিত্যতা হইতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ মদিরাসেবনকে চিরপ্রচলিত দেখিয়াই তাহাকে নিত্য বলিয়া থাকিবেন। অপর, যে বেদ নিত্য বলিয়া প্রাচীন আর্য্যদিগের বিশ্বাস, প্রজাপতি সেই বেদ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে সোম মদ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত দেখা যায়।† তদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের প্রাচীনতম ভাগের অনেক স্থলে মদ্যসেবনের বিষয় ভূয়োভূয়ঃ উল্লিখিত আছে।‡ বাইবেল গ্রন্থে যে জলপ্লাবনের উল্লেখ আছে তাহা খ্রীষ্ট-জন্মের ২৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া অনুমিত। এই জলপ্লাবনের পর নোয়া § দ্রাক্ষার

---

* লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ ১১ স্কন্ধ। ৫অ। ১১ শ্লোক।

† প্রজাপতিঃ সোমং রাজানং অসৃজত। তমনু ত্রয়ো বেদা অসৃজ্যন্ত। ২।৩।১০।১।

‡ ঋগ্বেদসংহিতার ১ম অষ্টকের ১ম ও ২য় অধ্যায় দেখ।

§ Noah planted a vineyard and he drank of the wine and was drunken. Genesis ix.

উদ্যান করিয়াছিলেন এবং দ্রাক্ষামদ্য পান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক মনুষ্য-সমাজের আদিম অবস্থাতেই যে মদিরাসেবন প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তখন কোনপ্রকার ইতিহাসের জন্ম হওয়াই সম্ভাবিত নহে। পরন্তু ইহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে মানব-সমাজের তাদৃশ শৈশবাবস্থায়, যখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পাদি কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগিনী হয় নাই তখন কিরূপে তাহাদের মধ্যে মদিরাপ্রাপ্তি ও তৎসেবনাভ্যাস সংঘটিত হইয়াছিল। তাদৃশাবস্থায় মদিরা প্রকৃতিজাত না হইলে মনুষ্যবুদ্ধিদ্বারা তাহার উৎপত্তিসাধন হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। তবে কি মদিরা আদৌ প্রকৃতিপ্রসূতা ?

ইহা অনেকেই অবগত থাকিতে পারেন, যে মদিরা কাষ্ঠ, তৃণ, দুগ্ধ প্রভৃতির ন্যায় পদার্থ নহে, ইহা তাদৃশ পদার্থ বিশেষের অবস্থান্তর বা বিকৃতাবস্থা। অধিকাংশ শারীরিক পদার্থ (Organic Substances) নৈসর্গিক নিয়মে উপযুক্ত কারণ যোগে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টি (from Complex to Simple) অবস্থা প্রাপ্ত হয়; পরিণামে উহারা এইরূপে আদিভূতে বিলীন হইতে পারে, যাহাকে ধ্বংস (Decay) বলা যায়। শারীরিক পদার্থের ধ্বংসের পূর্ব্বে দুইপ্রকার বিকারাবস্থা ঘটিতে দেখা যায়। যথা, ১ম উৎসেচন (Fermentation), ২য় শটন (Putrifaction)।

উৎসেচন স্থূলতঃ পাঁচপ্রকার। ঐ পাঁচপ্রকার উৎসেচন দ্বারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উদ্ভব হয়। যথা—

(ক) মদিরোৎসেচন (Alcoholic Fermentation)। ইহা দ্বারা প্রধানতঃ মদিরা এবং কারবোনিক্ এসিড্ জন্মে।

(খ) ল্যাক্‌টীক্ উৎসেচন (Lactic Fermentation)। ইহাতে প্রধানতঃ ল্যাক্‌টীক্ এসিড্ জন্মে।

(গ) বিউটিরিক্ উৎসেচন (Butyric Fermentation)। ইহা দ্বারা প্রধানতঃ বিউটিরিক্ এসিড্ জন্মে।

(ঘ) শ্লেষ্মোৎসেচন (Mucous Fermentation)। ইহা দ্বারা গঁদ ও মেনাইট্ নামক পদার্থ জন্মে।

(ঙ) শুক্তোৎসেচন (Acetous Fermentation)। ইহা দ্বারা শুক্তাম্ল বা এসেটিক্ এসিড্ জন্মে।

এই পাঁচপ্রকার উৎসেচন সাধনার্থ এক এক প্রকার সজীব দেহ-বিশিষ্ট অঙ্কুর বা বীজের (Ferment) সহায়তা আবশ্যক করে। ঐ বীজ সকল প্রায়ই উদ্ভিজ্জধর্ম্মী, কেবল একটী-মাত্র জান্তব।* ইহারা আকাশীয় বায়ুতে ইতস্ততঃ অবস্থিত আছে। উপযুক্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ পোষণোপযোগী দ্রব্য এবং অনুকূল অবস্থা (উপযুক্ত উত্তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ুর সংযোগ) প্রাপ্ত হইলে ইহারা পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও বহুসংখ্যক হয়। তদ্দ্বারা কথিত উৎসেচন সমূহ সাধিত হয়। এস্থলে মদিরোৎ-সেচনই আমাদের বিবেচ্য হইতেছে। ইহা দুই প্রকারে সংসাধিত হয়। ১ম, প্রকৃতি হইতে (Spontaneous Fermentation); ২য়, মনুষ্যের আয়াস হইতে (Artificial Fermentation)। মনুষ্য-আয়াসদ্বারা উৎসেচন সংঘটন করা

* ইহাদ্বারা বিউটিরিক্ উৎসেচন সাধিত হয়।

কেবল প্রকৃতিজাত উৎসেচনের সহায়তামাত্র। অর্থাৎ যে উপাদানে যেরূপ অনুকূলাবস্থাযোগে এবং যে উৎসেচনসাধক উদ্ভিদের * (Yest Plant—Mycoderma Cerevisiœ) সহায়তায় স্বভাব হইতে মদিরোৎসেচন উপস্থিত হয়, সেই উপাদান বা সেই উপাদানে পরিণেয় পদার্থ, তাদৃশ অনুকূলাবস্থা এবং সেই উদ্ভিদ্ উৎসেচকের সমাবেশ আয়াসদ্বারা সংঘোটন করিতে পারিলেই তুল্য ফল লাভ অর্থাৎ মদিরোৎসেচন সংঘটিত হয়।

প্রকৃতি হইতে মদিরোৎসেচন সংঘটিত হয় ইহা শুনিলে সহসা বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক উহা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। কন্দ, মূল, ফলাদি হইতে মধুর রস নিষ্কাসিত করিয়া কয়েক ঘণ্টা কিছু উত্তাপে (৬৮° হইতে ৮০° ডিগ্রী) অনাবৃতাবস্থায় রাখিলেই ঐ রস আবিল হইয়া উঠে। ইহা ঐ রসস্থ লালা ও একপ্রকার পচনশীল দ্রব্য (Nitrogenous Substance) বায়ুর অক্‌সিজেন-সংযোগে বিকৃত হইলে ঘটিয়া থাকে। তদনন্তর ঐ পচনশীল দ্রব্য শঠিত হইলে ঐ দ্রবের একটী আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। ঐ পরিবর্ত্তন একবার ঘটিলে অবাধে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; আর বায়ুর সংযোগ না ঘটিলেও উহার নিবৃত্তি হয় না। এই ব্যাপার চলিতে থাকিলে কথিত মধুর রসে উত্তাপ প্রজনিত হয়।

---

* স্বভাবতঃ হউক বা মনুষ্য-আয়াস দ্বারা হউক মধুর-দ্রবের সহিত এই উদ্ভিদ্-বীজের সংযোগ না হইয়া যদি অন্যান্য তাবৎ অনুকূল অবস্থার সংযোগ হয় তাহা হইলেও মদিরোৎসেচন উপস্থিত হয় না।

তখন উহা হইতে বাষ্প* উত্থিত হইতে থাকে, এজন্য ঐ দ্রব ফুটিতে দেখা যায়। কিছু কাল পরে বাষ্পনিঃসরণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন ঐ রসের আর পূর্ব্ববৎ মধুরতা থাকে না; ইহা এক্ষণে তীব্রাস্বাদ মদিরা। মধুর রসের উপরি উক্তরূপ পরিবর্ত্তন ব্যাপারকে মদিরোৎসেচন কহে।

এক্ষণে দেখা যাউক প্রকৃতি হইতে কিরূপে উল্লিখিত মদিরোৎসেচন ব্যাপার সংঘটিত এবং মদিরার উদ্ভব হইতে পারে।

জানা গিয়াছে দ্রাক্ষাশর্করা মদিরোৎসেচন-প্রবণ। এই শর্করা সুপক্ক দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফলে নিহিত আছে। জল রস-রূপে শর্করার সহিত মিশ্রিত হইয়া যথাপ্রয়োজন ঐ ফলে থাকে, দ্রাক্ষাদিফলস্থ লালা ও পচনশীল পদার্থ (Nitrogenous Substance) বায়ুর সংযোগে বিকৃত হইলেই অভিষবের (Yest উৎসেচক) স্থানীয় হয়। কিছু উষ্ণপ্রধান দেশের গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অনায়াসেই কথিত উৎসেচনের অনুকূল হইতে পারে। অতএব নৈসর্গিক নিয়মে সুপক্ক দ্রাক্ষাফল ভূমিতে পতিত হইয়া উহার সূক্ষ্ম ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া গেলে ও তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে অনায়াসেই উল্লিখিত অবস্থা সকল সমবেত হইয়া মদিরোৎসেচন ও মদিরার উদ্ভব হইতে পারে। অথবা, কোন মধুর নির্য্যাস বৃক্ষ লতাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনাবৃতা-বস্থায় সংস্থিত হইলে প্রোক্তরূপ উত্তাপ ও বায়ু-

---

*Carbonic Acid Gas.

স্পর্শে উহাতেও মদিরোৎসেচন উপস্থিত হয়।* যদি কোন মধুর রসে দ্রাক্ষা ভিন্ন অন্যজাতীয় শর্করা থাকে তাহা হইলে ঐ শর্করা পাচক-উদ্ভিদের (Ferment) সাহায্যে অবিলম্বে দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয়† এবং তৎপরেই মদিরোৎসেচনের উপযোগিনী হইয়া থাকে। যখন প্রকৃতিদেবী উদ্ভিদ্রাজ্যে যথেষ্টই মধুর রস নিহিত রাখিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ যখন ঐ রসে পচনশীল দ্রব্যের অসদ্ভাব দেখা যায় না এবং তাহার সহিত উৎসেচনানুকূল অন্যান্য অবস্থারও সংযোগ অনায়াসেই ঘটিতে পারে, তখন স্বভাবতঃ মদিরোৎসেচন ব্যাপার সংঘটিত হওয়া কোনমতে অসম্ভব নহে। অতএব মদিরা অগ্ন্যাদির ন্যায় যে প্রকৃতিপ্রসূত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন লৌহ প্রস্তরাদির সহিত অগ্নির সৃষ্টি, সেইরূপ মদ্যোপকরণের সহিত মদিরার সৃষ্টি। যেমন লৌহ, প্রস্তরের সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের গোচরীভূত হইয়াছিল, বিবেচনা হয়, মদিরাও সেইরূপ মদ্যোপকরণ দ্রব্য হইতে অনুকূলাবস্থাযোগে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া দৈবযোগে মনুষ্যের নিকট পরিচিত হইয়া থাকিবেক। ইহা সংপূর্ণ সম্ভব, যে পৃথিবীর ভিন্ন২ স্থানে বিভিন্নপ্রকার উপকরণ দ্রব্য হইতে স্বতঃ প্রস্তুত মদিরা তৎস্থানবাসীদিগের নিকট প্রথমে বিদিত হইয়াছিল।‡

---

* লেখক একদা নিম্ববৃক্ষ হইতে নির্য্যাস স্বতঃই বাহির হইয়া গেঁজিয়া মদিরা হইতে দেখিয়াছেন।

† এই প্রক্রিয়াকে কেহ কেহ Saccharine Fermentation বলে।

‡ কুক্সাহেব যখন প্রশান্ত মহাসাগরে একটী দ্বীপ আবিষ্কার করেন তখন

অতঃপর ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে প্রথমে মদিরা-সেবন মনুষ্যের কিরূপে শিক্ষা করা সম্ভব?

সকলেই অবগত আছেন, যে পিপীলিকা, মক্ষিকা, পক্ষী ও শৃগাল প্রভৃতি বহুবিধ জন্তুগণ অত্যন্ত মধুর রসপ্রিয়। মনুষ্যও ঐ রসের পক্ষপাতী। মধুররস ফল, ফুল, কন্দ, মূল প্রভৃতি যে কোন বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া যে কোন দুর্গম স্থানে থাকুক না কেন, জন্তুগণ তাহা অনুসন্ধান করিয়া পান করে। অনেক স্থলে আঘ্রাণ দ্বারা মিষ্ট রসের সত্ত্বা অনুভূত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ মিষ্ট রসের যে জীবাকর্ষণী শক্তি আছে তাহা ঐ রস বিকৃত হইলে নূতন কারণ সংযোগে আরও বলবতী হইয়া উঠে। ইহা সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়, যে ইক্ষু বা খর্জ্জুর রস বিকৃত হইয়া গেঁজিয়া উঠিলে পিপীলিকা মক্ষিকা প্রভৃতি জীবগণ অধিকতর আগ্রহ সহকারে তৎপানে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মিষ্ট রস যাবৎ বিকার প্রাপ্ত না হয় তাবৎ কেবল রসনেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর থাকে; বিকৃত অর্থাৎ দ্রব্যান্তরে (মদিরায়) পরিণত হইলে ঐ নবজাত দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ (Alcohol & ether) বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হয়। এক্ষণে প্রাণিগণ এই বায়ু আঘ্রাণ করিলে তাহার গুণে উল্লাসিত ও মত্ত হইয়া উঠে এবং যে স্থান হইতে উক্ত সূক্ষ্মাংশ উত্থিত হইতেছে সেই স্থানে ধাবিত হয়। এই জন্য

জানা গিয়াছিল, যে ঐ দ্বীপের লোকেরা কেবল নারিকেল হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। Vide—Millar's Elements of Chemistry. Part III. Page 189.

মদিরার অপর একটী নাম মদগন্ধা অর্থাৎ যাহার গন্ধে মত্ততা জন্মে। এই রূপে ঘ্রাণাকৃষ্ট হইয়া জীবগণ মদিরা-উৎপৎস্যমান মধুর বা বিকৃত রস পানে প্রবৃত্ত হয় * এবং অপর্য্যাপ্ত পান করিয়া প্রমত্ত, সংজ্ঞাবিহীন অথবা মৃতও হইয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও ঘ্রাণাকৃষ্ট অপরাপর প্রাণীরা কথিত দ্রব্যের (মদ্যের) পান হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। মনুষ্যসমাজের আদিম অবস্থায় মদিরার মোহিনী শক্তি কর্ত্তৃক মনুষ্যও যে অন্যান্য জন্তুর ন্যায় প্রোক্তরূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। যখন দেখা যায়, সুসভ্য সমাজস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মদ্যপায়ীগণের অশেষবিধ দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও মদ্যপান হইতে বিরত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্যসমাজের আদিম অবস্থার লোকেরা যে অন্যান্য জীবের আদর্শে মদিরা পানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাতে অসম্ভব কি ?

অথবা, ইহাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে, যে মনুষ্য বিনা আদর্শে ঘটনাযোগে স্বয়ংই মদিরাসেবন শিক্ষা করিয়াছে। খাদ্য দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলেও অনেক সময় আমরা তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকি। যখন স্বাস্থ্যজ্ঞানের অনেক উন্নতির অবস্থাতেও আমরা সময়ে সময়ে শঠিতপ্রায় আম্র, কাঁঠাল, আনারস, মৎস্য প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণে ক্ষান্ত থাকি না, তখন যে সমাজের আদিম অবস্থায় মনুষ্য পর্য্যুষিত বা বিকৃত আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণে বিরত ছিল, তাহা কখনই বোধ হয় না।

---

* মদিরাসেবনে মদ্যপায়ীগণের জিহ্বার আস্বাদনশক্তির ব্যতিক্রম ঘটে, এজন্য তাহারা বিস্বাদ দ্রব্যও সানন্দে ভক্ষণ করে।

দেখা যায়, সুমিষ্ট দ্রাক্ষা বা তদ্বৎ সূক্ষ্মত্বক্‌বিশিষ্ট ফল সুপক্ক হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় কিছু কাল বায়ু ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে ঐ ফল শঠিত এবং ফলস্থ মিষ্ট রস মদিরায় পরিণত হইতে পারে। এক্ষণে ঐ শঠিত ফল মনুষ্যের উদরস্থ হওয়া আশ্চর্য্য নহে, অথবা দ্রাক্ষা বা তদ্বৎ মিষ্ট ফল বা মিষ্টরসাল লতা ও কাণ্ড নিষ্পেষণ দ্বারা মধুর রসাদি সঞ্চয় করা ও পানাবশিষ্ট রস ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করাও আদিমকালীন মনুষ্যগণের পক্ষে অসম্ভব নহে; কেন না আহারীয় দ্রব্যের সঞ্চয়জ্ঞান জীবগণের প্রকৃতিসিদ্ধ দেখা যায়। বিশেষতঃ জলশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে পিপাসাশান্তির জন্য ফলমূলাদির রস নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য ইহার সঞ্চয়ও সম্ভবপর বোধ হয়। যাহা হউক এইরূপে দ্রাক্ষারস বা তদ্বৎ অন্যপ্রকার সুমিষ্ট ফল বা লতাদির রস নিষ্কাসিত করিয়া কিছুকাল অনাবৃতাবস্থায় রাখিলে গেঁজিয়া মদিরায় পরিণত হয়।* অথচ ঐ রসে শর্করার ভাগ অধিক থাকিলে প্রস্তুত মদ্যে মিষ্টাস্বাদও থাকিতে পারে সন্দেহ নাই।† এরূপ অবস্থায় মনুষ্য কর্ত্তৃক ঐ পেয় দ্রব্যের (মদিরার) অনায়াসেই পান সংঘটন হইতে পারে।‡ কোন অপরিচিত দ্রব্য মনুষ্য

---

* মদিরা উৎপন্ন হইয়া আরও কিছুকাল অনাবৃতাবস্থায় থাকিলে উহার বিকার উপস্থিত হইয়া দ্রব্যান্তরের উদ্ভব হয়। তদ্বিষয় পশ্চাৎ বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

† দ্রাক্ষারসে সচরাচর শতকরা যে বিংশতি অংশ শর্করা থাকে তাহাই উৎসেচনদ্বারা মদিরাসারে (Alchohol) পরিণত হয়; তদতিরিক্ত শর্করা থাকিলে উৎপন্ন মদিরাসারের গুণে তাহার আর পরিণতি হয় না, শর্করাই রহিয়া যায়।

‡ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির পানীয়ে মিষ্টাস্বাদ থাকার তাদৃশ প্রয়োজনও হয় না।

কর্ত্তৃক ভুক্ত বা পীত হইলে দেহে তাহার ক্রিয়াগুণ অবশ্যই প্রকাশ পায়। আদিমকালীন মনুষ্য যখন সর্ব্বপ্রথমে যে কোন বিশেষ ঘটনাক্রমে হউক বিকৃতদ্রাক্ষাদির রস (মদিরা) পান করিয়াছিল তখন তাহার দেহে অনতিবিলম্বে কথিত দ্রব্যের প্রফুল্লতা ও উল্লাস জনক গুণের অবশ্য আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। এই রূপে সেই ব্যক্তি অভূতপূর্ব্ব প্রফুল্লতা অনুভব করিয়া তাহাতে মধুর রস ব্যতীত অন্য পদার্থের সত্ত্বা অবশ্যই উপলব্ধি করিয়া থাকিবে। এইপ্রকারে বা এতাদৃশ ঘটনা হইতে মনুষ্য মদিরাসেবনে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মনুষ্য কত প্রাচীন কালে কোন্‌দ্রব্যজাত মদিরা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নিশ্চয় হওয়া দুরূহ। প্রাক্‌-ঐতিহাসিককালীন কোন বিষয় স্থির করিতে হইলে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু যাহা কেবল অনুমানসিদ্ধ তাহা নিশ্চয়রূপে বিশ্বসনীয় হয় না। তবে অনুমানের সহিত কিয়ৎপরিমাণ প্রমাণ পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত বিষয়ে ততদূর সংশয় থাকে না। অতএব যে প্রাচীনতম কালের মদ্যসেবনের কোন প্রমাণ আমরা উপস্থিত করিতে পারিব না, কেবল অনুমান দ্বারাই আমাদিগকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে তাহার আলোচনা করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিব। অপর যে সময়ের মদ্যপান সম্বন্ধে কোন না কোনও রূপ প্রমাণ আমাদিগের অনুমিতির পোষকে প্রদর্শন করিতে পারিব আমরা এস্থলে সেই সময় হইতে মদিরাসেবনের কথা আন্দোলন করিব।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অতীব প্রাচীন কালে (প্রাক্ ঐতিহাসিক) একটী মনুষ্যজাতি পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্যজাতি অপেক্ষা অগ্রে উন্নতি ও সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। সেই সময়ে কোন আচার ব্যবহারের কথা যদিও মনুষ্যজাতির কোন ইতিহাস বলিতে অক্ষম, কিন্তু প্রচ্ছন্নপ্রভাবিনী শব্দ-বিদ্যার প্রসাদে আমরা সেই গভীরগুহাস্থিত তমসাচ্ছন্ন বিষয় এক্ষণে অনেকটা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিতেছি।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, অধুনা শব্দ শাস্ত্রের আলোচনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে হিন্দু, পারসীক, টীউটন (১), শ্লাভোনিয়ান (২), কেল্‌ট (৩), পিলাসজি (৪), রোম্যান (৫) এই সপ্ত জাতির আদি পুরুষেরা এক মূল পরিবার বা জাতি ভুক্ত ছিলেন। সেই মূল জাতি মধ্য আসিয়ার কোন এক দেশে (৬) বাস করিতেন। তাহাদের ভাষা, ব্যবহার ও ধর্ম্মালোচনা একরূপই ছিল। কালসহকারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, সম্ভবতঃ বাসস্থান ও ভোজ্যাদির অসঙ্কুলান হওয়ায় তাহাদের কতকসংখ্যক লোক দলবদ্ধ হইয়া সময়ে ২

---

(১) ইংরাজ ও জর্ম্মানদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

(২) রুসিয়াপ্রদেশবাসী।

(৩) ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী।

(৪) গ্রীসদেশবাসী।

(৫) ইটালীপ্রদেশবাসী।

(৬) বেলুর্তাগ ও মুস্‌তাগ্ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উচ্চতরভূমি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সাধারণ আবাসভূমি ও সমাজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা দিগ্‌দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহা-দিগের আদিম বাসস্থান হইতে নির্গমনে নূতন ২ জাতির সহিত সংশ্রব ও নূতন ২ প্রয়োজনানুরোধে বিবিধ নূতন শব্দ সংগ্রহ আবশ্যক হওয়াতেই কথিত বিচ্ছিন্ন পরিবারেরা কালক্রমে বিভিন্নজাতি এবং তাহাদিগের ব্যবহৃত ভাষাও পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।* ঋগ্‌বেদে যে সপ্তর্ষির উল্লেখ আছে তাঁহারা উল্লিখিত সপ্ত পরিবারের নেতৃগণ এবং প্রত্নোক ও সপ্ত ধামের যে নির্দ্দেশ আছে তাহাই ঐ সপ্ত পরিবারের আবাসভূমি, সন্দেহ নাই। প্রত্ন শব্দে প্রাচীন, ওক শব্দে বাসস্থান অর্থাৎ প্রত্নোক অর্থে প্রাচীন আবাসস্থান বুঝায়। যদিও কথিত সপ্ত পরিবার পশ্চাৎ সপ্ত বিভিন্ন জাতি রূপে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যে তাহা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক একত্র অবস্থিতিকালেই ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ সাদৃশ্য শব্দ ব্যবহার দ্বারা আমরা মূল জাতির সেবিত অনেক আচার ব্যবহার ও পরিচিত অনেক দ্রব্যাদির তথ্য জানিতে পারিতেছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে মূল আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক মদিরাসেবন, এবং কোন্‌-দ্রব্যজাত মদিরা তাঁহাদের নিকট পরিচিত ছিল, ঔপমিক-ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

১। মত্ততাদ্বারা মদ্যসেবন সূচিত হয়। প্রাচীন আর্য্য-

---

* সংস্কৃত, জেন্দ, টিউটোনিক্, স্লাভোনিক্, কেলটীক্, গ্রীক্, রোম্যান্।

ভাষায় এই মত্তাজ্ঞাপক শব্দের নিম্নোক্ত সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় এই উপলব্ধি হইতেছে, যে মূল আর্য্যজাতি মদিরাসেবনে রত ছিলেন।

মত্তাজ্ঞাপক মদ্ বা মৎ ধাতুর রূপ—

সংস্কৃত—বৈদিক প্রয়োগ—মদাতি, মন্দতি, মন্দতে, মদেমহি, মৎসি, মমৎসি, মতস্ব, মমাদ্ধি, মমত্তু।

গ্রীক্—মদাপোস্, মদাউ, মদোস্, মদেগো, মাবোস্।

ল্যাটীন—মাদিও, মাদিডুস্, মাদ এসি ও, মাদে ফোসিও, মদনারে।

টীউটোনিক্ শ্রেণীর অন্তর্ভূত

„ গথিক—মিতে, মৎয়ান্।

„ য়্যাঙ্লোস্যাক্সন্—মৎস্, মৎযান।

„ ইংরাজী—মাদ্।

হিব্রু—মিস্জে।

জেন্দের অন্তর্গত পারসী—মস্ত।

যদি বল মত্তাজ্ঞাপক শব্দ হইতে মদিরার বিদ্যমানতা অসম্ভবও হইতে পারে। অতএব—

মদিরার নামগত সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

মদিরার সাধারণ নাম।

সংস্কৃত—ভিন্নম্।*

---

* সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভিদ্ ধাতু হইতে ভিন্নশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভিদ্ ধাতুর অর্থ পৃথক্, স্বতন্ত্র। মিষ্টরসাশ্রিত উপকরণদ্রব্য হইতে মদিরা

ল্যাটীন—ভিনম্।

গ্রীক—ফৈনস্।

ইংরাজী—ওয়াইন্।

অতঃপর মদিরার উপকরণবোধক শব্দের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে।—

মধুর রস হইতে সহজেই অর্থাৎ শিল্প ব্যতীত মদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। আদিম কালে এইপ্রকার উপকরণজাত মদিরাই ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভব। দেখা যায় আর্য্যভাষায় ও তাহার শাখাভাষায় মধুর-রস-প্রতিপাদক মধু শব্দের চমৎকার সাদৃশ্য আছে। যথা—

সংস্কৃত—মধু।*

জেন্দ—মধু।

স্বতন্ত্রীকৃত পদার্থ, অতএব মদিরাতে ভাবার্থে ভিন্নশব্দের প্রয়োগ সঙ্গত বোধ হয়। সংস্কৃত অভিধানে ভিন্নশব্দের ক্লীবলিঙ্গে মদস্রাবী অর্থ দেখা যায়। ফলতঃ মিউরার সাহেব মদিরার প্রতিশব্দে ভিন্নশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (See—Sanskrit Text vII.) ভিন্নশব্দের মদস্রাবী অর্থ করিলেও দ্রাক্ষাদি ফল বুঝাইতে পারে। ল্যাটীন ভাষায়ও ভিনম্ বলিতে মদোৎপাদক দ্রাক্ষা ও তজ্জাতীয় ফলোৎপন্ন মদিরাকেও বুঝায়। ইহাতে বোধ হয়, দ্রাক্ষাদিফলনিষ্পন্ন মদিরাকে "ভিন্নম্" বলা হইত এবং মূল আর্য্যজাতি তাহা ব্যবহার করিতেন।

* সংস্কৃত সাহিত্যে মধুশব্দের কয়েকটী অর্থ নিরূপিত আছে। তন্মধ্যে সাধারণ অর্থ মিষ্ট রস। তদনুসারে প্রাচীনকালে অনেক দ্রব্যের নামকরণ হইয়াছে। যথা—মধুবল্লী, মধুতৃণ, মধুদ্রুম, মধুযষ্টি, মধুবীজ, মধুরসা ইত্যাদি। অন্যতর অর্থ মাক্ষিক অর্থাৎ মৌ। অপরার্থ মদিরা; ইহাও অতীব প্রাচীন কালের অর্থ। বোধ হয় মধুর রসের বিকার (মদ্য) প্রাচীনদিগের নিকট নামান্তর প্রাপ্ত না হইয়া প্রথমতঃ মধুনামেই অভিহিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে সোমমদ্য বুঝাইতে মধুশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন আভিধানিকেরা দ্রাক্ষাপ্রসূত মদ্যকে মধু বলিয়াছেন।

গ্রীক্—মেডু, মেডুয়।

ল্যাটীন্—মেল, মেল্লিস্।

য়্যাঙ্‌লোস্যাক্সন্	মেডু, মেদো।
পুরাতন জর্ম্মান্	মিতো, মেডু।

শ্লাভোনিক্—মেডু, মেদো।

লিথিউয়েনিয়ান্—মিদস্।

হিব্রু—গিল্।

অপর, দ্রাক্ষা হইতে সহজেই যে মদিরা উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মদ্যের এই বিশেষ সহজো-পকরণ—দ্রাক্ষার শব্দ-গত-সাদৃশ্য আর্য্যজাতির ভাষায় কেমন আছে তাহা দেখা যাইতেছে। যথা—

সংস্কৃত—দ্রাক্ষা (দ্রাক্ষা)।

গ্রীক্—রহক্স।

ইংরাজী—গ্রেপ্স।

অনন্তর, দ্রাক্ষাজাত মদিরা মূল আর্য্যদিগের নিকট পরি-চিত থাকার পক্ষে অপর যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। মদ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, আসিয়া-প্রদেশে দ্রাক্ষার আদিম জন্মভূমি। সেই দেশ হইতে প্রাক্ ঐতি-হাসিক কালে উহা পাশ্চাত্য প্রদেশে আনীত হয়।* বাস্ত-বিক মধ্য-আসিয়া দ্রাক্ষার চির-নিবাস-ভূমি।

খ। দ্রাক্ষা একটী মদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপকরণ।

---

* "Vitis Vinefera to be a native of Asia and imported to western

গ। প্রাচীন গ্রন্থে দ্রাক্ষামদ্য প্রাচীনতম কালে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রকাশিত আছে।

ঘ। মধু-শব্দের প্রাচীন অর্থ মদিরা। প্রাচীন আভিধানিক ভরত মধু দ্রাক্ষা-মদ্য-প্রতিপাদক বলিয়া স্থির করিয়াছেন (শব্দকল্পদ্রুম—মাধ্বীকং শব্দ দ্রষ্টব্য)। হেমচন্দ্রও মদিরার পর্য্যায়ে মার্দ্বীক (মৃদ্বীকা—দ্রাক্ষা জাত) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যখন এই মধু-শব্দ সোমমদ্য বুঝাইতে ঋগ্বেদে প্রযুক্ত দেখা যায় তখন প্রাক্ বৈদিক কালে মধু অর্থাৎ দ্রাক্ষামদ্য মূল আর্য্যদিগের নিকট পরিচিত ছিল প্রতীয়মান হয়।

ঙ। পাশ্চাত্য আর্য্যভাষায় ভাইন শব্দ দ্রাক্ষা-প্রতিপাদক। এই ভাইন হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে মদিরার নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অবধারিত আছে।

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, যে প্রাচীন আর্য্যজাতির একত্র বাস-কালে অর্থাৎ প্রাচীনতম মনুস্য-সমাজে মদিরা, সম্ভবতঃ দ্রাক্ষা-প্রসূত মদিরা ব্যবহৃত হইত। তাঁহারা পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইবার পূর্ব্বে মদ্য-প্রস্তুত-প্রক্রিয়া অবগত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু মদিরা কত কাল হইতে তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইয়া আসিয়াছিল, অনুমান ব্যতীত তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। বোধ হয়, আদিম অবস্থায় মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত

world in pre-historic times." See—A Treatise on the Origin, Nature, and Varieties of Wine by Drs. Thudichum & Dupré.

কোন এক প্রকারে মদিরার উৎপত্তি-তথ্য অবগত হইয়া এবং পানদ্বারা উহার প্রফুল্লকর গুণে মুগ্ধ হইয়া, কিরূপে সত্বরে ও প্রচুর পরিমাণে মদিরা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা অবশ্যই করিয়া থাকিবে। এমতে তাহারা ক্রমশঃ মিষ্টরসপূর্ণ যথেষ্ট ফল হইতে, * তদনন্তর মিষ্টরসাশ্রিত উদ্ভিদংশ (যেমন কন্দ, মূল, ফুল, লতা ইত্যাদি) ও নির্য্যাস (যেমন সীরখিস্ত (Manna) মধু প্রভৃতি) হইতে মদিরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং ইহাতে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া অবশেষে, বহুবিধ শস্য হইতেও যে মদিরা প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা অবগত ও তৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপর মদিরার প্রস্তুত-প্রক্রিয়া ও বহুবিধ সংস্কার কাল-সহকারে মনুষ্যের বুদ্ধি-বিকাশের সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ কোন অনায়াস-সাধ্য মদিরাই (আসব) বহুকাল প্রচলিত ছিল। পরে যাহাতে তাহা অধিকতর তেজস্বী ও সুপেয় হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক হওয়াতে তাহাতে বহুবিধ-দ্রব্য-সংযোগ ও অগ্নি-সন্তাপ, তাহার উপকরণ দ্রব্য উষ্ণ জলে সিক্ত এবং জলসংযোগে উহার কাথ নিষ্কাষণ করিয়া উৎসেচন উদ্দীপন করা হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমশঃ মদ্য চোয়াইয়া অপেক্ষাকৃত তেজস্বিনী মদিরার অর্থাৎ সুরার প্রস্তুত-বিধি আবিষ্কৃত হয়। এই চোয়ান-প্রক্রিয়া মদিরার উন্নতি-সাধন-পক্ষে চূড়ান্ত হইলেও ইহা প্রাচীন (বৈদিক) কালেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

---

* প্রায় প্রত্যেক ফল হইতেই এক ২ প্রকার মদিরার উদ্ভব হইতে পারে।

অস্মদ্দেশে সুরাসন্ধান জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় তাহা এত সহজ-শিল্প-সম্ভূত যে, তাহার উদ্ভাবন সমাজের শৈশবাবস্থাতেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, এই যন্ত্র তাদৃশ সহজ হইলেও প্রয়োজনানুসারে কার্য্যসাধক তাহার সন্দেহ নাই। চোয়ানযন্ত্র দ্বারা সহজ হইতে তীব্রতর মদিরা উদ্ভূত হইয়াছে। অল্প কাল হইল আবার ইহারই সাহায্যে মদিরার সার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সার যদিও প্রথমতঃ শিল্প ও রসায়ন কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ইদানীং ইহা মদিরা ও সুরাকে অধিকতর তেজস্কর করিবার জন্যও তাহাতে মিশ্রিত করা হইতেছে। যদিও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মদিরা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের নিকট পরিচিত হওয়া সম্ভাবিত, এবং এমন কি, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোন দ্বীপ বা দেশ আবিষ্কৃত হইলে তথাকার অধিবাসীরা মদিরা প্রস্তুত ও সেবন করিতে জানিত, তথাপি অনেকেই বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যপরিবার হইতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি মদিরা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ মদিরা আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান—মধ্যআসিয়ার কোন এক দেশ হইতে তাহাদিগের কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া নানা দিগ্দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।* যাহা হউক, ইহা অনুমান করিতে হইবে যে, মনুষ্য-সমাজে সভ্যতার বিস্তৃতি হইলে বাণিজ্যের আরম্ভ ও তদ্দারা বাণিজ্য-দ্রব্য সহ মদিরা দেশবিদেশে নীতানীত হইয়াছিল। যখন মদিরা মনুষ্যের চির প্রয়োজনীয় দ্রব্য

---

*See—On Alcohol by Dr. Richardson, 9th. Edn. p. 6.
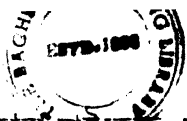
বলিয়া জানা যাইতেছে তখন ইহা যে প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্য-দ্রব্যরূপেই সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? ইদানীং দেখাও যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্য যত অবাধে সাধিত ও বিস্তৃত হইতেছে, ততই এক-দেশোৎপন্ন মদ্য অন্যান্য দেশে নীত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন কাল হইতে দেশাবিষ্কার ও দেশবিজয় ব্যাপারে নাবিক ও সেনাগণ দ্বারাও মদিরা এক দেশ হইতে দেশান্তরে প্রসৃত হওয়া সুসম্ভব।

২। মদিরার প্রকার-ভেদ।

মদিরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ভারত ও ইউরোপ-সমাজে ইহার যেরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত তাহাই নিম্নে পৃথক্ ২ রূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

ক। ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে মদিরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—আসব, শীধু, অরিষ্ট ও সুরা।

১। আসব।

এই মদিরা আসুতি-প্রক্রিয়াদ্বারা লব্ধ। প্রথমতঃ আসুতি-প্রক্রিয়া কি, তাহা জানা আবশ্যক। আসব, আসুতি, অভিষব ও সুরা প্রভৃতি শব্দ সুধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই সুধাতু বৈদিক কালে নিষ্পেষণ, কণ্ডন, বিন্দু-পাতন এবং প্রসব অর্থে ব্যবহৃত হইত। দ্রাক্ষাফল বা সোমলতাকে নিষ্পেষণ, সোমলতাকে কণ্ডন, ও তাহা হইতে বিন্দুপাতনদ্বারা রস-

বহিষ্কৃত করিয়া সহজে বা পাচক-দ্রব্যাদির সংযোগে অথবা দণ্ডদ্বারা মন্থনপূর্ব্বক মদিরোৎসেচন উদ্দীপন করিয়া মদ্য প্রস্তুত হইত। এই প্রক্রিয়াকে প্রাচীনগণ আসুতি বা অভিষবণ এবং ঐ প্রক্রিয়া-লব্ধ মদিরাকে আসব বলিতেন। অনন্তর মদ্য-সন্ধান, তদনন্তর সুরা-সন্ধানকেও আসুতি, এবং মদ্য ও সুরাকেও আসব বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে মদিরা-সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আসব শব্দ প্রযুক্ত হইতেও দেখা যায়। বাচস্পত্যাভিধানে আসুতি শব্দের অর্থ মদ্য-নিষ্পাদন ও মদ্য-সন্ধান, তদর্থে চোয়ান শব্দ; এবং মনিয়র উইলীয়মস সাহেবের অভিধানে এইরূপ আসুতি ও অভিষবণ অর্থে মদিরা (Fermented Liquor) এবং মদ্য-সন্ধান ও চোয়ান (Distillation) শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ প্রাচীন কালে যে মদিরা আসব বলিয়া অভিহিত হইত, তাহা মদ্য বা সুরা নহে। যখন আসব-শব্দের প্রথম ব্যবহার হয় তখন মদ্য (১) বা সুরা শব্দ সামাজিকগণের নিকট পরিচিতই ছিল না।

বৈদিক কালে সোমলতা-নিষ্পেষণকারীকে অভিষবক, অভিষতৃ ও আসবও বলিত। যে যন্ত্র সাহায্যে সোমলতা নিষ্পেষণ করা হইত তাহাকে অভিষবণী এবং নিষ্পিষ্ট ও উৎসিক্ত সোমরসকে আসুত বা অভিষুত সোম বলিত। যাহা হউক, ইহা প্রতীতি হয়, যে কালক্রমে মদ্য-প্রক্রিয়া ও মদিরার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইলেও তাহাদের আদিম

---

(১) মদ্যের লক্ষণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

নামের (আসুতি বা আসব) কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বস্তু-গত্যা আসব মদিরার একটী জাতি বা অবস্থা বিশেষ। মন্বাদি প্রাচীন গ্রন্থে আসব অন্যান্যপ্রকার মদিরা হইতে পৃথক্‌রূপে ধৃত হইয়াছে। মনু এক স্থলে বলিয়াছেন, দ্বিজোত্তম কোনপ্রকারই মদিরা পান করিবেন না, কেননা মদ্য, মাংস, সুরা ও আসব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের ভক্ষ্য। (১) মন্বর্থকারী পণ্ডিত কল্লূকভট্টও এ স্থলে আসবের পৃথক্ এবং প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন। যথা—আসবো মদ্যানা-মবস্থাবিশেষঃ, সদ্যকৃতসংসাধনঃ, সঞ্জাতমদ্যভাবঃ। অর্থাৎ আসবের সাধারণ অর্থ মদিরার একপ্রকার অবস্থা বিশেষ, ইহা অপেক্ষা বিশেষ অর্থ সদ্য প্রস্তুত মদিরা, তদপেক্ষা বিশেষ বা সূক্ষ্ম অর্থ যাহাতে মদিরাভাব জন্মিয়াছে। এইরূপ অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকলপ্রকার মদিরার প্রথম অবস্থাকে আসব বলে। অপরন্তু, আয়ুর্ব্বেদিকেরাও অপরাপর মদিরা হইতে আসবকে পৃথক্ করিয়া তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে, কন্দ মূল হইতে যে মদ্য প্রস্তুত তাহা আসুত বলিয়া জানিবে। (২) অন্য এক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, অপক্ক ঔষধ (বীজ-দ্রব্য) ও জল-সংযোগে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে আসব বলে। (৩) মাধব কর বলেন, অপক্ক ঐক্ষবাদি রস হইতে নিষ্পন্ন মদ্যকে

---

(১) যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।

(২) কন্দমূলফলাদ্যৈঃ যৎ তত্র বিজ্ঞেয়মাসুতম্।

(৩) যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ ॥

আসব বলে। (১) ফলতঃ ইহা অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের মতে শীত-শীধু। যাহা হউক, উক্ত সমুদায় মত সামঞ্জস্য করিলে ইহা স্থির করিতে পারা যায় যে, যে মদিরা কন্দ, মূল, ফলাদি নিষ্পিষ্ট মধুর রস এবং অপক্ক (অগ্নিপক্ক নহে) উপকরণ ও জলসংযোগ হইতে সহজেই উৎপন্ন হয় তাহাকেই আসব বলে। শীধুও একপ্রকার আসব।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বহুবিধ আসব ব্যবহৃত হইত। যথা—সোমাসব (Soma Juice), দ্রাক্ষাসব (Wine), মধ্বাসব, ইত্যাদি। পরবর্ত্তী কালে যখন সুরা চোয়ান প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সন্ধেয়মান যে আসব হইতে সুরা চোয়ান হইত তাহাই সুরাসব (Wash) শব্দে অভিহিত হইত।

আসব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; ১ম স্থির, ২য় অস্থির। মদিরোৎসেচন সমাধা না হইতে হইতে উৎসিচ্যমান দ্রবকে পাত্রস্থ করিলে উহা ব্যবহারকালে ফুটিতে থাকে। এজন্য ইহা অস্থির। (২) ইহার গুণ অতি মৃদু। অপর যে মদিরার উৎসেচনক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে তাহা স্থির। (৩) সুরাসব এই শ্রেণীর মদিরা। (৪) ইহার গুণ অতি তীক্ষ্ণ। অধুনা তাড়ি, হেড়ে ও পাচুই এই তিনপ্রকার আসব প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। তাড়ি বা তালিকে তালাসব কহে। ফলতঃ এক্ষণে

(১) শীধুরিক্ষুঃ রসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ ॥

(২) ইংরাজীতে এইরূপ আসবকে (Sparkling wine) স্পার্কলিং ওয়াইন্ কহে।

(৩) ইংরাজীতে ইহাকে ষ্টিল্ ওয়াইন্ (Still wine) কহে।

(৪) তীক্ষ্ণঃ সুরাসবো হৃদ্যো মূত্রলঃ কফবাতনুৎ।
মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ ॥৮৪॥ সুশ্রুত।

তাল ও খর্জ্জুর নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত মদ্যকে সচরাচর তাড়ী বলিয়া থাকে। * ইহাকে শীত শীধু ও বলা যায়। হেঁড়ে (মধ্বাসব) মৌল ফুল (Bassia Latifolia) হইতে, এবং পাচুই অন্ন পচাইয়া প্রস্তুত হয়। এই সকল আসব সাঁওতাল প্রভৃতি বন্যজাতিরা এবং দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সচরাচর ব্যবহার করে।

২। শীধু।

ইহা আর্য্যদিগের অপর একজাতীয় মদিরা। কেহ ২ ইহাকে আসব হইতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করেন না। ভাবপ্রকাশে বর্ণিত আছে, অপক্ক ও পক্ক মধুর রস হইতে দুইপ্রকার শীধু জন্মে। দুইপ্রকার শীধু বিষয়ে অনেককেই একমত দেখা যায়। অপক্ক মধুর দ্রব হইতে উৎপন্ন শীধুকে শীতরস-শীধু, এবং পক্ক মধুর দ্রব জাত শীধুকে পক্করস-শীধু বলা যায়। মধুর দ্রব বলিতে খর্জ্জুর ও তালাদির স্বভাবিক নির্য্যাস, সরস ফলের ও কন্দের (যেমন দ্রাক্ষা ও ইক্ষু) নিষ্পেষিত রস বুঝাইতে পারে। মধুর দ্রবকে কিয়ৎ কাল অনাবৃত রাখিলে উহাতে মদিরোৎসেচন উপস্থিত হয়। ঐ দ্রবে শর্করার ভাগ নিতান্ত অল্প থাকিলে মদিরোৎসেচন অতি বিলম্বে ও অযথারূপে সংঘটিত হয়। আর অধিকতর ($\frac{1}{8}$ অংশের অধিক) থাকিলে মদিরোৎসেচন

---

* সংস্কৃত সাহিত্যে যে তালী শব্দ ব্যবহৃত আছে তাহা হইতেই তাড়ী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যাকরণ অনুসারে ল কদাচিৎ ড় উচ্চারিত হয়। স্কট্লণ্ডদেশীয়েরা তালাসবকে যে তডী (Toddy) বলিয়া থাকেন তাহা বোধ হয় আমাদিগের তাড়ী বা সিংহলের তডী হইতে সংগৃহীত।

উপস্থিত হয় না; যদি হয় তাহাও অসম্পূর্ণ ভাবে।* বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্যেরা বহুদর্শিতা-প্রভাবে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া স্বল্প-শর্কর মধুর দ্রবকে অগ্নিসন্তাপ দিয়া উহার জলভাগ হ্রাস করত, আর বহু-শর্কর মধুর দ্রবকে তাদৃশ পাক না করিয়া উহাতে প্রয়োজনানুরূপ জল মিশাইয়া মদিরোৎসেচনের অনুকূল করিয়া লইতেন। পরন্তু, মাধব কর বলেন, পক্ক ঐক্ষবাদি রস হইতে শীধু জন্মে, আর অপক্ক ইক্ষুরসাদি হইতে আসব হয়।† ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাধব কর শীতরস শীধুকে আসব হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন না। এদিকে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে (সুশ্রুত, বাভট ইত্যাদি) দ্বিপ্রকার শীধুর উল্লেখ আছে। যাহা হউক, প্রাচীন কালের সোমাসব, দ্রাক্ষাসব প্রভৃতিকে শীত শীধুর মধ্যে পরিগণনা করা অসঙ্গত বোধ হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাচীনতম কালে যখন নিস্তেজ আসব ব্যবহার করিয়া তীক্ষ্ণ আসব প্রস্তুতের প্রয়োজন হয়, তখন অগ্নিসন্তাপাদি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তৎকালে মদিরার উপকরণ একমাত্র মধুর দ্রবই জনসমাজে বিদিত ছিল। অতএব বিবেচনা হয়, শীত শীধু প্রথমকার সহজ আসব এবং পক্ক শীধু পরবর্ত্তী কালের আয়াস-সাধ্য (অগ্নিসন্তপ্ত) একপ্রকার আসব। ইহার পর উপকরণ দ্রব্য জলসংযোগে বহুকাল ভিজাইয়া আসব প্রস্তুত করার রীতি প্রব-

* See—Handbook of Modern Chemistry. by Dr. Meymott Tidy. Page 488.

† শীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ।

র্ত্তিত হইলে উভয়বিধ শীধু হইতে আসব বিভিন্নবস্তু হইয়া দাঁড়াইল। প্রাচীন সমাজে কোন্ ২ প্রকার দ্রব্যজাত শীধু প্রচলিত ছিল তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদে গৌড়, শার্কর, জাম্বব ও মাক্ষিক এই চারিপ্রকার শীধুর উল্লেখ আছে।

৩। অরিষ্ট।

মদ্যোপকরণ দ্রব্য জলের সহিত পাক করিয়া ক্বাথ বাহির করত তাহাতে উৎসেচন সহকারে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে অরিষ্ট বলে। অরিষ্টকে মদ্যও বলিয়া থাকে।* আসব শীঘ্র বিকৃত হইয়া থাকে, এজন্য মদিরা কিপ্রকারে দীর্ঘকালস্থায়িনী হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক হইলে অরিষ্ট-প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অরিষ্ট শব্দের অর্থ যাহার অকাল-মরণ নাই, বাস্তবিক আসব অপেক্ষা অরিষ্ট বহু কাল অবিনষ্ট থাকে; কেননা অরিষ্টে বিকার্য্য দ্রব্যের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্পই থাকে। এই অরিষ্ট বা মদ্য সমাজের উন্নতাবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে দ্রব্যে আসব প্রস্তুত হইত, পরবর্ত্তী কালে কোন ২ স্থলে তাহা হইতেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে দেখা যায়। যথা—দ্রাক্ষাসব, দ্রাক্ষারিষ্ট, মধ্বাসব, মধ্বরিষ্ট ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন ঔষধ-দ্রব্যের ক্বাথ গুড় ও মধু সংযোগেও

---

* অরিষ্টঃ ক্বাথসাধ্যঃ স্যাৎ।
পক্কৌষধাম্বুসিদ্ধং যন্মদ্যং তৎ স্যাদরিষ্টকম্।
অরিষ্টং মদ্যমিতি লোকে। ভাবপ্রকাশ।

একপ্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত হইত। যথা—দশমূলারিষ্ট, বব্বুলারিষ্ট ইত্যাদি। *

কোন ২ গ্রন্থকার অরিষ্টকে মদ্য বলিয়া উল্লেখ করায় প্রাচীন ঋষিপ্রোক্ত ১১শ প্রকার মদ্যের বিবরণ এই স্থলেই সন্নিবেশিত হইতেছে। যথা—১ম পানস—কাঁঠাল হইতে, ২য় দ্রাক্ষ—দ্রাক্ষাফল হইতে, ৩য় মাধূক—মহুল ফুল হইতে, ৪র্থ খার্জ্জূর—খর্জ্জূরফল হইতে, ৫ম তাল—তালফল হইতে, ৬ষ্ঠ ঐক্ষব—ইক্ষুদণ্ড হইতে, ৭ম মাধ্বীক—মধু হইতে, ৮ম টাঙ্ক—টঙ্কমূল হইতে, ৯ম মার্দ্বীক—কপিল দ্রাক্ষাফল হইতে, ১০ম মৈরেয় †—ধাতকীপুষ্প ও গুড়াদি

* প্রাচীন কালে ইয়ুরোপেও ঔষধারিষ্ট (Medicated wine) প্রস্তুত হইত।

† প্রাচীন কালে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে মরিণা (Murrhina) নামক একপ্রকার সুগন্ধ মদ্য প্রচলিত ছিল। অপরাধীগণ ইহা পান করিয়া প্রমত্ত হওত দুঃসহ দণ্ডক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিবে বলিয়া ব্যবহৃত হইত। রোম্যান্‌দিগের মধ্যেও তৎসদৃশ-নামক একরূপ মদ্য ব্যবহৃত ছিল। ইহা দ্রাক্ষাজাত মদিরা। ইহাতে গন্ধবোল মিশ্রিত থাকাই ইহার সদ্গন্ধের কারণ বলিয়া অনুমিত।(১) প্রাচীন কালে আর্য্যসমাজেও ঐরূপ নামের একটী মদ্য প্রচলিত ছিল। রামায়ণের একস্থলে প্রকাশ আছে যে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে মৈরেয় (ও সুরা) পান করিয়াছিলেন। এই বিশ্বামিত্র ঋষি যখন ঋগ্বেদের কতক স্তোত্রের রচয়িতা তখন ইহা প্রাচীন কালের কথা তাহার সন্দেহ নাই। সংস্কৃত অভিধানে মার্ হইতে নিপাতনে ষ্ণেয় প্রত্যয় দ্বারা মৈরেয় পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থ—মার্—কন্দর্প যাহা দ্বারা প্রবল হয় অর্থাৎ যে মদ্য কামোদ্রেক-কর। মাধব করের মতে ধাতকীপুষ্প গুড় ও ধান্যাম্ল জাত—এবং তন্ত্রে বিল্লমূল শর্করা ও বদরি জাত আর চরকের মতে ধান্যজনিত মদ্যকে মৈরেয় বলে। উপরে ব্যাকরণ-সাহায্যে মৈরেয়ের যে মূল পাওয়া গেল তদ্দ্বারা কোন অর্থই হয় না। কেননা, কামোদ্দীপক গুণ মদ্য-সাধারণের আছে। দ্বিতীয়তঃ মৈরেয়ের যে উপকরণ জানা যাইতেছে তাহাতে কামোদ্দীপক বিশেষ কোন পদার্থ দেখা যায় না। অপর আয়ুর্ব্বেদিকমতে ও তন্ত্রে মৈরেয়ের উপকরণ দ্রব্যের পরস্পর পার্থক্য

(১) On Alcohol, by Dr. B. W. Rechardson. Page 8.

হইতে, ১১শ নারিকেলজ—নারিকেল জল হইতে, অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত হয়। * ইহারা সুরা হইতে বিভিন্ন। অনন্তর কালে আরও অনেক প্রকার দ্রব্য হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত। চরক আয়ুর্ব্বেদে ৯ প্রকার যোনী-সম্ভূত ৮৪ প্রকার মদিরার উল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে অনেকগুলি অরিষ্ট বা মদ্য হইতে পারে। ইদানীং আমাদের সমাজে উল্লিখিত

দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল উপকরণ দ্রব্য হইতে মৈরেয়ের নাম তাদৃশ কেন হইল তাহার কোন সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে বোধ হয়, প্রাচীন কালের মৈরেয় মদ্য কি উপকরণে প্রস্তুত হইত পরবর্ত্তী কালের লোকেরা তাহা ঠিক না জানিয়া উহার ভিন্ন ২ রূপ উপকরণ কল্পনা করিয়াছেন। আভিধানিকেরাও কষ্টকল্পনা করিয়া একরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ গ্রীক্‌দিগের মরিণা ও আর্য্যদিগের মৈরেয় একই পদার্থ। প্রাচীনতম কালে গ্রীক্‌দিগের সহিত হিন্দুদিগের যখন বাণিজ্য-সংস্রব হয় তখন তাঁহারা যেমন এদেশীয় দ্রব্য ও তৎসহ তাহার নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, (১) সেইরূপ, বোধ হয়, মরিণা মদ্য উহাদিগের হইতে হিন্দু আর্য্যেরা গ্রহণ করিয়াছেন। গন্ধবোলের নাম ল্যাটীন ও গ্রীক্ ভাষায় Myrrha মির্ ও Mur মার্। (২) এই বৈদেশিক শব্দের উত্তর ষ্ণেয় প্রত্যয় করিলে সহজে (মির্—ষ্ণেয়—মৈরেয়) বা নিপাতনে (মার্—ষ্ণেয়) মৈরেয় পদ নিষ্পন্ন হয়। আমরা যেমন ইয়ুরোপ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিয়া ইয়ুরোপীয় পদ নিষ্পাদন করি। প্রাচীন কালে, এই রীতিতে বিজাতীয় শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া পদ নিষ্পাদন করা বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ মৈরেয়ের মূল মির্ বা মার্ অর্থাৎ গন্ধবোল উহার উত্তর সম্বন্ধার্থে ষ্ণেয় প্রত্যয় করিলে মৈরেয়—তদর্থে গন্ধবোল-সম্বন্ধী মদ্য, ইহাই সুসঙ্গত বোধ হয়।

* পানসদ্রাক্ষমাধুকং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্।
মাধ্বীকং টাঙ্কমার্দ্বীকং মৈরেয়ং নারিকেলজম্॥ কল্লুকভট্টধৃত পুলস্ত্যবচন।

---

(১) বাইবেলের পুরাতন খণ্ডে (হিব্রুভাষায়) ময়ূর, কপি, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, রোপ্য প্রভৃতির সংস্কৃত নাম রহিয়াছে। See—Max Muller's Lectures on the Science of Language vol. 1. Page 204.

(২) আরবীয় ও ইয়ুরোপীয়—হিব্রু, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান্ প্রভৃতি অন্যান্য ভাষায়ও অনুরূপ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পুরাতন খণ্ড বাইবেলে মার্ উল্লিখিত।

অরিষ্ট বা মদ্যের নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হয়; কেবল বৈদ্যকেরা কোন কোন অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন।

৪। সুরা।

ইহা আর এক শ্রেণীর মদিরা। সুরা সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মদ্য এবং অন্যান্য মদিরার পর সামাজিক মনুষ্যগণের নিকট পরিচিত। ইহার উৎপাদন-প্রক্রিয়া জটিল, সুতরাং মানব-বুদ্ধির কিছু পরিমাণে উন্নতির অবস্থায় ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পৌরাণিকমতে সুরা, সুর (অর্থাৎ দেবতা) দিগের ভোগ্য বলিয়া সুরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কথিত আছে, প্রাচীন কালে সুরা লইয়া দেবাসুরে পরস্পর যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে দেবতাগণ জয়লাভ করায় দেবতাগণের নাম সুর হইল, আর অসুরগণ সুরা হইতে বঞ্চিত হইল বলিয়া উক্ত নামে অভিহিত হইল। ব্যাকরণানুসারে মদিরা-পর্য্যায়স্থ সোম, আসব, ও অভিষব শব্দের ন্যায় সুরা-শব্দও সু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সু-ধাতুর অর্থ প্রসব অর্থাৎ মত্ততা-উৎপাদন, র প্রত্যয় দ্বারা অস্তিত্ব বুঝায় অর্থাৎ যে দ্রব্যে মত্ততা-উৎপাদক গুণ বিদ্যমান আছে। আসব ও অভিষব শব্দে আ ও অভি উপসর্গের যোগ আতিশয্য বা আধিক্য জ্ঞাপক বোধ হয় না। উপসর্গের নানা অর্থ; এস্থলে বিদ্যমানতা এবং ঈষৎ অর্থে উক্ত দুই উপসর্গের প্রয়োগ সঙ্গত বোধ হয়। আর সুরা-শব্দে উপসর্গের যোগ না থাকায় উহা সম্পূর্ণ মত্ততা-উৎপাদন-গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়।

সুরা অন্যান্যপ্রকার মদিরার পরে আবিষ্কৃত হইলেও ইহা আর্য্যসমাজে বহু কাল হইতে প্রচলিত দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে সুরাসন্ধান, মদ্যসন্ধান হইতে প্রক্রিয়া-গত কি উপকরণগত প্রভেদ ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রাচীন গ্রন্থ সকলে উক্ত হইয়াছে যে, অন্ন সকলের মল বা বিকারকে সুরা বলে। (১) ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থেও অন্ন-বিকারকে সুরা বলা হইয়াছে। (২) যখন প্রাচীন গ্রন্থে (৩) ধান্যোৎপন্ন ব্যতীত অন্যান্য-দ্রব্য-জাত সুরারও উল্লেখ দেখা যায়, তখন অন্ন শব্দের সংকীর্ণ অর্থ তণ্ডুল না ধরিয়া অদনীয় দ্রব্য মাত্র ধর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব পূর্ব্বাপর সুরাসন্ধান ও মদ্যসন্ধানে পরস্পর উপকরণ-গত তাদৃশ প্রভেদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে কি সুরাসন্ধান ও মদ্যসন্ধানে প্রক্রিয়াগত প্রভেদ? দেখা যায়, (৪) সুরাসন্ধানে উপকরণ দ্রব্যগুলি অগ্নি-সন্তাপে পাক করিয়া মদিরোৎসেচনের অনুকূল অবস্থায় রাখিতে হয় এবং তদনন্তর চোয়াইতে হয়। (৫) প্রাচীন কালে কথিত চোয়ান-উপায় সুরা-প্রস্তুতের জন্য অবলম্বিত হইয়াছিল কি না তাহা স্থির করা

---

(১) সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা বা মলমুচ্যতে। মনু। ১১ অ০।

(২) পরিপক্কান্নসন্ধানাৎ সমুৎপন্নাং সুরাং জগুঃ।

(৩) স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ।

(৪) মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র—২৪ সাহস্র। ৩৬ পটল দেখ।

(৫) চোয়ান-প্রক্রিয়া স্থূলতঃ এই;—একটী পাত্রে কোন দ্রব দ্রব্য (কখন২ কাষ্ঠাদি অদ্রব দ্রব্যও) রাখিয়া অগ্নি সন্তাপ দিতে হয়। পাত্রের মুখ শরাবাদি দ্বারা বদ্ধ, ও উহার গাত্রে একটী নলের এক অন্ত ধারণ করিবার জন্য একটী মাত্র ছিদ্র থাকে। নলের অপরান্ত দ্বিতীয় একটী ঐরূপ মুখবদ্ধ কিন্তু খালি পাত্রের ছিদ্রে সংলগ্ন থাকে। যে পাত্রে অগ্নি সন্তাপ দেওয়া হয় উহার আধের দ্রব্য হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া দ্বিতীয় পাত্রে আসিয়া সংযমিত ও জলবৎ হয়। এই সংযমন-সাহায্যার্থে আধার পাত্রকে শীতল রাখিবার জন্য কিঞ্চিৎ জলমগ্ন রাখা হয় এবং উহার অনিমজ্জিত স্থলে মধ্যে ২ শীতল জল সেচন করিতে হয়

দুরূহ। ইহা হইতে পারে যে, প্রথম ২ সুরাসব প্রস্তুত হইয়া সুরারূপে কিছুকাল ব্যবহৃত হইয়াছিল; অথবা উগ্রতর মদ্য প্রথমতঃ সুরা নামে অভিহিত হইত। তাহার পর চোয়ান-উপায় পরিগৃহীত হইলে চোয়ান-প্রাপ্ত দ্রব্যকেই সুরা বলা হইয়াছে; এবং যাহাকে চোয়াইয়া উহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহাকে তখন সুরাসব নাম দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ প্রথমোক্ত অনুমিতির পোষকে তাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে যে, সুরার অগ্রভাগকে প্রসন্না, তাহার নিম্নস্থ ঘন দ্রবাংশকে কাদম্বরী, উহার অধঃস্থ ঘনতর কিয়ৎ দ্রবাংশকে জগল, তদধঃস্থ দ্রবাংশকে মেদক এবং ইহার নিম্নস্থ অপেক্ষাকৃত গাঢ় অসার ভাগকে বক্কস কহে; আর সুরাবীজকে কীরাবক বলে। (১) ইহাতে উপলব্ধি হয় যে, প্রথমতঃ সুরাসব প্রস্তুত করিয়া পশ্চাৎ চোয়ান হইত এবং ঐ সুরাসব অপরিষ্কৃত বিধায় তাহা হইতে চোয়ান সুরার অগ্র বা উপরি ভাগ হইতে তল পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর গাঢ়তা জন্মাইত।

অপর, মন্বাদি স্মৃতিকর্ত্তা ও সুশ্রুতাদি-আয়ুর্ব্বেদিকেরা এক-মত হইয়া গৌড়ী, আক্ষিকী, সিতা, মাধ্বী এবং পৈষ্টী প্রভৃতি মদিরাকে সুরা বলিয়া পরিগণনা করিয়াছেন। যখন দেখা

এইরূপ করিলে উক্ত পাত্রে যে দ্রব দ্রব্য সঞ্চিত পাওয়া যায় তাহাকেই চোয়ান-দ্রব্য এবং ঐ প্রক্রিয়াকে চোয়ান-প্রক্রিয়া কহে। অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত "মৈষুর যন্ত্র" দ্বারা পরবর্ত্তী কালে অস্মদ্ সমাজে সুরা চোয়ান হইত।

(১) সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাত্ততঃ কাদম্বরী ঘনা।
তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদ্ঘনঃ॥
বক্কসো হৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজং কীরাবকম্॥

যায়, কথিত সুরা সকলের উপকরণ দ্রব্যের পৃথক্ আসব বা মদ্যও ব্যবহৃত ছিল,—(যথা গৌড় ও শার্কর মদ্য, ইহা চোয়াইলে গৌড়ী ও সিতা সুরা পাওয়া যায়; মধ্বাসব, ইহা চোয়াইলে মাধ্বী সুরা পাওয়া যায়; ও পাঁচুই,—ধান্য তণ্ডুল যবাদি চূর্ণ করিয়া জল সংযোগে পাক করিলে এবং অনুকূল অবস্থায় রাখিলে এই আসব উৎপন্ন হয়; ইহা চোয়াইলে পৈষ্টী সুরা পাওয়া যায়।) তখন নিঃসন্দেহ রূপে জানা যায় যে, পূর্ব্বাপর আসব বা মদ্য হইতে চোয়ান উপায় অবলম্বনদ্বারাই সুরা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যদিও চোয়ান-প্রক্রিয়া অতীব প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য-সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে বলা না যায়; তথাপি ইহা যে নিতান্ত অপ্রাচীন নহে তাহা উপলব্ধি হয়। মানবধর্ম্ম-প্রচারকালে সমাজে গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী নামে তিনপ্রকার সুরা প্রচলিত ছিল। অপর সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদে, প্রসন্না, শ্বেতা, মধূলিকা, যব—এবং আক্ষিকী সুরার উল্লেখ দেখা যায়। প্রসন্না ধান্যোৎপন্না সুরা, শ্বেতা শর্করোৎপন্না, মধূলিকা বহুলফুলজাতা, যবসুরা যবশস্যোদ্ভবা এবং আক্ষিকী (বাভট-মতে বৈভিতকী বয়ড়া ফল-জাত সুরা। অপিচ তাল ও খর্জ্জুর রস জাত বা তৎসহ সন্ধিত সুরাও—সৈন্ধী ও হলা, বা বারুণী সুরা—পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। ইদানীং ধান্য, গুড়, মৌলফুল হইতে ত্রিবিধ সুরা চোয়াইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। তালাদির রস হইতে আর সুরা প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না।

ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে সন্ধান-প্রক্রিয়া-ভেদে মদিরা

প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ওয়াইন (Wine), মল্‌ট লিকার্ (Malt Liquor) এবং স্পিরিট্ (Spirit)। ইহাদিগের মধ্যে পুনরায় অন্তঃশ্রেণী-বিভাগ আছে। প্রত্যেক প্রধান শ্রেণীর বর্ণনস্থলে উহাদিগের উল্লেখ করিব।

ওয়াইন (Wine)।

ইহা আমাদিগের আসব ও অরিষ্ট বা মদ্য। দ্রাক্ষা-রস হইতে মদিরোৎসেচন দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হইত, প্রাচীন কালে তাহাকেই ওয়াইন্ বলিত। কোন ২ ব্যক্তির মতে ওয়াইন্ নাম ব্যক্তি বিশেষের (Oeneus) নাম হইতে সংক্রমিত হইয়াছে; কিন্তু দ্রাক্ষা যখন চির কাল ছিল এবং তাহাকে আদৌ (Vine) ভাইন বলা হইত, তখন তাহা হইতে প্রসূত দ্রব্যকে ভিনম্ (Vinum) এবং ওয়াইন্ বলা সঙ্গত বোধ হয়। যাহা হউক, অনন্তর কালে দ্রাক্ষা-মদ্যের ন্যায় মদিরোৎসেচন দ্বারা যে কোন ফলাদি হইতে মদিরা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাও ওয়াইন্ নামে অভিহিত হইয়াছে। তবে অনেক স্থলে উপকরণ দ্রব্যের নাম সংযোগে মদিরার নাম দেওয়া হয়; যেমন গুস্‌বেরী ওয়াইন্ (Gooseberry-wine) এবং মল্‌বেরী ওয়াইন্ (Mulberry-wine) ইত্যাদি। অস্মদ্দেশে যেমন সুরা-ব্যবহার প্রচলিত হইলে আসবাদির ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ হইয়াছে, ইয়ুরোপ প্রদেশে সেরূপ হয় নাই। কেবল মধ্যকালে বহুবিধ দ্রব্য হইতে যে বিবিধ মদিরা প্রস্তুত হইত, ইদানীং তৎসংখ্যার অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ওয়াইন্ পূর্ব্বে বর্ণ, উৎপত্তিস্থান ও বয়স্ সম্বন্ধীয়, এবং পরিষ্কৃত, নূতন, পুরাতন, লঘু ও

তীব্র প্রভৃতি বিশেষণ সূচক নামে অভিহিত হইত ; এখনও ঐরূপ কতক কতক হইয়া থাকে।

প্রাচীন সমাজে, আমাদের ঔষধারিষ্টের ন্যায়, ঔষধ দ্রব্য-সংযুক্ত ওয়াইন্ ব্যবহৃত হইত। উহা স্বল্প মাদক, পাচক, ঘর্ম্মকারক, এবং মৃদু বিরেচক। এখনও কোন ২ স্থানে ঐরূপ মদিরা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে প্রচলিত কোন্ ২ ওয়াইন্, কিপ্রকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। মাদক গুণের মৃদুতা ও তীব্রতা অনুসারে ওয়াইন্ সমূহ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পোর্ট, শেরী, মেডেরা, মারশেলা, শিরাজ, প্রভৃতি মদিরা তীব্র বা ষ্ট্রং (Strong) ওয়াইনের, এবং ক্লারেট্, বারগণ্ডি, স্যাটরণ, হ্রাইন্, মোজেল্, হঙ্গেরিয়ান্, প্রভৃতি মদিরা মৃদু বা লাইট্ (Light) ওয়াইনের অন্তর্গত। দ্রাক্ষাদি রস হইতে সহজ প্রস্তুত ওয়াইনে কোনপ্রকার সুরা (সচরাচর ব্রাণ্ডি) সংযোগ করিলে ষ্ট্রং এবং সংযোগ না করিলে লাইট্ (Light) ওয়াইন্ হয়।

বর্ণানুসারে ওয়াইন্ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম শ্বেত, ২য় লোহিত। শ্বেত বা লোহিত দ্রাক্ষার কেবল রস হইতে যে মদিরা উদ্ভূত হয় তাহা শ্বেত, এবং লোহিত দ্রাক্ষার রস ও ত্বক্ এই উভয় হইতে যে মদিরা প্রস্তুত হয় তাহা লোহিত ওয়াইন্। সেম্পেন্, মেডেরা, মোজেল্, স্যাটরণ, শেরী, টেনেরিক্, প্রভৃতি শ্বেত ; আর পোর্ট, বারগণ্ডি, ক্লারেট্, প্রভৃতি লোহিত ওয়াইন্।

এতদ্ব্যতীত ওয়াইন্ অপর দুই শ্রেণীতেও বিভক্ত। ১ম ষ্টিল (Still) ওয়াইন্ অর্থাৎ স্থির মদ্য, ২য় স্পার্কলিং (Spark-

ling) ওয়াইন্ অর্থাৎ উজ্জ্বল বা অস্থির মদ্য। উৎসেচন-ক্রিয়া রহিত হইয়া গেলে যে ওয়াইন বোতলে বদ্ধ করা যায় এবং সেবনকালে যাহা ঢালিলে ফেনিল হয় না তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীর, আর যে ওয়াইন্ উৎসেচন ক্রিয়া শেষ হইবার পূর্ব্বে বোতলে বদ্ধ করা যায় এবং অবশিষ্ট উৎসেচন বোতল-মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় কারবনিক্ য়্যাসিড্ বায়ু নির্গত হইতে না পারিয়া বোতলমধ্যে বদ্ধ থাকে এবং ঢালিবার কালে ঐ বায়ু-সংযোগে ফেনিল হয় তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

২। মল্‌ট লিকার্ (Malt Liquor)।

অল্প-জল সিক্ত যব উষ্ণ স্থানে কিছুকাল অনাবৃত রাখিলে অঙ্কুরিত হয়। ইহাকে মল্‌ট বলে। মল্‌ট অগ্নি-সন্তাপে শুষ্ক করিয়া উষ্ণ জলে ভিজাইয়া উষ্ণ স্থলে কিছুকাল রাখিলে গেঁজিয়া উঠে অর্থাৎ উহাতে মদ্যোৎসেচন উপস্থিত হয়। (১) ইহাতে যে মদিরা জন্মে তাহাই মল্‌ট লিকার্। ইহা স্থির-জাতীয় মদিরা নহে (Sparkling)। মল্‌টের সহিত একপ্রকার হপ্ নামক তৃণ দিয়া ভিজাইবার রীতি আছে। বিয়ার, এল্ এবং পোর্টার এই জাতীয় মদিরার মধ্যে পরিগণিত।

(ক) অগ্নি-সন্তাপে শুষ্ক করিবার কালে মল্‌ট যদি পাটলবর্ণ হয়, তবে তদ্দ্বারা উৎপন্ন মদিরাকে বিয়ার্ বলে।

---

(১) যবাদি শস্য অঙ্কুরিত হইলে উহার গ্লুটেন্ নামক অংশ ডায়াস্টেষ্ট-নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহা অভিষব অর্থাৎ ফারমণ্টের ন্যায় হইয়া শস্যস্থ শ্বেত সারকে প্রথমতঃ ডেক্‌ষ্ট্রিণ্ (Doxtrin) তৎপরে দ্রাক্ষাশর্করা, অবশেষে

(খ) মল্‌ট শুষ্ক করিবার কালে যদি এরূপ উত্তাপ দেওয়া হয় যে, তদ্দ্বারা উহা বিবর্ণ না হইতে পারে, তবে তদ্দ্বারা উৎপন্ন মদিরাকে এল্‌ বলে।

(গ) বিয়ার প্রস্তুত-কালে কিছু মলট দগ্ধ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিলে উহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। ঐ গাঢ়বর্ণ বিয়ারকে পোর্টার বলে।

স্পিরিট্‌ অভ্‌ ওয়াইন্‌।
(Spirit of Wine)

মধুর-দ্রব ও শ্বেত-সার-দ্রব মদিরোৎসেচন দ্বারা মদিরায় (Wine বা Beer) পরিণত হইলে যন্ত্র-সাহায্যে তাহা চোয়াইয়া অপেক্ষাকৃত যে সংস্কৃত তীক্ষ্ণ মদিরা পাওয়া যায় তাহাকে স্পিরিট্‌ অভ্‌ ওয়াইন্‌ বা আর্ডেণ্ট স্পিরিট (Ardent Spirit) বলে। আমরা ইহাকে সুরা বলিয়া থাকি। উপকরণ-দ্রব্য-ভেদে ইয়ুরোপীয় সুরা এই কয়েকপ্রকারের হয়। যথা—

দ্রাক্ষা হইতে উৎপন্ন সুরা—ব্রাণ্ডি (Spiritus Vini Gallici), গুড় বা শর্করা হইতে উৎপন্ন সুরা—রম্‌ (Spiritus Sacchari) এবং যবাদি শস্য হইতে উৎপন্ন সুরা—করণ-স্পিরিট্‌ (Spiritus Frumenti)। হুইস্‌কি (Whiskey) এক-প্রকার যবসুরা। জুনিপার-ফল সংযোগে করণস্পিরিট চোয়াইলে "জিন" (Spiritus Juneperis) হয়। ধান্য বা তণ্ডুল ও তালমদ্য হইতে উৎপন্ন সুরা য়্যারাক্‌ (Arrack) এবং শুষ্ক

এল্‌কোহলে পরিণত করে। যবাদি শস্য হইতে মদিরা প্রস্তুত করিতে সচরাচর ইয়েষ্ট (Yest) ব্যবহার দ্বারা মদিরোৎসেচন উদ্দীপন করা হয়।

তণ্ডুল হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা স্পিরিটস্ ওরিজি (Spiritus Oryzœ)। ইক্ষুরস হইতে যে সুরা প্রস্তুত হয় তাহাকে টাফিয়া (Tafia)—(Spiritus Succi Sacchari) বলে।

স্পিরিট্ বা সুরা পুনরায় চোয়াইলে যে শোধিত সুরা পাওয়া যায় তাহাকে রেক্‌টিফাইড্ বা শোধিত সুরা বলে। শোধিত সুরাকে শুষ্ক-চূর্ণাদিযোগে পুনরায় বা পুনঃপুনঃ চোয়াইলে নির্জল, বর্ণহীন, স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণাস্বাদ যে জলীয় পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে এল্‌কোহল্ (Alcohol) বলে। (১) ইহাকে মদিরা-সার বা মদ্য-বীর্য্য বলা যায়। (২) এল্‌কোহল্ ভিন্ন উপরোক্ত অপর সমস্ত দ্রব্যে যে অল্পাধিক জলের ভাগ থাকে তাহা আপেক্ষিক গুরুতা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। জলের আপেক্ষিক-ভার (Specific Gravity 1·000) ১·০০০। এল্‌কোহলের আপেক্ষিক ভার ০.৭৯৫। রেক্‌টীফাইড্ স্পিরিটের ঐ ভার ০·৮৩৫। ইহাতে শতকরা ১৬ অংশ জল ও অবশিষ্ট এল্‌কোহল্ আছে। এল্‌কোহল ৪৯·২৪ ভাগে জল ৫০·৭৬ অংশ মিশ্রিত করিলে ঐ মিশ্রিত দ্রব্যকে পরীক্ষিত সুরা বা প্রুফ্ স্পিরিট্ (Proof-Spirit) বলে। ইংলণ্ডদেশে পূর্ব্বে আব্‌গারি বিভাগে বারুদ দ্বারা স্পিরিট্ পরীক্ষিত হইত। যে স্পিরিট্ সংযোগে বারুদ দগ্ধ হইয়া যাইত তাহাকে ওভার প্রুফ্

---

(১) ইহাকে (Absolute) য়্যাব্‌সোলিউট্ এল্‌কোহলও বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ বলিব।

(২) এল্‌কোহল্‌কে বঙ্গভাষায় অযথারূপে সুরাসার বলা হয়। পশ্চাৎ ইহা বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

(Over proof), ও যে স্পিরিট্ সংযোগে উহা দগ্ধ হইত না অর্থাৎ স্পিরিট্ ভাগ পুড়িয়া গিয়া আর্দ্র বারুদ মাত্র পড়িয়া থাকিত তাহাকে অণ্ডার প্রূফ্ (Under proof), এবং যে স্পিরিটের সহিত আর জল মিশ্রিত করিলে বারুদ দগ্ধ হইত না তাহাকে প্রূফ্ স্পিরিট্ বলিত। পরবর্ত্তী কালে জলমান যন্ত্র (১) দ্বারা স্পিরিট্ পরীক্ষার নিয়ম হইয়াছে। তদ্দ্বারা স্থির হইয়াছে, যে প্রূফ্ স্পিরিটের আপেক্ষিক ভার ফারণ হাইটের ৬০° ডিগ্রী উত্তাপে ০.৯২০। ইহার উপরে যদি শতকরা ০.৫ অংশ এল্‌কোহল্ মিশান যায়, তবে তাহাকে ১ ডিগ্রী ওভার প্রূফ্ বলা যাইবে।

উল্লিখিত শোধিত ও পরীক্ষিত সুরা সচরাচর ঔষধ প্রস্তুত জন্য এবং ব্রাণ্ডি প্রভৃতি স্পিরিট্ সেবনার্থে ব্যবহৃত হয়।

৩। মদিরার উপাদান।

যে কোন পদার্থ হইতে মদিরা প্রস্তুত হউক না কেন উহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পদার্থ অবশ্যই থাকিবে।

১। জল। ইহা ফলাদির রসে প্রকৃতি-নিহিত অথবা মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ইহার পরিমাণের ইতর বিশেষ মদিরা বিশেষে ঘটিয়া থাকে।

২। এল্‌কোহল্ অর্থাৎ মদিরাসার। মদ্য-জনক যে

---

(১) Hydrometer.

কোন উপকরণ উৎসিক্ত হয় উহাতে দ্রাক্ষা-শর্করা, বা দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণেতব্য অন্যান্য জাতীয় শর্করা বা শ্বেতসার থাকে; উৎসেচন দ্বারা দ্রাক্ষা-শর্করা এককালেই এল্‌কোহলে পরিণত হয়, আর অপরজাতীয় শর্করা থাকিলে প্রথমতঃ দ্রাক্ষা-শর্করায় তদনন্তর এল্‌কোহলে, আর শ্বেতসার থাকিলে কথিত উৎসেচনে ডায়াস্‌টেষ্ট দ্বারা প্রথমতঃ ডেক্‌ষ্ট্রিণে তদনন্তর দ্রাক্ষা-শর্করায় পশ্চাৎ মদিরাসারে পরিণত হয়। এই দ্রাক্ষা-শর্করার (স্বাভাবিক বা অন্য প্রকারে উদ্ভূত) শতকরা ৯৫ ভাগ এল্‌কোহল্‌ ও কারবোনিক্‌ য়্যাসিড্‌ প্রস্তুত হইতে ব্যয়িত হয়।

৩। গ্লিসিরিন্‌ মেনাইট্‌, য়্যাসেটিক্‌ য়্যাসিড্‌। ইহারা উল্লিখিত দ্রাক্ষা-শর্করার শতকরা অবশিষ্ট ৫ ভাগ হইতে বিশেষ বিশেষ পরিণীতি-প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত হয়।

৪। এতদ্ভিন্ন মদিরার উপকরণ-দ্রব্যের আর কয়েকটী উপাদান মদিরায় বিদ্যমান থাকে। যথা—শর্করা (ইহা দ্রাক্ষা বা অন্য জাতীয় হউক কিঞ্চিৎ পরিমাণে উৎসিক্ত না হইয়া মদিরা সহ রহিয়া যায়। অতিরিক্ত-শর্করাযুক্ত মদ্যকে রিচ্‌ ফ্রুটী ওয়াইন্‌ বলে। যথা—শেরী, পোর্ট, টকে ইত্যাদি), ধুনা, বর্ণদ্রব্য, উদ্বায়ুতৈল (শস্য ও আলু হইতে উদ্ভূত), সারদ্রব্য, নানাবিধ অম্ল ও লবণাদি এবং সুগন্ধ ইথার (Œnanthic ether)—ইহা মদ্যোপাদানের একপ্রকার উদ্ভিদম্ল এল্‌কোহলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় উদ্ভূত হয়,—ইত্যাদি।

অপর, সুরা-মদ্য যে কোন উপকরণ হইতে প্রস্তুত হউক, উহাতে জল, এল্‌কোহল্‌, উদ্বায়ুতৈল এবং সচরাচর বর্ণ-

দ্রব্য থাকে। আর অবিশুদ্ধ মদিরায় (ওয়াইন্, স্পিরিট্ ও বিয়ার) উল্লিখিত ন্যায্য উপাদান দ্রব্য সকল ব্যতীত, চূর্ণ, সীসক, বিজাতীয় এল্কোহল্, গন্ধক, কাইনো প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত থাকে।

৪। মদিরার বিকার।

পূর্ব্বে যে পাঁচপ্রকার উৎসেচন প্রক্রিয়ার উল্লেখ ও বর্ণন করিয়াছি তাহার অন্যতম উৎসেচন দ্বারা মদিরার প্রধান উপাদান এল্কোহল্ বিকার প্রাপ্ত হয়। এই উৎসেচনকে এসেটস্ ফারমেণ্টেশন বা শুক্তোৎসেচন বলা যায়। এই জাতীয় উৎসেচনের ও উদ্দীপক একপ্রকার সজীব উদ্ভিদ্-বীজ (Mycoderma Aceti) আকাশীয় বায়ুতে অবস্থিত। আসব (ওয়াইন ও বিয়ার) এই বীজের বিবর্দ্ধন ও অঙ্কুরিত (১) হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুরা বা জল মিশ্রিত মদিরাসারে উল্লিখিত বীজ বৰ্দ্ধিত হয় না। প্রথমোক্ত মদিরা বায়ুতে অনাবৃত রাখিলে বায়ুস্থিত উৎসেচন বীজ উহার উপরে নিপতিত হইয়া সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত উদ্ভিদ্-স্তবককে শুক্ত-জননী (Mother of vineger) বলে; কারণ ইহা দ্বারা মদিরা শুক্তে পরিণত হয়, অর্থাৎ মদিরাস্থ এল্কোহল্ এসেটিক্ য়্যাসিড্ নামক অম্লে পরিবর্ত্তিত হয়। (২) এই পরিবর্ত্তন যে

---

(১) ফারণ্‌হাইটের ৭৫° হইতে ৮৫° উত্তাপ এই অবস্থা সংঘটনের অনুকূল।

(২) এই পরিবর্ত্তনকালে উৎসিচ্যমান মদিরায় ফারণ্‌হাইটের ১০০° হইতে ১০৪° উত্তাপ জন্মে।

প্রকারে সাধিত হয় তাহা পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। মদিরা অনাবৃত রাখিলে উহাতে যে উদ্ভিদ্-বীজ পতিত হয়, তাহাদের ধর্ম্ম এই যে, আকাশীয় বায়ুর অক্সিজেন্ আকর্ষণ করিয়া মদিরাস্থ এল্‌কোহলে প্রক্ষেপ করে। এল্‌কোহল্ তৎসংযোগে বিকার প্রাপ্ত অর্থাৎ দ্রব্যান্তরিত হয়। ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, মদিরা অনাবৃত রাখিলে, কিংবা কোন নলে রাখিয়া তাহার মুখ তুলা দিয়া আবৃত করিলে উহার এল্‌কোহলের পূর্ব্বোক্তরূপ বিকার ঘটে না। যাহা হউক, শুক্তোৎসেচন দ্বারা, এল্‌কোহল্ উপরোক্ত রূপে বিকৃত হইলে, মদিরার আর মদিরাত্ব থাকে না, তখন তাহা শুক্ত বা ভিনিগার (Vinegar)। দুগ্ধ বা মূত্রকে এইরূপে অনাবৃত রাখিলে উহাতে বিভিন্নপ্রকার উৎসেচন উপস্থিত হইয়া উহার উপাদান বিশেষ ২ দ্রব্যান্তরে পরিণত হয়। যদিও এই শুক্তোৎসেচন স্বভাবতঃ উপস্থিত হইয়া মদিরা শুক্তে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তথাপি ব্যবসায়ীরা সত্বরে শুক্ত প্রস্তুত করিবার জন্য এবং মদিরা-সারের অপচয় না হয় তজ্জন্য মদিরায় উত্তপ্ত শুক্ত ও অভিষবাদি মিশাইয়া শীঘ্র (২ সপ্তাহমধ্যে) শুক্তোৎসেচন উদ্দীপন করিয়া থাকে।

যেরূপ আমরা যথাপরিমাণ দুগ্ধাম্ল (১) দুগ্ধে দিয়া দধি ছানা প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকি, সেইরূপ যদি শুক্ত বীজ প্রচুর পরিমাণে মদ্যে ন্যস্ত না হয় তবে তদ্দ্বারা যথাপ্রয়োজনীয় অম্লজান (Oxygen) বায়ু সমাকৃষ্ট ও মদিরা-সারে প্রক্ষিপ্ত

(১) এই শব্দের অপভ্রংশ "দম্বল" শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হইতে না পারায় মদিরা সার অপর ১টী দ্রব্যে পরিণত হইয়া থাকে যাহাকে এলডিহাইড (Aldehyde) কহে। এই দ্রব্যযুক্ত দ্রব মদিরা ও শুক্তের মধ্যাবস্থা। ফলতঃ এই দ্রব অনাবৃত রাখিলে অবশেষে উহা শুক্তে পরিণত হইতে পারে; কেননা এলডিহাইড্ বায়ু হইতে ক্রমশঃ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন্ আকর্ষণ করিয়া এসেটিক্ য়্যাসিডে পরিণত হয়। এই সমুদায় প্রক্রিয়াকে আমরা মদিরা-বিকার নাম দিতেছি। যখন দেখা গেল যে, মদিরা-বিকার দুগ্ধাদি বিকারের ন্যায় স্বতঃই সিদ্ধ হইতে পারে, তখন মদিরার উৎপত্তির সহিত ইহারও উৎপত্তি গণনা করিতে পারা যায়। অতএব শুক্ত যে মনুষ্য-সমাজে বহু কাল হইতে প্রচলিত তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অস্মদ্সমাজে অতীব প্রাচীন কাল হইতে ইহা পরিচিত ছিল। প্রাচীন ঋষিরা যজ্ঞে সোমমদ্য প্রস্তুত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবতাকে শীঘ্র আসিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ আহ্বান করিতেন। যথা—হে বায়ো! হে ইন্দ্র! আপনারা হবিরর্পণ দ্বারা অর্চ্চিত হয়েন, এবং প্রস্তুত সোমরস জানিতে পারেন। আপনারা শীঘ্রই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন।" স্থলান্তরে "হে ইন্দ্র ও বায়ুদেব! আপনারা আমাদের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যজমানের প্রস্তুত সোমরসের নিকট শীঘ্রই আগমন করুন (১) ইত্যাদি। ইহাতে বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্যগণ অবশ্য অবগত ছিলেন যে, সোমমদ্য অধিক ক্ষণ অনাবৃত থাকিলে বিনষ্ট অথবা শুক্ত হইয়া যায়। অপর মনু ব্রহ্ম

(১) ঋগ্বেদ। ৫। ১, ২, ৫, ৬, বর্গ।

চারীর ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয়স্থলে শুক্তের স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। (১) আমাদের আয়ুর্ব্বেদিকেরাও বলিয়াছেন যে, কন্দমূল ফলাদি তৈল ও লবণ সহ কোন দ্রবে (অম্ল বা মধুর বা জল) ভিজাইয়া রাখিলে ঐ দ্রব দ্রব্যকে, এবং মদ্য কিংবা মধুর দ্রব বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শুক্ত বলা যায়। (২) উক্ত পণ্ডিতেরা উপকরণ দ্রব্য ভেদে শুক্তের যে সমস্ত নাম দিয়াছেন তাহার বর্ণনা করা এস্থলে আবশ্যক। যথা—

১। গুড়-শুক্ত। গুড়াম্বুর সহিত তৈল, কন্দ, শাক, ফল ভিজাইলে ঐ জল অম্ল হইয়া এই শুক্ত জন্মে।

২। ইক্ষু-শুক্ত। ইক্ষুরসাদি হইতে সমুৎপন্ন।

৩। মদ্য-শুক্ত। ইহা নানাবিধ আসব বা মদ্য হইতে জন্মে। (৩)

৪। মাধ্বীক-শুক্ত। ইহা মহুল পুষ্প হইতে উৎপন্ন।

৫। তুষাম্বু। জলের সহিত যব বিদলন করণান্তে ইহা উদ্ভূত হয়।

৬। সৌবীর। সিদ্ধ নিস্তুষ যব হইতে এই শুক্ত জন্মে।

---

(১) বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥ ২অ ১৭৭।

(২) কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রবেঽভিষূয়ন্তে তচ্চুক্তমভিধীয়তে॥
বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং বা মধুরদ্রবঃ।
বিনষ্টং সন্ধিতং যত্তু তচ্চুক্তমভিধীয়তে॥ ভাবপ্রকাশ।

(৩) দ্রাক্ষামদ্যকৃত শুক্তকে White wine Vinegar বলা যায়।

৭। আরনাল। অপক নিস্তুষ গোধূম হইতে এই শুক্ত জন্মে।

৮। সৌবীর তুল্য শুক্ত। পক নিস্তুষ গোধূম হইতে এই শুক্ত জন্মে।

৯। কাঞ্জিক। কল্মাস-ধান্য-মণ্ডাদি হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কাঁঞ্জি বলা যায়।

১০। শিণ্ডাকী। ইহা মূলা ও সর্ষপাদি হইতে প্রস্তুত।

এইরূপ বিবিধ দ্রব্য হইতে বিবিধপ্রকার শুক্ত প্রস্তুত হইয়া অস্মদ্দেশে প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হইত। (১)

ইদানীং ইক্ষুরস বা গুড়াম্বু রৌদ্রে কিছু কাল অনাবৃত রাখিয়া একপ্রকারমাত্র শুক্ত প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ইয়ুরোপ দেশে সচরাচর দ্রাক্ষা ও যব হইতে দুইপ্রকার ভিনিগার্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ওয়াইন্ ও মল্ট ভিনিগার কহে। শর্করা হইতেও একপ্রকার ভিনিগার্ প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হয়। উরে (Ure) বলেন যে গৃহস্থ-ব্যবহার্য্য একপ্রকার ভিনিগার্ নিম্নলিখিত মতে অনায়াসে প্রস্তুত হয়। তদ্যথা——শর্করা $1\frac{1}{8}$ পাউণ্ড (৸৶০ ছটাক), জল ১ গ্যালোন্ (৴৫ সের) এবং অভিষব $\frac{1}{8}$ পাইণ্ট (৶১০ ছটাক) একত্র করিয়া ৭৭° হইতে ৮৬° পর্য্যন্ত উত্তাপে তিন দিন রাখিলে ঐ দ্রবে প্রচুর অম্লতা জন্মে। তখন উহাকে পাত্রান্তরে ঢালিয়া উহার প্রত্যেক গ্যালোনে ১ আউন্স

---

(১) কোন কোন শুক্ত পিকলের (Pickle) অনুরূপ। কিন্তু মৎস্য মাংস সংযোগে শুক্ত হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না।

কুঞ্চিত কিশমিশ ও ১ আউন্স স্থূল টার্টর মিশাইবে। তদনন্তর ঐ দ্রবের মিষ্টতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইলে উহাকে বোতলে রাখিয়া কর্ক (ছিপি) দিয়া বন্ধ করিবে। এই রূপে যে ভিনিগার্ প্রস্তুত হয় তাহাতে শতকরা ৫ ভাগ বিশুদ্ধ এসেটিক্ য়্যাসিড্ বা শুক্তাম্ল থাকে।

৫। মদিরার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকায় উহা মদকর হয়, তাহার রাসায়নিক তত্ত্ব এবং মদিরাবিশেষে তাহার পরিমাণ-নির্দ্দেশ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মদিরামাত্রেই কিয়ৎপরিমাণ একটী সূক্ষ্ম পদার্থ বিমিশ্রিত থাকে। ইহাকে মদ্য-বীর্য্য বা মদিরা-সার বলা যায়। ইংরেজীতে ইহার নাম এল্‌কোহল্। এই সম্বন্ধে অপরাপর কথা বলিবার পূর্ব্বে, এল্‌কোহল্ শব্দের মৌলিকত্ব এবং বঙ্গভাষায় উহার অনুবাদে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

ইংরেজী আভিধানিকেরা বলেন যে, এল্‌কোহল্ শব্দ আরবী ভাষা হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। আরবী ভাষার এল "Al" উপপদ সংজ্ঞা শব্দের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয়, যেমন ইংরেজীতে 'দি' (The); আর কোহল্ শব্দে অঞ্জনকে বুঝায়; আরব রমণীরা রসাঞ্জনের সূক্ষ্ম চূর্ণ অক্ষিপুটে ব্যবহার করিয়া থাকে, যাহাকে উর্দ্দুভাষায় (সোর্ম্মা) বলা যায়।

কথিত রসাঞ্জনের সূক্ষ্মতম চূর্ণ অঞ্জন-বোধক এল্‌কোহল্‌ বা এলকুল্‌ শব্দ ইয়ুরোপীয়দের মধ্যে মদিরার সূক্ষ্মাংশে আরোপিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত মদ্য-বীর্য্যকে এল্‌কোহল্‌ বলা যায়। বাস্তবিক এল্‌কোহল্‌ শব্দের প্রোক্তরূপে মৌলিকত্ব নিরূপণ আমাদিগের তাদৃশ হৃদয়গ্রাহী বোধ হয় না। ইয়ুরোপীয়েরা ইহা স্বীকার করেন যে, এল্‌কোহল শব্দ অতি আধুনিক, এমন কি উহা দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যবহৃত ছিল না। কিন্তু দেখা যায়, এল্‌কোহলের কোহল পদটী বা শব্দটী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একপ্রকার তীব্র মদিরা বুঝাইতে ব্যবহৃত আছে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সুশ্রুতে (১) উক্ত হইয়াছে, কোহল —বায়ু পিত্ত ও কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক, তেজস্কর ও মুখপ্রিয়। (২) কিন্তু উক্ত গ্রন্থে কোহলের প্রস্তুত-বিধি বা উপকরণ দ্রব্যের কোন উল্লেখ নাই। সংস্কৃত অভিধানে "কোহল" শব্দে মদ্য বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক সুশ্রুতে কোহলের যেরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা একপ্রকার তীব্র স্বাদু মদ্য বলিয়া জানা যায়। যখন প্রাচীন আর্য্য-সমাজে একপ্রকার মদ্য বুঝাইতেই কোহল শব্দের ব্যবহার আছে, এবং মদিরা-সম্বন্ধীয় "বকস" ও শার্কর প্রভৃতি শব্দের সহিত ইয়ুরোপীয় ব্যাকস্‌ (**Bacchus**) ও স্যাকেরম্‌ (**Saccharum**) শব্দের যেরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, বিশেষতঃ ইয়ুরো-

(১) ডাক্তার প্যারেরা অনুমান করেন যে, এই গ্রন্থ খ্রীষ্টজন্মানন্তর নয় দশ শত বর্ষের এদিগে নহে, বরং অনেক কাল পূর্ব্বে রচিত। See—Pereira's Materia Medica. Vol. II. Part II.

(২) ত্রিদোষো ভেদ্যবৃষ্যশ্চ কোহলো বদনপ্রিয়ঃ। সুশ্রুত। ৪৫ অধ্যায়।

পীয় সমাজে এল্‌কোহল্‌ শব্দার্থে যখন প্রথম প্রথম সুরাই অভিব্যক্ত হইত, তখন আরবী ভাষায় অঞ্জন-জ্ঞাপক (কোহল) শব্দগত সাদৃশ্যমাত্র হইতে মদিরা-সারের নাম সংগৃহীত মনে করা নিতান্ত অপকল্পনা বলিতে হইবে। দেখা যায়, অনেক আরবীয় উপপদযুক্ত সংজ্ঞা শব্দ ইয়ুরোপীয় ভাষায় সংগৃহীত হইয়াছে; যেমন এল্‌ম্যানাক্‌ (Al'manac), এল্‌কিমি (Al'chemy), এল্‌জেব্‌রা (Al'gebra), এল্‌কেলি (Al'kali), ইত্যাদি। অতএব বোধ হয়, ইয়ুরোপীয়েরা যখন কোহল শব্দ প্রথম ব্যবহার করেন, তখন আরবীয় রীত্যনুসারে উহার পূর্ব্বে এল্‌ উপপদ সংযোগ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী কালে আভিধানিকেরা এল্‌কোহলের এল্‌ উপপদ দেখিয়াই ঐ শব্দ আরবীয় জ্ঞানে উহার অর্থ করিতে গিয়া কোহলের অর্থে রসাঞ্জন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং কোহল যে বাস্তবিক মদিরা-জ্ঞাপক শব্দ তাহার কোনও ভিত্তি প্রাপ্ত হন নাই।

আমাদের মাননীয় বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এল্‌কোহলের অনুবাদে বঙ্গভাষায় সুরাসার নাম দিয়াছেন। ফলতঃ আমাদের মতে উহাকে মদিরা-সার বলিলে সুসঙ্গত হইত। যেহেতু সুরা এক শ্রেণীর মদিরা বিশেষ, ইহার সার বলিলে ঐ শ্রেণীর মদিরারই সার বুঝায়। বস্তুতঃ এল্‌কোহল্‌ মদিরা-মাত্রের সারের প্রতিপাদ্য, অতএব এল্‌কোহল্‌কে মদিরা-সার না বলিয়া সুরাসার বলিলে প্রকৃত অর্থ হয় না। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন আর্য্যগণ মদিরা-বীর্য্য যে একটী শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন তাহা এল্‌কোহল্‌

ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে এল্‌কোহলের অনুবাদে মদিরা-সার ও মদিরা-বীর্য্য এই উভয় শব্দই যথেচ্ছা ব্যবহার করিব।

এই এল্‌কোহল্‌ মদিরামাত্রেই বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহারা মাদক, সুতরাং মদিরা নামের যোগ্য। এই পদার্থ মানবীয়-শিল্প-সম্ভূত নহে; কেননা ইহা দ্রব্য বিশেষের বিকার-মাত্র। মদ্যোপকরণ দ্রব্য উপযুক্ত আর্দ্রতা, উত্তাপ ও বায়ু সংযোগে কিছুকাল রক্ষিত হইলে উহার শর্করাংশ (শতকরা ৯৫ ভাগ) দুইটী পদার্থে পরিণত হয়। একটী কার্‌বোনিক য়্যাসিড্‌। উহা বাষ্পরূপে পাত্র হইতে উড়িয়া যায়। অপরটী এল্‌কোহলে পরিণত হইয়া পাত্রস্থ দ্রবে মিশ্রিত হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, দ্রাক্ষা-শর্করাই মদ্য-বীর্য্যে পরিণতির উপযোগিনী। অন্যান্য শর্করা বা শর্করাসম্ভব দ্রব্য (১) উৎসেচক-দ্রব্য সাহায্যে অগ্রে দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত না হইলে ঐ সকল দ্রব্য হইতে মদিরা-সার জন্মে না। যেরূপ ঐক্ষবাদি শর্করা অভিনব সংযোগে প্রথমে দ্রাক্ষাশর্করায় তদনন্তর মদিরাসারে, তদ্রূপ শ্বেত-সার (যাহা যব তণ্ডুলাদি উপকরণ দ্রব্যে থাকে) প্রথমতঃ ডায়াস্‌টেস্টে, তৎপরে দ্রাক্ষা-শর্করায়, তদনন্তর মদিরাসারে পরিণত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দৈহিক পদার্থ সমূহ ভূতসমষ্টি এবং লয়প্রবণ, অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ প্রাপ্ত হইলে উহাদিগের ঔপাদানিক পরমাণুর বিশ্লেষণ উপস্থিত হয়। তদ্দ্বারা উহারা স্থূল হইতে সূক্ষ্মতম আকার

(১) গম্‌, ষ্টার্চ্চ, ডল্‌সাইট, সরবিন্‌, ম্যানাইট, গ্লিসিরিন্‌।

ধারণ করে। তখন উহারা আমাদিগের নিকট পৃথক্ ২ দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। এল্‌কোহল্‌ও এইরূপ একটী দৈহিক পদার্থের উপাদান-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয়। যথা—দ্রাক্ষা-শর্করা দৈহিক পদার্থ। ইহার মৌলিক উপাদান (Elementary Composition) কার্ব্বন্ ৬, হাইড্রোজেন্ ১২ এবং অক্সিজেন্ ৬ অংশ। অভিনব সংযোগে ইহার উপাদান-গত বিশ্লেষণ (Decomposition) উপস্থিত হইলে দুইটী পৃথক্ পদার্থের উদ্ভব হয়। একটীর মৌলিক উপাদান কার্ব্বন্ ২, হাইড্রোজেন্ ৬, অক্সিজেন্ ১ অংশ। ইহাকেই এল্‌কোহল্ বলে। ইহা এখনও দৈহিকগুণসম্পন্ন আছে, কিন্তু অধিকতর পরমাণুবিশ্লেষণ ঘটিলে আর সেরূপ থাকিবে না। অপরটীর ভৌতিক উপাদান কার্ব্বন্ ২ ভাগ, অক্সিজেন্ ২ ভাগ (যাহার আকার বাষ্পের ন্যায়)। ইহাকেই কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড্ বলা যায়।

মদিরা হইতে কথিত এল্‌কোহল্ বিশ্লিষ্ট করিবার রীতি কোন্ সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞ লোকেরা বলেন, আরবদেশে একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে যখন সঞ্জীবন-দ্রব (Elixer of life) এবং স্পর্শমণি (Philosopher's Stone) আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল, তখন এল্‌বুকেশিস্ নামক এক ব্যক্তি চিকিৎসক চোয়ান-প্রক্রিয়া দ্বারা এল্‌কোহল্‌কে পৃথক্ করেন। তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ দেশদেশান্তরের লোকেরা চোয়ান-প্রক্রিয়ার সহিত মদিরা হইতে এল্‌কোহল্ পৃথক্ করার পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। ফলতঃ আমাদিগের মতে এল্‌বুকেশিসের বহু পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ চোয়ান-প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন। কেননা

দেখা যায়, প্রাচীন কালে আর্য্যসমাজে তীব্রতর সুরা প্রস্তুত হইত। সুরা যে চোয়ান দ্বারা লব্ধ তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেবল প্রাচীন ঋষিরা এল্‌কোহল্‌কে মদিরা হইতে পৃথক্ করিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। কিন্তু তাঁহারা যে উহার সত্তা অবগত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর্য্যদিগের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে যে, (১) রস ও বীর্য্য ভেদে মদিরা নানাপ্রকার। মদ্যের বীর্য্য সূক্ষ্ম, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও প্রফুল্লতাকর বলিয়া জঠরাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া প্রথমতঃ হৃদয় তদনন্তর ধমনীপথে ঊর্দ্ধে গমন করত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত করিয়া অচিরে মত্ততা উৎপাদন করে। (২)

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ধন্বন্তরি যাহাকে মদিরা-বীর্য্য বলিয়া জানিতেন তাহা এল্‌কোহল্ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। মদিরাবীর্য্য যে ধন্বন্তরির কত কাল পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যেরা অবগত ছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহা অনুমেয়, যে তাহারা মদ্য-বীর্য্যকে মদিরা হইতে পৃথক্ করিবার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন না কোন উপায় অবশ্যই অবগত ছিলেন। যাহা হউক ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞগণ বলেন যে, একাদশ শতাব্দীতে আরবী-

(১) তস্যানেকপ্রকারস্য মদ্যস্য রসবীর্য্যতঃ।
সৌক্ষ্ম্যাদৌষ্ণ্যাচ্চ তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ বিকাসিত্বাচ্চ বহ্নিনা॥
সমেত্য হৃদয়ং প্রাপ্য ধমনীরূর্দ্ধমাগতম্।
বিক্ষোভ্যেন্দ্রিয়চেতাংসি বীর্য্যং মদয়তেঽচিরাৎ॥ সূত্রস্থান, ৪৫ অধ্যায়।

(২) আধুনিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও এল্‌কোহলের ক্রিয়া পদ্ধতি প্রায় এইরূপই বর্ণন করেন।

য়েরা যখন মদিরা হইতে এল্‌কোহল্‌কে পৃথক্‌ করেন, তখন তাঁহারা উহার মাদক গুণ অবগত ছিলেন না; উহা অনেক কাল পর্য্যন্ত কেবল ঔষধাদি প্রস্তুত করণার্থে এবং দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হইত। ইয়ুরোপ প্রদেশে অতি অল্প কাল হইতে, এল্‌কোহল্‌ মদিরা হইতে পৃথক্‌ বস্তু বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। শতবর্ষমাত্র পূর্ব্বে রসায়নতত্ত্ববিদেরা (George Ernest Stahl &c.) এল্‌কোহল্‌কে অগ্নিতন্মাত্র (Phlogiston) ও জলের সমষ্টি অর্থাৎ অগ্নিময় জল (Fire-water) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক রসায়নবিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, মদিরাসার কার্ব্বন্‌, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ুর পরমাণু বিশেষের সমষ্টিমাত্র। এল্‌কোহল্‌ উপকরণ ও নিষ্কাসন-প্রক্রিয়া ভেদে বহুবিধ হইলেও তাহাদের মধ্যে ঔপাদানিক কার্ব্বন্‌ ও হাইড্রোজেন বায়ুদ্বয়ের অংশগত তারতম্য ভিন্ন আর কোন বিশেষ নাই, অর্থাৎ উহাতে অন্য কোন পরমাণুর সংস্রব থাকে না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে অন্যান্য বহুবিধ এল্‌কোহলের (১) বিশেষ উল্লেখ না করিয়া কেবল বিশুদ্ধ

(১) অন্যান্য বহুবিধ এল্‌কোহলের মধ্যে নিম্নে কয়েকটীর কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

ক। মিথিলিক্‌ এল্‌কোহল্‌ (Mythylic Alcohol)। ইহা কাষ্ঠ চোয়াইলে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উড্‌স্পিরিটও বলে। সচরাচর ইহা বার্ণিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। মিথিলিক্‌ এল্‌কোহল্‌ অন্যান্যপ্রকার এল্‌কোহল্‌ অপেক্ষা লঘু (কা১. হা৪. অ১) ও উদ্বায়ু বলিয়া মনুষ্যদেহে সত্বরেই ক্রিয়াকর হয়; সেজন্য ইহা রোগীর পক্ষে সুপ্রযোজ্য।

খ। বিউটিলিক্‌ এল্‌কোহল্‌ (Butylic Alcohol)। ইহা ফসেল তৈল বা বিটমূল তৈল অথবা ইথিলিক্‌ স্পিরিট্‌ প্রস্তুতান্তে গুড়ের মাত হইতে চোয়াইলে পাওয়া যায়। জলের সহিত ইহা ভাল মিশ্রিত হয় না। বিউটিলিক্‌

ব্রাণ্ডি, পোর্ট প্রভৃতি মদ্যে যে শ্রেণীর এল্‌কোহল্‌ থাকে তাহারই আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতেছে। এই এল্‌কোহলকে ইথিলিক্‌ এল্‌কোহল্‌ বলা যায়। ইহা জল ও ইথিল্‌ নামক দ্রব্যের সমষ্টি ; তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ এই যে, জলের উপাদান হাইড্রোজেন ২ ভাগ, অক্সিজেন ১ ভাগ ; আর ইথিলের উপাদান কার্ব্বন্‌ ২ ভাগ, হাইড্রোজেন ৫ ভাগ। ইহাদিগকে একত্রিত করিলে হাইড্রোজেন ৭ ভাগ, কার্ব্বন্‌ ২ ভাগ, ও অক্সিজেন ১ ভাগ হয়। ইহা না হইয়া ইথিলের ৫ ভাগ হাইড্রোজেনের ১ ভাগ জলো-পাদানের দুইভাগ হাইড্রোজেন হইতে প্রাপ্ত। অতএব ইথিলিক্‌ এল্‌কোহলের উপাদান ২ ভাগ কার্ব্বন্‌ ৬ ভাগ হাইড্রোজেনও এক ভাগ অক্সিজেন হইতেছে। রাসায়নিক

এল্‌কোহল্‌ অন্য কয়েকবিধ এল্‌কোহল্‌ অপেক্ষা গুরুতর (কা৪, হা১০, অ১), এজন্য মনুষ্যদেহে ইহা যেমন বিলম্বে ক্রিয়া দর্শায় সেইরূপ ইহার কার্য্যও অপেক্ষাকৃত অধিক কাল স্থায়ী। ইহার গুণ অন্যান্য এল্‌কোহলের অপেক্ষা কোন ২ অংশে স্বতন্ত্র।

গ। য়্যামিলিক্‌ এল্‌কোহল (Amylic Alcohol)। ইহা তৈলবৎ প্রযুক্ত ইহাকে ফসেল অইলও বলে। আলু ও শস্য শ্বেতসার পচাইয়া সন্ধান করিলে ইহা পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ভারি (কা৫, হা১২, অ১) এবং অত্যন্ত তীব্র-গুণসম্পন্ন। সাধারণ এল্‌কোহলের সহিত পূর্ব্বে মিশ্রিত করিয়া না লইলে ইহা জলের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিউটিলিক্‌ অপেক্ষা ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে একপ্রকার সৌবল্ড থাকায় মদ্যব্যবসায়ীরা ইথিলিক্‌ এল্‌কোহলের পরিবর্ত্তে ইহা মদিরায় ভাজাল দিয়া থাকে। পেয় মদ্যে (ওয়া-ইন, বিয়র ও স্পিরিটে) ইহার মিশ্রণ ভয়ানক অনিষ্টজনক ; কেননা ইহা দেহস্থ হইলে শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত ও লয়প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং ইহার তীব্র বিষগুণ অনেক ক্ষণ দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। (এই সকল এল্‌কোহল মাদকাদি গুণে ইথিলিক্‌ এল্‌কোহলের অনুরূপ ; কেবল অপর কোন ২ গুণে কিছু বিশেষ আছে)।

সংযোগ বিয়োগ দ্বারা এল্‌কোহল্‌ হইতে বহুবিধ দ্রব্যান্তরের উদ্ভব হয়। এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্য হইয়া উঠে। পাঠকের কৌতূহল থাকিলে রসায়ন তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাহা চরিতার্থ করিতে পারিবেন। এস্থলে এল্‌কোহলের বিকার সম্বন্ধে কেবল ২টী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। ১ম, এল্‌কোহল্‌ মদিরাসহ মিশ্রিতাবস্থায় অনাবৃত থাকিলে বায়ু হইতে ১ ভাগ অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া একটী ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে এল্‌ডিহাইড্‌ বলে। ইহার মৌলিক উপাদান কার্ব্বন্‌ ২, হাইড্রোজেন ৪, অক্সিজেন ১ অংশ। এই দ্রব্য পুনরায় অনাবৃত রাখিলে বায়ু হইতে এক ভাগ অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া আর একটী পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে য়্যাসেটিক্‌ য়্যাসিড্‌ বলে এবং ইহারই নাম শুক্তাম্ল। ইহার উপাদান কার্ব্বন্‌ ২, হাইড্রোজেন ৪, অক্সিজেন ২ অংশ। উপরোক্ত এল্‌ডিহাইড্‌ ভিন্ন ২ এল্‌কোহল্‌ হইতে ভিন্ন ২ আকারের উৎপন্ন হয়, এবং শুক্তাম্লও ঐরূপ ভিন্ন ২ এল্‌ডিহাইড্‌ হইতে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভূত হইয়া থাকে। অপিচ, কথিত দ্বিবিধ দ্রব্য এল্‌কোহল্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাদান হইতেও প্রস্তুত হইতে পারে। শুক্তাম্ল উদ্ভিদ্রাজ্যে প্রকৃতি কর্ত্তৃকই যথেষ্ট নিহিত আছে।

অতঃপর প্রচলিত বহুবিধ মদিরায় এল্‌কোহলের অংশ কিপরিমাণ থাকে তাহা চিকিৎসক ও মদ্যপায়ীদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

জলমান-যন্ত্রসাহায্যে বিজ্ঞ লোকেরা ওয়াইন, বিয়ার

এবং স্পিরিটে যেরূপ মদিরাসারের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

মদিরার নাম।	শতাংশে এল্‌কোহলের ভারমান (১) অংশ।
পোর্ট (Port)	১৪.৯৭ হইতে ১৭.১০ *
ড্রাই-লিস্‌বন্ (Dry Lisbon)	১৬.১৪ *
মেডিরা (Madeira)	১৪.০৯ হইতে ১৬.৯০ *
শেরী (Sherry)	১৩.৯৮ হইতে ১৬.১৭ *
টেনারাইফ্ (Teneriffe)	১৩.৮৪ *
শিরাজ (Shiraz)	১২.৯৫ *
ম্যালম্‌সে (Malmsey)	১২.৮৬ *
এমন টিলেডো (Amontillado)	১২.৬৩ *
ক্লারেট্ (Claret)	৭.৭২ হইতে ৮.৯৯ *
হেমবাচার (Hambacher)	৭.৩৫ *
রুডেসিমার (Rüdesheimer)	৬.৯০ হইতে ৮.৪০ *
উৎকৃষ্ট লণ্ডন পোর্টার (Porter)	৫.৩৬ *
ব্রাণ্ডি (Brandy)	৫০ ও তদধিক †
রম্ (Rum)	৪৮ †
জিন্ (Gin)	৩৮ †
হুইস্‌কি (Whisky)	৪৩ †

ডাক্তার এনেষ্টি (Dr. Anstie) মদিরাবিশেষে এল্‌কোহলের যেরূপ গড় পরিমাণ স্থূলতঃ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা এই—

(১) Weight.

* Dr. Christison.

† Dr. Richardson.

		শতাংশে এলকোহলের ভারমান অংশ।
তীব্র ওয়াইন্—	পোর্ট	১৭
	শেরী	
	মেড়িরা	
	মারশেলা, ইত্যাদি	
	তীক্ষ্ণ পোর্টে	২৩
লঘু ওয়াইন্—	ক্লারেট	১০।১১
	বারগণ্ডী	
	স্যাম্পেন্	
	হ্রাইন্	
	মোজেল্	
	হঙ্গেরিয়ান্, ইত্যাদি	
মল্ট লিকার—	নিতান্ত লঘু বিয়ার	২
	সাধারণ টেবল্ এল্	৩
	ঐ পোর্টার	৩।৪
	তীব্রতর পোর্টারে	৫—৬
	তীব্রতম মল্ট লিকারে	৭—১০
স্পিরিট—	উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি	৪৫ হইতে ৫০
	রম্	

এদেশীয় মদিরায় (রম্, য়্যারাক্ ও মৌল স্পিরিট্) এল্-কোহলের পরিমাণের নিশ্চয়তা নাই। কেননা দেশীয় শৌণ্ডিকেরা স্বেচ্ছামতে উগ্র বা অনুগ্র মদিরা চোয়াইয়া লইতে অনুজ্ঞাত। রাজকর্ম্মচারীরা জলমান যন্ত্র (**Stevenson's Hydrometer**) দ্বারা মদিরা বিশেষের এল্‌কোহলের

পরিমাণ নির্দ্ধারণ করত যথানিয়মে লণ্ডন প্রুফের প্রতিগ্যালানে চারি টাকা শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু খোলা ভাঁটিতে (যে স্থলে মদ্যব্যবসায়ীরা কোন নির্দ্ধারিত শুল্ক দিয়া যথেপ্সিত পরিমাণ ও উগ্র সুরা প্রস্তুত করিয়া লয়) মদিরাসারের পরিমাণ জানিবার কোন উপায় নাই। বিশেষতঃ সুরা মাত্রেই শুড়িরা বিক্রয়কালে সচরাচর ইচ্ছানুরূপ জল মিশ্রিত করে, সুতরাং ক্রেতারা কিরূপ উগ্র সুরা প্রাপ্ত হয় তাহা নির্ণয় হইতে পারে না। তবে বিক্রয়কালে জল মিশ্রিত না করিলে কোন২ স্থলে দেশীয় সুরা বিদেশীয় সুরা অপেক্ষা তীব্রতর অর্থাৎ অধিকতর পরিমাণে এলকোহল্ বিশিষ্ট হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

৬। মনুষ্যদেহে মদিরার প্রভাব।

যে কোন প্রকারের মদিরা হউক না কেন উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম রস ভাগ, দ্বিতীয় বীর্য্য ভাগ। রস প্রত্যেক মদিরার পৃথক্২। উহা উপকরণ দ্রব্য গুণানুধর্ম্মী বিধায় ভিন্ন২ মদিরা মনুষ্যদেহে ভিন্ন২ প্রকার গুণকারী হয়। এই হেতু কোন মদিরা বলকর, কেহ ধারক, কেহ বা মূত্রকারক, অপর কেহ বা অম্লনাশক, ইত্যাদি। অপর, বীর্য্যভাগ মদিরা মাত্রেই একপ্রকার এবং ইহার বক্ষ্যমাণ ক্রিয়াও সর্ব্বত্র তুল্য। এই প্রস্তাবে কেবল মদিরাবীর্য্য অর্থাৎ এল্কোহল মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহাকেই মদিরার প্রভাব বুঝিতে হইবে এবং এস্থলে তাহারই চর্চ্চা করা উদ্দেশ্য হইতেছে।

এল্কোহল্ কয়েক প্রকারে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে

পারে। চর্ম্মের নিম্নে ও শিরার মধ্যে এবং মলদ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রক্ষেপ করিলে, মুখ দিয়া পান করিলে, অথবা উত্তাপ দ্বারা বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া আঘ্রাণ লইলে, উহা সর্ব্ব-শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া ফলপ্রদ হয়। যদিও সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্বাসপথ দিয়া অগ্রে ইহা দেহস্থ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইহা পান করিয়া থাকে বলিয়া এস্থলে পান করার কথাই বলিতেছি। মদিরাসার অত্যন্ত জল-মিশ্রণ-প্রবণ। কোন বিশেষ পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত না হইলে ইহা দেহে শোষিত হয় না। যদিও সচরাচর মদিরাসার জল মিশ্রিতা-বস্থায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ জল যথোপযুক্ত পরিমিত না হইলে প্রয়োজনীয় জলভাগ দেহস্থ জলীয়াংশ হইতে শোষণ করিয়া উহা আপনাকে শরীরে শুষ্ক হইবার উপযুক্ত করিয়া লয়। উল্লিখিত যে উপায়ে হউক মদিরাসার শোষণোপযোগী জল-মিশ্রিত হইলে পাকাশয় হইতে শোষিত হইয়া রক্তস্রোতে মিলিত হয়। ইহা দুই প্রকারে সংসাধিত হইয়া থাকে। ১ মদিরাসার পাকাশয়ের প্রাচীরের অভ্যন্তর প্রদেশস্থ সছিদ্র আবরণীর ভিতর দিয়া তত্রত্য যে সমস্ত আবাহিনী শিরা (Veins) আছে তাহার ভিতরে অধিকাংশ এবং সত্বর প্রবিষ্ট হইয়া এককালেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। (১) ২ পাকাশয়ের প্রাচীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ (Villi) দ্বারা জল দুগ্ধাদি তরল বস্তুর ন্যায় এল্‌কোহল্‌

---

(১) এল্‌কোহলের এই ক্ষমতা থাকায় ইহা ক্রিষ্টালইড্ (Crystalloid) দ্রব্যের (অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্য জলসংযোগে দৈহিক আবরণীমধ্য দিয়া অনায়াসে শারীর বিধানে প্রবেশ করে) মধ্যে পরিগণিত। See Kirkes's Hand-book of Physiology 7th. Ed. p. 373.

শোষিত হইয়া প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোষক শিরা (Lactials), তদনন্তর একটী স্থূলতর শোষক প্রণালীর (Thoracic-duct) মধ্য দিয়া বাম স্কন্ধের সন্নিহিত একটী রক্তবহা শিরার (At the juction of the internal Jugular and Subclavian veins) মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তস্রোতে মিলিত হয়। (১) এই উভয় রূপে এল্‌কোহল্‌ শোণিত-প্রবাহে মিলিত হইয়া সত্বরে দক্ষিণ হৃদ্‌কোঠরে উপনীত হয়। তথা হইতে রক্ত সহযোগে উভয় ফুসফুসে আইসে, তথায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রক্রিয়া-সম্ভূত উষ্ণতা সংলগ্নে উহার কিয়ৎ ভগ্নাংশমাত্র বাষ্পাকার ধারণ করিয়া প্রশ্বাসবায়ু সহ শরীর হইতে বহির্গত হয়। এই হেতু মদ্যপানান্তে প্রশ্বাসবায়ুতে এল্‌কোহলের গন্ধ পাওয়া যায়। অধিকপরিমাণে এল্‌কোহল্‌ সেবিত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ এল্‌কোহল্‌ প্রশ্বাস সহ নির্গত হয় বলিয়া অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া, এবং অল্প পরিমাণে সেবিত হইলে অল্প পরিমিত (এল্‌কোহল্‌) নির্গত হয় বলিয়া অল্প-ক্ষণমাত্র ঐ গন্ধ পাওয়া যায়। সচরাচর লোকে এই গন্ধের উৎপত্তিস্থান মুখ বলিয়া জানে, বাস্তবিক ইহা শ্বাসপথ হইতে বিনির্গত হয়; এই হেতু মুখ বন্ধ করিলেও ঐ গন্ধ লুক্কা-য়িত থাকে না। রক্ত সংমিশ্রিত মদিরাসার এই রূপে ফুস্‌-ফুসে সামান্যমাত্র ব্যয়িত হইয়া বিশুদ্ধ রক্তের সহিত হৃৎ-

(১) পাকাশয় হইতে শোষক শিরা দ্বারা এল্‌কোহলের শোষণ ডাক্তার রিচার্ডসন স্বীকার করেন; কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, শোষক শিরা পাকাশয় হইতে অন্যান্য বহুতর দ্রব্যের ন্যায় এল্‌কোহলকেও গ্রহণ করে না। Ibid. p. 375.

পিণ্ডের বাম কোটরে প্রবেশ করে; তদনন্তর তথা হইতে প্রবাহিনী শিরা (Arteries) দিয়া দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। এই ধমনী সকল ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মতম শাখা প্রশাখা ও তচ্ছাখায় বিভক্ত হইয়া দেহক্ষেত্রের তাবৎ স্থানে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগের প্রান্ত ভাগ হইতে আবাহিনী শিরার সূক্ষ্মতম শাখাগুলি উৎপন্ন হইয়া (১) উত্তরোত্তর স্থূলতর আকার ধারণ করত পরিশেষে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ গহ্বরে মিলিত হইয়াছে। অতএব মদিরা-সার প্রবাহিনী নাড়ী দিয়া শরীরের বাহ্যাভ্যন্তরের তাবৎ স্থান অর্থাৎ মাংস, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, মূত্রাকর, অস্থি, ফুসফুস্, চর্ম্ম প্রভৃতি বিচরণ করিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে। (২)

যে সকল যন্ত্র (৩) রক্তের মলাংশ দেহ হইতে নির্গত করিয়া থাকে তাহারা মদিরাসারের সামান্য অংশ রক্ত হইতে গ্রহণ করিয়া আপন আপন স্রাবের (Secretion) সহিত শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। (৪) অবশিষ্ট

(১) প্রবাহিনী নাড়ীর প্রান্ত শাখা এবং আবাহিনীর প্রারম্ভ শাখা কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, এইহেতু শারীরতত্ত্বজ্ঞেরা এই অংশের নাম কেপিলারি ভেসেল্স অর্থাৎ কৈশিক শিরা বলেন।

(২) সুস্থকায় যুবার হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক আকুঞ্চনে প্রায় দেড় ছটাক (৩ আউন্স) রক্ত ধমনীপথে প্রবিষ্ট হয়। সমস্ত দেহের রক্ত দেহক্ষেত্রের সূক্ষ্মতম প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে ১ হইতে ২ মিনিটের অধিক সময় লাগে না। এইরূপ প্রতিনিয়ত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নির্গত হইয়া দেহের সূক্ষ্মতম দেশ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এল্‌কোহল্‌ রক্ত মিশ্রিত হইলে কথিত নিয়মে রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রে পরিভ্রমণ করে।

(৩) ফুস্‌ফুস্, চর্ম্ম, মূত্রাকর, যকৃৎ, অন্ত্র।

(৪) শরীরের অনাবশ্যক ও আগন্তুক কোন দ্রব্য শোণিতস্থ হইলে প্রাকৃ-

অংশ দেহমধ্যে কোন অপরিজ্ঞেয় রূপে রূপান্তরিত বা অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই প্রকারে যত ক্ষণ মদিরাসার দেহ হইতে সম্যক্ বহিষ্কৃত, ও দেহমধ্যে রূপান্তরিত বা বিলীন না হয় তত ক্ষণ উহা রক্তসহ দেহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। মদিরা-সার প্রোক্ত রূপে রক্তের সহিত মিলিত অবস্থায় সর্ব্বশরীরে একবার বা পুনঃ২ পরিব্যাপ্ত হইলে কিরূপ ক্রিয়া দর্শায় তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

১ম। এল্‌কোহল্ এক সময়ে উত্তরোত্তর প্রচুর পরিমাণে সেবিত হইলে যেরূপ ক্রিয়া করে তাহা একে২ দেখা যাইতেছে।

(ক) মদিরা-সার অল্প পরিমাণে সেবিত হইলে উহা রক্তের সহিত সংমিলিত হওয়ায় রক্ত তাদৃশ দূষিত হয় না বটে, কিন্তু উহা অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে রক্তকে বিলক্ষণ বিকৃত করিয়া ফেলে। মদিরাসার প্রথমতঃ স্বীয় জল মিশ্রণ-প্রবণতা গুণে রক্তের তাবৎ জলাংশের (যাহা সহস্রাংশে ৭৯০ অংশ) সহিত বিমিশ্রিত হইয়া পড়ে, তদ্দ্বারা রক্তের ঘন উপাদান যথা—ফাইব্রিণ, এল্‌ব্যুমেন্ ও লালকণা প্রভৃতি এল্‌কোহল্ সংস্পৃষ্টে বিকৃত হইয়া যায়। রক্তের লালকণা স্বাভাবিক অবস্থায় নিশ্বাসীয় বায়ু হইতে নিরন্তর অম্লজান বায়ু গ্রহণ করত তাহা

তিক নিয়মে উহা স্রাবক যন্ত্র সকল দ্বারা রক্ত হইতে গৃহীত এবং দৈহিক উৎসৃষ্ট সহ দেহ হইতে বহির্গত হয়। শরীরের এই ধর্ম্ম থাকায় ঔষধ দ্রব্য রক্তের সহিত মিলিত হইয়া উহার মল ভাগকে সঙ্গে লইয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় বলিয়া উহা আমাদিগের হিতকর হইয়া থাকে।

দেহের সর্ব্বত্র (বিশেষ করিয়া পেশী ও স্নায়ু মণ্ডল স্বীয়২ কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রচুর অক্সিজেন নিরন্তর প্রয়োজন করে) প্রতিনিয়ত যথাযোগ্য বিতরণ করিয়া তদ্বিনিময়ে উহাদের মলাংশ অর্থাৎ অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করিয়া রক্ত সহযোগে ফুস্‌ফুসে আনিয়া ত্যাগ করে, এবং তথায় পুনরায় কথিত উদ্দেশে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করে। কিন্তু মদিরা-সার কর্ত্তৃক উহা বিদূষিত ও বিকৃতক্রিয় হইলে পূর্ব্ববৎ বায়ু গ্রহণ ও বহন করিতে পারে না। ডাক্তার রিচার্ডশন্ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মদিরা-সার-সংযুক্ত রক্তের লালকণার অন্তরস্থ জলভাগ মদিরাসার কর্ত্তৃক বহিরাকৃষ্ট হওয়ায় (ইহা মদিরাসারের জল-গ্রহণ-প্রবণতা-গুণেই ঘটিয়া থাকে) উহার আকৃতিগত এত পরিবর্ত্তন ঘটে যে, তাহা সহসা চিনা যায় না। কথিত রূপে রক্তকণা বিকৃত হইয়া ক্রমে রক্তস্রোতের স্থানে২ পরস্পর সংযত হইয়া শিরা-মধ্যে বদ্ধ হইয়া যায়, যদ্দ্বারা স্থানিক পীড়া সকল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অপর, রক্তের ফাইব্রিণ্ ও এল্‌ব্যুমেন্ নামক পদার্থ, (১)—যাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের লবণ ও জলের সংযোগে দ্রবীভূত হইয়া অনুক্ষণ রক্ত হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া শরীরের বহুতর প্রধান২ যান্ত্রিক বিধানে উপনীত ও তথাকার প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিণত হইয়া

---

(১) ইহাদিগকে কোলইডাল্ (Colloidal) পদার্থ বলে। যে সকল দ্রব্য দৈহিক আবরণীর ভিতর দিয়া অনায়াসে দেহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না তাহাদিগকে কোলইড্ বলে। আর এই ধর্ম্ম বিশিষ্টকে কোলইডাল বলা যায়।

থাকে, যদ্দারা দৈহিক উপাদানের ক্ষতি পূরণ হইয়া দেহ পুষ্ট ও সজীব থাকিতেছে,—মদিরাসার সংযোগে এরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় যে, উহারা রক্ত হইতে পূর্ব্ববৎ বিযুক্ত হইতে পারে না, কদাচিৎ হইলেও কথিত উপাদানে সম্যচিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে সক্ষম হয় না। এতদ্ভিন্ন রক্তের অন্যান্য উপাদানও (লবণ, বসাদ্রব্য, শুভ্র কণসকল্স), যাহারা দেহের বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, এলকোহল্ সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া পড়ে।

মদিরাসার রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রের উপরে কিরূপ ক্রিয়া দর্শায় অতঃপর তাহা দেখা যাইতেছে।

যে যন্ত্র ও যে শক্তি প্রভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহিনী নাড়ীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়, তাহা আমাদিগের ইচ্ছা ও আয়ত্তির অধীন নহে। ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার সহিত এক একটী স্নায়ু (Nerve) সূত্র থাকে। তাহার গুণে ঐ সূক্ষ্ম২ শিরা সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। যদি ঐ স্নায়ুসূত্র ছেদন করিয়া দেওয়া যায়, তবে তদধীনস্থ রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া রহিত হইয়া যাইবে। এই শ্রেণীর স্নায়ু এবং উহার কেন্দ্রের (১) উপর আমাদিগের ইচ্ছার শক্তি পরিচালিত হইতে পারে না। তাহারা স্বাভাবিক সংস্কার ও ভাবের বশীভূত। আমাদের হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইলে মুখমণ্ডলে যে রক্তাধিক্য ও রক্তহীনতা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, তাহা এই স্নায়ু কেন্দ্রের কার্য্য-ব্যতিক্রমের ফল।

---

(১) Sympathetic Nervous centers.

এক্ষণে মদিরাসার রক্তের সহিত মিলিত হইয়া যখন কথিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার মধ্য দিয়া ভ্রমণ করে, তখন ঐ স্নায়ুসূত্র উহার গুণে অবসন্ন হইয়া পড়ে। উপরে বলিয়াছি যে, এই স্নায়ুসূত্র সকল নিষ্ক্রিয় হইলে সূক্ষ্মতম রক্তবহা নাড়ীরও ক্রিয়া রহিত হয়। (১) অতএব এক্ষণে উহারা প্রসারিত, সুতরাং রক্ত-পরিপূরিত হইয়া পড়ে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, মদিরাচক্রে যখন প্রথম ২।১ পাত্র মদ্য সেবিত হয় তখন সেবনকারীদিগের মুখমণ্ডল কেমন আরক্তিম হইয়া উঠে। এই রক্তবর্ণের কারণ আর কিছু নহে, পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মতম শিরাপুঞ্জের সংকোচক-ক্রিয়া-রাহিত্য হেতু তাহাদের মধ্যে রক্তপরিপূর্ণতা। এইরূপ অবস্থা যে কেবল শরীরের বহিরবয়বেই ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, দেহের বাহ্যাভ্যন্তর তাবৎ স্থানেই, (বিশেষতঃ যে যে স্থানে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে) এইরূপ দশা উপস্থিত হয়। এই রূপে নাড়ীর প্রান্তভাগের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইলে তৎ মূল অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডেরও ক্রিয়া অনেক বিশৃঙ্খল হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃদ্‌পিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের (২) সহিত দূরস্থ সূক্ষ্ম কৈশিক শিরাদিগের প্রতিরোধিকা শক্তির সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে; অথবা ঐ সূক্ষ্ম শিরাদিগের প্রতিরোধিকা শক্তির পরিমাণ দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন কার্য্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মদিরাসার দ্বারা উল্লিখিত শিরাপুঞ্জের অবসন্নতা

---

(১) স্নায়ুর অবসন্নতা এবং ক্রিয়া-রাহিত্যকে ইংরাজীতে প্যারেলিসিস্ (Paralysis) বলে।

(২) সুস্থকায় যুবার এই স্পন্দন-সংখ্যা প্রতি মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ বার।

ঘটিলে কে আর পূর্ব্ববৎ প্রতিরোধিকা শক্তি প্রয়োগ করিবে? এদিকে মদিরাসারের প্রভাবে হৃৎপিণ্ডীয় পেশী সকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে উত্তেজিত হওয়ায় হৃৎপিণ্ড ও অপেক্ষাকৃত প্রবল-ক্রিয় হয়। সুতরাং হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সবলে এবং শীঘ্র২ নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। এল্‌কোহল্‌ সেবনের প্রথম অবস্থায় নাড়ী ও হৃদ্‌পিণ্ডের যে স্পন্দনাধিক্য উপস্থিত হয় তাহার কারণ এই। কথিত স্পন্দনের সীমা পরীক্ষা দ্বারা একপ্রকায় অবধারিতও হইয়াছে। এস্থলে এই মাত্র বলিলে প্রচুর হইতে পারে যে, অনভ্যস্ত ব্যক্তির অর্দ্ধপোয়া স্পিরিট সেবনে $\frac{১}{৮}$, তিন ছটাকে $\frac{১}{৬}$ ও একপোয়া সেবনে $\frac{১}{৪}$ অংশ হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যের আধিক্য হয়। (১) ফলতঃ এই ক্রিয়াধিক্য অল্প কাল বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। যেহেতু উক্তবিধ হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনাধিক্য বা ক্রিয়াতিশয্য হইতে থাকিলে উহার শ্রমের কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং বিশ্রামের কাল হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং কিছু কাল পরেই হৃৎপিণ্ডের শ্রান্তি বা নিস্তেজস্কতা আসিয়া পড়ে। এক্ষণে কথিতরূপে শ্রান্ত হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য চালাইতে হইলে আরো এল্‌কোহলের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই রক্ত ও রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্রের যে বিকারভাবের কথা উপরে বলিলাম তাহা এক ছটাক মাত্র এল্‌কোহল অর্থাৎ তৎপরিমাণ এল কোহল্‌যুক্ত যে কোন মদিরাসেবনে ঘটিতে পারে।

---

(১) See—Dr. Richardson's On Alcohol. 9th. Ed. p. 51.

(খ) মদিরাসার অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উপরিউক্ত অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠে, পশ্চাৎ অন্যান্য যন্ত্রেরও ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এক্ষণে পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা (Spinal chord) আক্রান্ত হয় ও উহার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে। (১) এই ব্যতিক্রমের প্রথম লক্ষণ অধরের মাংসপেশীর উপর ইচ্ছার আধিপত্য হ্রাস বা লোপ। তাহার পর অধঃশাখা অর্থাৎ পদের কার্য্যের উপরও ইচ্ছার আয়ত্তি চলিয়া যায়, ক্রমে মদিরাসারের অবসাদক গুণে শরীরের অন্যান্য স্থানের পেশী সকলও আকুঞ্চন-শক্তিহীন এবং শিথিল হইয়া পড়ে। এই সময়ে যুবকদিগের প্রায়ই সমূর্চ্ছা বমন উপস্থিত হইয়া উদরস্থ মদিরা উঠিয়া যায়। তদনন্তর শরীর ক্রমে২ সুস্থ হইয়া আইসে।

(গ) যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত অবস্থার উপর আরও মদ্যপান করে, তবে তাহার মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হয়। যদিও ইতিপূর্ব্বে মস্তিষ্কে মদিরাসার পরিভ্রমণ ও অবস্থান করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে উহার বৃত্তিনিচয়কে উত্তেজিত করা ভিন্ন আর বিশেষ হানি করিতে পারে নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলে। এই কালে মনুষ্যের সদসৎ বিবেচনা থাকে না, কর্ত্তব্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়, কাম ক্রোধাদি পশুবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই

---

(১) আমরা অন্যমনস্ক থাকিলেও যে অনেক কার্য্য যথাযথ রূপে সম্পাদন করিতে পারি তাহা এই মজ্জার গুণে। ইহা দ্বারাই আমরা ইচ্ছামতে অঙ্গ চালনা করিতে পারি। ইহারই সাহায্যে আমাদের স্পর্শানুভাবকতা মস্তিষ্কে নীত হইলে স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ইত্যাদি।

অবস্থায় কামুকের কাম, ভীরুর ভয়, গর্ব্বীর গর্ব্ব, নিষ্ঠুরের নৃসংশতা দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। মদ্যপায়ী গুহ্য কথা আর গোপন রাখিতে পারে না, মনের নিকৃষ্ট ভাব আর লুক্কায়িত রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়, স্থূল কথা মনের উপরে আর স্বাভাবিক আয়ত্তি রক্ষিত হয় না, অর্থাৎ সংযমনী ক্ষমতা নষ্ট হয়। (১) এই সময়ে মদ্যপায়ীর সচরাচর বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়, তদনন্তর প্রায়ই অনিবার্য্য নিদ্রানুরক্তি জন্মে এবং অনেক ঘন্টা সে নিদ্রাভিভূত থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় বিস্তর ঘর্ম্ম হয়। নিদ্রাভঙ্গে শীরঃপীড়া, ভোজনে অনিচ্ছা, অত্যন্ত পিপাসা, শ্রান্তি, জিহ্বা অপরিষ্কৃত, মুখশোষ, ইত্যাদি কষ্টজনক লক্ষণ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশীয় মাতালেরা এই লক্ষণ সমষ্টির অবস্থাকে খোয়ারি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

(ঘ) উপরিউক্ত তৃতীয় অবস্থার উপরে যদি মদিরাসার আরো দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তবে ঐচ্ছিক পেশী সমস্ত এককালে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমস্ত বিলুপ্তপ্রায় হয়; সুতরাং মদ্যপায়ী এক্ষণে চৈতন্যহীন জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে। এই সময়ে কেবল তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিই জীবিতের সাক্ষ্য দেয়। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পরে মদিরাসার সেবন রহিত হইলে (সৌভাগ্যক্রমে মদ্যপায়ী এক্ষণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আর মদিরা সেবন করিতে পারে না,

---

(১) ইহাকে ইংরাজীতে Loss of inhibitory or controlling power বলে।

কেননা তাহার জ্ঞান লোপ হইয়া যায়) তাহার দেহস্থ মদিরা-সার শরীর হইতে ক্রমশঃ বহির্গত ও অন্তর্হিত হইয়া যায়, সুতরাং জীবনের কোন হানি না হইতে পারে। নতুবা ইহার উপরে আরো কিয়ৎ পরিমাণে এল্‌কোহল্‌ উদরস্থ হইলে অথবা ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিদধিক মাত্রায় মদিরা ভক্ষিত হইয়া থাকিলে সেবনকারীর মৃত্যু এক্ষণে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। (১)

---

(১) ডাং রিচার্ডসনের মতে মদিরাসেবনের চতুর্ব্বিধ অবস্থা। কিন্তু ডাং প্যারেরা মদিরাসেবনজনিত উল্লিখিত লক্ষণ পরম্পরাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথম অবস্থাকে উত্তেজন অবস্থা (Stage of excitement)। দ্বিতীয় অবস্থাকে মত্ততাবস্থা (Stage of Intoxication)। তৃতীয় অবস্থাকে অচৈতন্যাবস্থা (Stage of Comar or True Apoplexy)। এই শেষ অবস্থা হইতে মৃত্যু সংঘটন হয়। এইরূপ প্রাচীন আয়ুর্ব্বিৎদিগের মধ্যেও মদিরাসেবনজনিত অবস্থা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ ৪, কেহ ৩ অবস্থা স্বীকার করেন। সুশ্রুতে তিন অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। যথা, পূর্ব্বাবস্থা,— ইহাতে বীর্য্য, রতি, প্রীতি, হর্ষ এবং বাক্‌শক্তি বৃদ্ধি হয়। মধ্যমাবস্থা,— ইহাতে প্রলাপ, হর্ষ এবং ন্যায্যান্যায্য উভয়বিধ কার্য্যই সম্পাদিত হয়। পশ্চিমাবস্থা,— ইহাতে ক্রিয়াশক্তি ও চেতনা রহিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকা। (১) ইহা অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সুশ্রুতোক্ত মত্ততার ত্রিবিধ অবস্থা ও লক্ষণের সহিত প্যারেরার বর্ণিত অবস্থাত্রয় ও তাহাদের লক্ষণের বিশেষ অনৈক্য নাই। অপর, সংগ্রহকার মাধবকর চরকের অনুকরণে মত্ততার চারি অবস্থা নির্দ্দেশ করেন। যথা—প্রথম অবস্থা; ইহাতে প্রীতি ও বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তির উত্তেজন, পান, অন্ন এবং নিদ্রাতে আনুরক্তি; পুস্তকাদি পাঠ ও নৃত্য গীতাদিতে আশক্তি, এবং স্বর বর্দ্ধিত হয়। মধ্যমাবস্থা; ইহাতে বুদ্ধি স্মৃতি ও বাক্যের অস্পষ্টতা হয় এবং মনুষ্য বিরুদ্ধ চেষ্টান্বিত, উন্মত্তের ন্যায় আকৃতি ও ক্রিয়া বিশিষ্ট ও অপ্রশান্ত এবং মুহুর্মুহুঃ আলস্য ও নিদ্রাভিভ

(১) অবস্থশ্চ মদো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বো মধ্যোঽথ পশ্চিমঃ ॥
পূর্ব্বে বীর্য্য রতি প্রীতি হর্ষভাষ্যাদিবর্দ্ধনং।
প্রলাপো মধ্যমে হর্ষো যুক্তাযুক্তক্রিয়াস্তথা ॥
বিসংজ্ঞঃ পশ্চিমে শেতে নষ্টকর্ম্মক্রিয়াগুণঃ।
উত্তর তন্ত্রে। ৪৭ অ°।

এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, উপরে বর্ণিত মদ্যাবস্থা সকল সর্ব্বত্রই ক্রমান্বয়ে উপস্থিত না হইতেও পারে। কেননা যদি কোন ব্যক্তি ৫। ৬ পাত্র তীব্র সুরা (ব্রাণ্ডি) উপর্য্যুপরি ভক্ষণ করে তবে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থা প্রকাশিত না হইয়া একেবারেই তৃতীয়াবস্থা উপস্থিত হইতে পারে।

২য়। এল্‌কোহলের পুনঃপুনঃ ব্যবহারে দেহে যেরূপ অবস্থা ঘটে অতঃপর তাহা বলিতেছি।

সুস্থ অবস্থায় অতিমাত্রায় মদিরাসেবনের ত কথাই নাই, অল্প পরিমাণে (যাহাকে অনেকেই পরিমিত পরিমাণ বলিয়া থাকেন) সেবনের অভ্যাস করিলে শরীরের স্থায়িরূপ বিকার

ভূত হয়। তৃতীয়াবস্থা; ইহাতে মদ্যপায়ী স্বাধীন থাকে না, অগম্যাগমন, (১) গুরুজনকে অমান্য ও অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে, জ্ঞানহীন হয় এবং হৃদয়স্থিত গুহ্য কথা প্রকাশ করে। চতুর্থ অবস্থা;—এই অবস্থায় মদ্যপায়ী মূঢ়, কার্য্যাকার্য্য বিভেদ-জ্ঞানরহিত, ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় এবং মৃত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়ে। (২) ডাং রিচার্ডসন কর্ত্তৃক মত্ততার অবস্থা-ভেদ ও লক্ষণ বর্ণনা অনেকাংশে মাধব করের অনুরূপ।

---

(১) কেহ ২ অগম্যাগমন অর্থে দুষ্ট যানে অর্থাৎ মন্দপথে গমন বিবেচনা করেন। নিদানের টীকা দেখ।

(২) বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ পানান্ননিদ্রারতিবর্দ্ধনশ্চ।
সংপাঠগীত স্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোঽতিরম্যঃ প্রথমো মদো হি॥
অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাগ্‌বিচেষ্টঃ সোন্মত্তলীলাকৃতিরপ্রশান্তঃ।
আলস্য নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন॥
গচ্ছেদগম্যাং ন গুরুংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসংজ্ঞঃ।
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ॥
চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
কার্য্যাকার্য্যবিভাগজ্ঞো মৃতাদপ্যপরো মৃতঃ॥
নিদান

উপস্থিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে এই বলিলে প্রচুর হইতে পারে যে, যে রক্ত দৈহিক উপাদান সমুচ্চয়কে (tissues), অক্সিজেন বিতরণ দ্বারা, স্ব ২ কর্ত্তব্য সাধনে সতত তৎপর রাখে, যাহা দৈহিক উপাদান ক্ষয়পূরক ও তাপ-প্রজনন-সহায়, এবং যাহা শারীরিক উৎসৃষ্ট পদার্থকে স্রাব (Secretion) ও নিস্রাব (Execretion) দ্বারা বিনির্গত করিবার বিশেষ সহকারী তাহা পুনঃ ২ মদিরাসেবন দ্বারা দূষিত হয়। শরীরের মলাংশ যাহা শরীর হইতে বহির্গত হইলে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় তাহা সম্যক্ বাহির হইতে না পারিয়া বহুবিধ পীড়ার কারণ হয়। যে মলাংশ নিশ্বাসীয় অক্সিজেন সংযোগে দগ্ধ হইত তাহা এক্ষণে পূর্ব্ববৎ দগ্ধ হইতে পারে না, কেননা এল্‌কোহল্‌ নিজেই অগ্রে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই রূপে শরীরের মলাংশ শরীরে সঞ্চিত হইয়া কালে বসায় পরিণত এবং তাহা শারীরিক যন্ত্রের বিধানোপদানের মধ্যে মধ্যে অবস্থিত হয়। এইরূপ ক্রমশঃ হইতে থাকিলে ঐ বসা যান্ত্রিক উপাদানের স্থানীয় হইয়া পড়ে। তখন দৈহিক যন্ত্রের কেবল ক্রিয়াগত ক্ষণিক পরিবর্ত্তন নহে, উহার উপাদানগত স্থায়ী বিকারই উপস্থিত হয়। এই অবস্থাকে বসাপকৃষ্টতা বা ফেটি ডিজেনারেসন্ (Fatty degeneration) কহে। অপিচ ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, জলের সহিত আমাদের শরীরের বিশিষ্ট সম্বন্ধ। অনেকে শুনিলে বিস্মিত হইবেন, যে, দেহের $\frac{২}{৩}$ ভাগের অধিক জল দ্বারাই গঠিত; কেবল গঠিতমাত্র হওয়াই সম্বন্ধ নহে, দেহ রক্ষার্থ সতত জলের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীরের সকল যন্ত্রই

অত্যাধিক জল নিয়তই প্রয়োজন করিতেছে, মস্তিষ্ক সকল যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। জল শরীরের অন্তরতম স্থান বিধৌত করিয়া উহার মলাংশ, ঘর্ম্ম মূত্রাদি দ্বারা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে। জল দ্বারা শরীরের মলাংশ সুন্দর রূপে নির্গত হয় বলিয়া জলচিকিৎসা (Water cure or Hydropathy) নামে একটী স্বতন্ত্র চিকিৎসাপ্রণালীই প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক, অভ্যস্ত মদ্যসেবীদিগের দেহমধ্যে মদিরাসার অনেক অংশেই জলের স্থানীয় হয়, সুতরাং সহজ শরীরে যে সকল যন্ত্র জল গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত ও স্বাভাবিক রূপে কার্য্য করিত, এক্ষণে তাহারা জলের পরিবর্ত্তে নিষ্প্রয়োজন মদিরাসার গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমে শীর্ণ ও বিকৃতক্রিয় হয়। অপর শারীরিক যে সকল যন্ত্র কোমল উপাদানে গঠিত, তাহাতে অধিকাংশ জল থাকে। স্নায়ুমণ্ডলের (মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা ও সিম্প্যাথেটিক্ কেন্দ্র এবং উহাদিগের স্নায়ু) বিধানোপদান অতীব কোমল ও ভঙ্গুর এবং নিতান্ত সূক্ষ্মতম আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই কোমল উপাদানকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এই জল রক্ত হইতে অন্যান্য পোষণোপযোগী দ্রব্যসহ কথিত সূক্ষ্মতম আবরণীর ভিতর দিয়া উক্ত স্নায়ব বিধানে প্রবেশ করে। তদনন্তর তথায় স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তথাকার উৎসৃষ্ট উপাদান সহ শিরা মধ্যে প্রবেশ করত পুনরায় রক্তস্রোতে মিলিত হয়। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মদিরা পান করিলে কথিত অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে, অর্থাৎ ঐ কোমল যান্ত্রিক উপাদান এক্ষণে রক্ত হইতে সম্যক

জল প্রাপ্ত হয় না, বরং রক্তস্থ এল্‌কোহল্‌ স্বীয় জল-গ্রহণ-প্রবণতা গুণে উক্ত বিধানের জলভাগ শোষণ করিয়া লয়। এই হেতু এবং মস্তিষ্কাদি স্নায়ব বিধানে এল্‌কোহল্‌ অপেক্ষাকৃত অনেকক্ষণ অবস্থিতি করায় (কেননা তাদৃশ স্থলে কোন স্রাবক যন্ত্র নাই যে এল্‌কোহল্‌কে রক্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়া দিবে) উক্ত বিধানোপাদান অধিকতর বিকৃত হয় বলিয়া মদিরাপায়ীদিগের মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্নায়ব যন্ত্র সকল প্রয়োজনীয় জল ও পোষণ অভাবে শুষ্কতাপ্রাপ্ত, বিকৃতক্রিয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন প্রচুর মদ্যসেবীদিগের দেহ মধ্যে আর এক প্রকার গুরুতর বিকার উপস্থিত হয়, তাহা বহু অনর্থের আকর হইয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্চর্য্য কৌশলে আমাদের দেহের স্থূল হইতে সূক্ষ্মতম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিন এক প্রকার আবরণী (১) (বস্ত্র) দ্বারা আবৃত। এই আবরণী কোলইডাল্‌ (২) উপাদানে গঠিত এবং সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ছিদ্রময়। ইহা চর্ম্মরূপে দেহের বাহ্য প্রদেশ, শ্লৈষ্মিক ত্বক্‌ রূপে অন্নবহা নাড়ী এবং স্রাব ও নিস্রাব নির্গম্য সমস্ত পথ, এবং অন্যাকারে দৈহিক গহ্বর ও তত্রত্য যন্ত্র সমূহ, অস্থি ও সন্ধি-মধ্য আবৃত করিয়া আছে। এই সকল ব্যতীত দেহের অপরাপর ক্ষুদ্রাংশও ঐরূপে আবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার কার্য্য বহুতর ও আশ্চর্য্য-জনক। আবরণী তাবৎ যান্ত্রিক বিধানকে আবৃত রাখে বলিয়া উহারা স্ব২ স্থানে সম্বদ্ধ থাকে। ইহা ছাকন-বস্ত্রের ন্যায় থাকিয়া দেহমধ্যে বিস্তর গুরুতর কার্য্য

(১) **Membrances.**—ঝিল্লী ইহার অযথা বঙ্গানুবাদ।

(২) ৬২ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

সম্পাদন করে। যথা—(১) উদরস্থ আহার্য্য হইতে দেহ পুষ্টির উপযোগী পদার্থ ইহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করত রক্তসহ মিলিত হয়। (২) দৈহিক উপাদান সকল ইহার সাহায্যে রক্ত হইতে আপনাপন পোষণকর বিবিধ পদার্থ প্রয়োজনানুসারে আকর্ষণ করিয়া লয়। (৩) দৈহিক উৎসৃষ্ট পদার্থ (Waste materials) জল সহ বিমিশ্রিত অবস্থায় ও বাষ্পাকারে ইহারই দ্বারা রক্ত হইতে বিমুক্ত হওত স্রাব ও নিস্রাব পথে নিক্ষিপ্ত হয়। (৪) যে সকল যন্ত্র আর্দ্র থাকিলে স্ব২ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে, এই আবরণী দৈহিক স্রবণ ও শোষণ কার্য্যের সহায় হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থ রাখে। যদি এই বস্ত্রবৎ আবরণীর ছিদ্র গুলিন কোন কারণে স্বাভাবিক হইতে বড় হয় তবে রক্তের ঘনাংশও তাহা দিয়া নিসৃত হইয়া আশু মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। আর যদি ঐ ছিদ্র অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বা বন্ধ হয় তবে উহা দ্বারা দ্রবাংশও পৃথগ্‌ভূত হইতে পারিবে না। মদ্যসেবীর কথিত আবরণী এল্‌কোহলের গুণে স্থূল, সংকুচিত এবং উহাতে আগন্তুক উপাদানের অবস্থান প্রযুক্ত কালে বন্ধ-ছিদ্র হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা দ্বারা দেহের যে সমস্ত গুরুতর কার্য্য নিষ্পন্ন হইত তাহা এক্ষণে সম্যক্ আর হইতে পারে না। এজন্য যন্ত্র সকল বিশীর্ণ, শুষ্ক ও কঠিন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত এল্‌-কোহল্ দেহের আরও বিস্তর ক্ষতি করিয়া থাকে। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, তাদৃশ অনিষ্টজনক পদার্থ দেহক্ষেত্রে ক্রমাগত বিচরণ করিতে থাকিলে পরিণামে উহা যান্ত্রিক বিধান ও ক্রিয়াগত বহুবিধ ঘোরতর বিকার উপস্থিত, অর্থাৎ

নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পীড়া উৎপাদন করিয়া শেষে মদ্য-পায়ীকে অকালে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। মদ্যপায়ীদিগের সচরাচর যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হয় তাহার পৃথক্ বর্ণনা করা এরূপ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে নিতান্ত অসম্ভব। এস্থলে উহাদের কয়েকটীর নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। যথা—পানাজীর্ণ, বহুবিধ বেদনাযুক্ত বাত-ব্যাধি (Nervous derangements) অনিদ্রা, চিত্তবিভ্রম, উম্মাদ, মৃগী, পক্ষাঘাত, মদাত্যয়, যকৃতের বৃদ্ধি, সঙ্কোচ, ও স্ফোটক ; মূত্রাকর-পীড়া (Bright's dease &c), যক্ষ্মা, হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি ও অপরাপর পীড়া, রক্তার্ব্বুদ, রক্তবাহুল্য, রক্তস্রাব, মেদাপকৃষ্টতা, জ্বর, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কতকগুলি রোগ কেবল মদিরাসেবী-দিগের দেহ আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহাদের অধস্তন পুরুষেও সংক্রমিত হয়। তদ্ভিন্ন অনেক মদ্যপায়ীর সন্তানদিগকে শারীরিক এবং মানসিক বহুবিধ বিকৃতির কারণ লইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

যদি বল বহুদিন মদিরাসেবন করিয়াও অনেক লোককে উপরোক্ত কোন প্রকার কঠিন পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন ২ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন যুবার দৈহিক যন্ত্র সকল এরূপ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ থাকে, যে তাহারা এল্‌কোহল্ বিষের অনিষ্ঠকারিতা হইতে দেহ—সুতরাং দেহীকে কিছুকাল (কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধে নহে) অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়। ফলতঃ এমন লোকের সংখ্যাও (বিশেষতঃ এতদ্দেশে) এত অল্প যে তাহা গণনার মধ্যেই আইসে না।

৩য়। মদিরাসার এক কালে অধিকপরিমাণে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে কিরূপ প্রভাব প্রকাশ করে তাহা এক্ষণে আলোচনা করা যাইতেছে।

মদিরাসারের স্বরূপ কি তৎসম্বন্ধে এস্থলে ২।১ টী স্থূল কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এল্‌কোহলকে মাদকবিষের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। অপিচ ইহার তীব্রতা ও অব্যর্থ প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, পক্ষান্তরে ইহার বিষনাশক (Antidote) কোন দ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়া, এলকোহল্‌কে কথিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য বিষ মনুষ্যদেহে যেরূপ ক্রিয়া করে, মদিরাসারও ঠিক সেই রূপে কার্য্যকারী হয়; অর্থাৎ এককালে অত্যধিকপরিমাণে সেবিত হইলে ইহা অনতিকাল মধ্যে বিষলক্ষণ উপস্থিত করিয়া নিশ্চয়ই প্রাণসংহার করে। ক্রমে ক্রমে অধিকপরিমাণে সেবন করিলে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে উক্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। আর অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে নিয়ত দেহে প্রবেশ করিতে থাকিলে যদিও সহসা বিষাক্তের কোন লক্ষণ উপস্থিত হয় না, কিন্তু পরিণামে দৈহিক যন্ত্রাদি বিকৃত করিয়া নানাপ্রকার পীড়া, তদনন্তর মৃত্যু উপস্থিত করে। আমাদিগের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞেরাও ঠিক এইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। (১) বাস্তবিক শঙ্খবিষ, রসাঞ্জন, অহিফেন

(১) বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাতপ্রকোপণাঃ।
তএব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ॥
হন্ত্যাশু হি বিষং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রোগায় কল্পতে।
যথা বিষং তথৈবান্ত্যো জ্ঞেয়ো মদ্যকৃতো মদঃ॥
চরক। চিকিৎসিত স্থান।

প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ মদিরাসার দ্বারাও ঠিক সেইরূপ বিষ-ক্রিয়া উপস্থিত হয়।

পানাভ্যাসীর শরীরে মদিরাসারের বিষক্রিয়া যে বিলম্বে উপস্থিত হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে কেবল মদিরা-সারের আশু বিষক্রিয়ার কথাই বলিব।

এককালে অধিক পরিমাণে মদিরাসার সেবিত হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পানকারীর চিত্তবিভ্রম, চলিতে ও দণ্ডায়মান হইতে অশক্ততা, অর্থাৎ পাদবিক্ষেপে পদস্খলন ও পতন, শিরোঘূর্ণন, নিদ্রাবেশ ও জ্ঞানশূন্যতা উপস্থিত হয়। কাহার কাহার এই জ্ঞান শূন্যতা এত ঝটিতি না হইয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে হঠাৎ হয়; অর্থাৎ উপরিউক্ত পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশিত না হইয়া একেবারেই অজ্ঞানতা আসিয়া পড়ে। পরে ওষ্ঠ বিবর্ণ, মুখাকৃতি বিকট, চক্ষুর তারা (কনীনিকা) প্রসারিত, কদাচিৎ কুঞ্চিত এবং নিস্পন্দ, চক্ষের শুভ্রাংশ স্ফীত, প্রশ্বাসে মদিরার গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া সত্বরে বা বিলম্বে মৃত্যু উপস্থিত হয়। মদিরাদ্বারা বিষাক্ত হইবার বিস্তর উদাহরণ মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্স (Medical Juris-prudence) নামক গ্রন্থে এবং চিকিৎসাবিষয়ক ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে সময়ে ২ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন এক সপ্তম বর্ষীয় বালক এক ছটাক মাত্র ব্রাণ্ডি পান করিয়া মরিয়াগিয়াছিল। একটী যুবা দুই বোতল পোর্ট ওয়াইন্ পান করিয়া দুই ঘণ্টা পরেই শমনালয়ে গমন করিয়াছিল। এই দুই বোতল পোর্টে ৫½ ছটাক মাত্র মদিরাসার ছিল। আর এক ব্যক্তি এক বোতল জিন্ খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই-

য়াছে। সে দিবস অস্মদ্দেশের একটী যুবা দুই বোতল মদ্য পান করিয়া মরিয়াছে। (১) লেখকও মদ্যপানে মৃত হওয়ার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। বোধ হয় পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, কোন পানাভ্যাসী রাত্রিতে মদিরা সেবন করিয়া নিরুপদ্রবে নিদ্রিত ছিল, পরদিন প্রাতে দেখা গেল, সে মৃতাবস্থায় শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। মারাত্মক মাত্রায় এল্‌কোহল্‌ ভক্ষণই তাদৃশ হঠাৎ মৃত্যুর কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। এল্‌কোহল্‌ সকল মদিরায় বিদ্যমান থাকা প্রযুক্ত সকল প্রকারই মদিরার দ্বারা বিষাক্ত হইতে পারে। বিশেষের মধ্যে এই যে, যে মদ্যে মদিরা-সারের অংশ অধিক, যেমন ব্রাণ্ডি, রম্, জিন্, হুইসকি, তাহা অল্প মাত্রায়, আর যে মদ্যে উহার অংশ অল্প, যেমন পোর্ট, বিয়র ইত্যাদি, তাহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে তুল্য-রূপ বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়। (২)

অপর, মদিরাসার ক্রমশঃ অর্থাৎ দুই চারি দিন করিয়া প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ সত্বর বিষক্রিয়া (Acute poisoning) না ঘটিয়া কথিত লক্ষণ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া কিছু কাল বিলম্বে মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হয়। অথবা উক্তরূপ মদিরা সেবন দ্বারা পাকাশয় এরূপ

---

(১) সমালোচক, ৭ই চৈত্র সন ১২৮৬।

(২) পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সুরা ও অপরাপর মদিরার মত্ততাগুণ উহা-দিগের অন্তরস্থ এল্‌কোহলের পরিমাণানুসারে ঠিক সর্ব্বত্র দর্শে না। অনেকে অনুমান করেন, মদিরাসার আধেয় মদ্যের উপাদান বিশেষের সংস্রবে কিঞ্চিৎ খর্ব্বগুণ হয়, এজন্য তুল্যপরিমিত মদিরাসারযুক্ত উভয় মদ্যের (ওয়াইন্‌স) মধ্যে, অথবা মদ্য ও সুরা বিশেষের মধ্যে মাদকগুণের তারতম্য ঘটে।

বিকৃত হইয়া পড়ে যে, মদ্য কি অন্য কোন দ্রব্যই আর উদরে থাকে না ; অর্থাৎ ভয়ানক বমনপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এ সময়ে, অন্য দ্রব্য দূরে থাকুক, জলমাত্র উদরস্থ হইলেও তাহা তৎক্ষণাৎ উদ্গীরিত হইয়া যায়। কাহার২ পাকাশয় স্পঞ্জের (Sponge) ন্যায় ঝাঁঝরা হইয়া যায়, তদ্দারা মদিরা ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই দেহে শোষিত হয় না। এই অবস্থায় কিছু দিন থাকিলে শরীর পোষণাভাবে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অন্য পক্ষে মদিরাসারের অবসাদক গুণ অচিরে উপস্থিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা, হিমাঙ্গ, নাড়ীর ক্ষুণ্ণতা ও ঘর্ম্মাদি দুর্লক্ষণ ঘটাইয়া অবশেষে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া দেয়।

এল্‌কোহল্‌ স্থানিক প্রয়োগ করিলেও তীক্ষ্ণ দাহক বিষের ন্যায় কার্য্য করে। ইহা শরীরের কোন স্থানে সংলগ্ন করিলে সেই স্থান সংকুচিত ও কঠিন হইয়া উঠে, সেজন্য তথায় বেদনা, উষ্ণতা ও আরক্তিমতা প্রভৃতি প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হয়। এল্‌কোহল্‌ স্বীয় রাসায়নিক গুণে সংলগ্ন-স্থানের জলীয়াংশকে আকৃষ্ট এবং অণ্ডলাল ও ফাইব্রিণকে সংযত করে বলিয়া কথিত স্থানিক লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এল্‌কোহল্‌ সেবনে বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু হইলে পাকাশয়ে প্রদাহলক্ষণ পাওয়া যায়। (১)

(১) এল্‌কোহল্‌ কেবল মনুষ্যদেহে নহে, উহা উদ্ভিদ্‌ ও মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য জন্তুর উপরেও স্বীয় ক্রিয়া গুণ প্রকাশ করে। উদ্ভিদের উপর ইহার বিষক্রিয়া অত্যন্ত সত্বর ও মারাত্মক। জলৌকা স্পিরিটে মগ্ন করিলে ২। ৩ মিনিটের মধ্যেই মরিয়া যায় ; আর কিয়দংশ নিমজ্জিত করিলে সেই অংশ ক্রিয়াশূন্য হয়। ইহা ভেকের পাকাশয়ে (৪০ ফোঁটা) বা চর্ম্মের নীচে প্রক্ষেপ

মনুষ্যদেহে মদিরার প্রভাব সম্বন্ধে অবশিষ্ট যাহা বক্তব্য আছে তাহা পরবর্ত্তী শীর্ষক বর্ণন কালে বলিব।

৭ম। সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মদিরার প্রয়োজনীয়তা।

আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। এক শ্রেণীর দ্রব্য আমরা সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থাতেই ব্যবহার করি, যেমন খাদ্য। আর এক শ্রেণীর দ্রব্য কেবল পীড়িত অবস্থাতেই ব্যবহার করা যায়, ঔষধ যেমন। এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে, মদিরা আমাদিগের কোন্ শ্রেণীর ভক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে? ইউরোপীয় ও অন্যান্য সমাজের বিস্তর লোকের মধ্যে মদিরা সহজাবস্থায় যথেষ্ট এবং অসুস্থাবস্থায়ও যথাপরিমিত ব্যবহার করিতে দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, মদিরা আমাদিগের ১ম শ্রেণীর ভক্ষ্য। পক্ষান্তরে ভারতীয় ও

অথবা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাতে সংলগ্ন করিলে তাহার মৃত্যু হয়। কচ্ছপের পাকাশয়ে বা সরলান্ত্রে স্পিরিট নিক্ষেপ করিলে তাহাদের অঙ্গচালনা রহিত হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। এল্‌কোহল্‌মিশ্রিত জলে ক্ষুদ্র মৎস ত্যাগ করিলে তাহারা কিয়ৎ কাল বিচরণ করিয়াই "চিত" বা "কাত" হইয়া ভাসিয়া উঠে। এই সময়ে তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া ভাল জলে নিক্ষেপ করিলে তাহারা প্রকৃতিস্থ হয়। এতদ্ব্যতীত কুক্কুর, বিড়াল, ঘোটক, শশ, শূকর প্রভৃতি জন্তুর উপরেও এল্‌কোহলের বিষক্রিয়া পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। See—Dr. Pereira's Materia Medica, Vol. II. Pt. II.

অন্যান্য সমাজের বিস্তর লোককে সুস্থাবস্থায় মদিরা ভক্ষণে বিরত এবং অসুস্থাবস্থায়ও ঔষধ রূপে উহার সেবনে অনিচ্ছুক দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, মদিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ষ্যমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে। কথিত পরস্পর বিরুদ্ধ মতের কোন্‌টী সঙ্গত তাহা বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত মীমাংসিত হইতে পারে না। যখন মদিরা সুস্থ ও পীড়িত উভয় অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয় তখন উহা প্রথম শ্রেণীর ভক্ষ্য বটে কি না তাহাই প্রথমে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

আমরা সুবিধার জন্য প্রথম শ্রেণীর ভক্ষ্য দ্রব্যকে "আহার্য্য" বলিয়াই ব্যবহার করিব। আমাদিগের আহার্য্যের মধ্যে কি কি পদার্থ ও তাহাদিগের কি কি গুণ আছে এবং দেহের সহিত তাহাদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অগ্রে দেখিয়া পশ্চাৎ মদিরায় তাদৃশ পদার্থ সকল ও তদ্‌গুণ আছে কি না এবং দেহের সহিত উহার সেরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে উদ্দেশ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে।

যে যে উপাদানে আমাদিগের দেহ গঠিত হইয়াছে প্রকৃতি তৎসমস্তই আমাদিগের আহার্য্যে নিহিত রাখিয়াছেন। এই হেতু আহার্য্য দ্বারা আমাদিগের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, বৃদ্ধি ও ক্ষতি-পূরণাদি ব্যাপার সমাহিত হইয়া উহার কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই আহার্য্য বিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। (১) সদেহ পদার্থ (**Organic substances**), (২) নির্দ্দেহ পদার্থ (**Inorganic substances**)। দেহবিশিষ্ট পদার্থ পুনরায় তিন

ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা (ক) নাইট্রোজিনস্ দ্রব্য, (১) (খ) স্নেহ দ্রব্য(২), (গ) শর্করা ও শর্করাযোনি দ্রব্য। (৩) অপর, নির্দ্দেহ পদার্থও এইরূপ পুনরায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা (ঘ) জল, (চ) লবণ দ্রব্য। (৪) এই সমস্ত আহার্য্য আমরা উদ্ভিদ্ ও জান্তব রাজ্য হইতে যথাপ্রয়োজন প্রাপ্ত হইয়া থাকি। প্রথম শ্রেণীর প্রথম দ্রব্যে নাইট্রোজেন্ নামক ভৌতিক উপাদান থাকায় তদ্দ্বারা আমাদিগের দেহের প্রায় তাবৎ উপাদান নির্ম্মিত ও ক্ষতি পূরিত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রব্যের ক্রিয়ার (তাপ ও চলৎ-শক্তি (Motion) উৎপাদন) সহায়তা হয়। আর প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রব্যে হাইড্রোজেন্ ও কার্বণ্ নামে উপাদানদ্বয় থাকায় উহারা নিশ্বাসীয় অক্‌সিজেন্ সংযোগে দগ্ধ হইলে দেহে উত্তাপ ও চলৎ-শক্তি উৎপাদন করে। (৫) পরন্তু কথিত দ্বিতীয় দ্রব্য তৃতীয় দ্রব্যাপেক্ষা তাপ উদ্ভাবনে আড়াই গুণ অধিক কার্য্যকারী। তদ্ভিন্ন উহা উপাদান-নির্ম্মাপক বস্তুর পরিণতি ব্যাপার ও

---

(১) নাইট্রোজিনস্ (nitrogenous) দ্রব্য। যথা—নানাবিধ লালা-দ্রব্য, ফাইব্রিণ্, সিনটোনিন্, কেজিন, গ্লুটেন্, লেগুমিন্ ও জেলেটিন্ প্রভৃতি।

(২) স্নেহ—(fatty) দ্রব্য,—বসা ও তৈল।

(৩) শর্করা ও শর্করাযোনি (saccharine) দ্রব্য,—বহুবিধ শর্করা, সেলিউলোজ্ ও শ্বেতসার।

(৪) লবণ দ্রব্য (salines),—যে লবণ আমাদিগের কর্ত্তৃক সচরাচর ভক্ষিত হয় তাহা ব্যতীত অপরাপর বহুতর লবণ (সোডা, পটাস্, লাইম্ (চূর্ণ) ইত্যাদি যোগে) আমরা বহুবিধ আহার্য্য সহ নিয়ত অদৃশ্যতঃ ভক্ষণ করিয়া থাকি।

(৫) প্রাচীন আর্য্যেরা জানিতেন যে, আমাদিগের শরীর তাপদ্বারা নিয়তই দগ্ধ হইতেছে, এজন্য তাঁহারা শরীরের নামান্তর "দেহ" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীনেরা কি এই তাপপ্রজনন প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন?

উৎসৃষ্ট উপাদানের দেহ হইতে নির্গমন কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করে; অপিচ উহা দেহক্ষেত্রে (বসা) সঞ্চিত হইয়া দৈহিক তাপ রক্ষা ও যান্ত্রিক কার্য্য নিষ্পাদনে আনুকূল্য করিয়া থাকে। আর তৃতীয় দ্রব্য তাপোৎপাদন ব্যতীত দেহমধ্যে দ্বিতীয় দ্রব্য অর্থাৎ বসায়ও পরিণত হইয়া থাকে।

অপর, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম দ্রব্য (জল) দ্বারা আহার্য্য বস্তু দ্রবীভূত ও তদনন্তর দেহক্ষেত্রে নীত, দেহের উৎসৃষ্ট উপাদান সকল দেহ হইতে বিনির্গত এবং দৈহিক উত্তাপ সর্ব্বত্র সমভাবে পরিচালিত হয়। আর এই শ্রেণীর দ্বিতীয় (লবণ) দ্রব্যের বিশেষ সাহায্যে সদেহ আহার্য্য বস্তু দেহক্ষেত্রের সর্ব্বত্র প্রেরিত এবং দৈহিক উপাদানের কাঠিন্য সম্পাদিত হয়। তদ্ভিন্ন এই লবণ দ্রব্য অদ্রব কোলইড্ দ্রব্যকে দেহমধ্যে শোষণোপযোগী দ্রবীভূত করিতে পারক বলিয়া অনুমিত।

কথিত উভয় শ্রেণীর আহার্য্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আহার্য্যই প্রধান। দ্বিতীয় শ্রেণীর আহার্য্য কেবল উহার সহকারী মাত্র। এই আমাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্যের তাবৎ উপাদান ও গুণের কথা বলিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক মদিরাতে সেই সকল উপাদান ও গুণ আছে কি না? মদিরায় আমাদিগের আহার্য্য সামগ্রীর সামান্য অংশ না আছে এমন নহে, কেননা জল, লবণ, শ্বেতসার, শর্করা, এমন কি কোন কোন স্থানে যৎসামান্য নাইট্রোজেনও (১) উহার উপাদানে বিদ্যমান আছে। ফলতঃ এই কিঞ্চিন্মাত্র আহার্য্যের অনুরোধে

(১) বিয়ার ও পোর্টারের প্রতি পাউণ্ডে ১:গ্রেণ নাইট্রোজেন্ আছে।—Dr. Letheby.

কেহই উহা (মদিরা) পান করিতে প্রবৃত্ত নহে। মদ্যের প্রফুল্লকর বা মত্ততা-উৎপাদক উপাদান—এল্‌কোহলের অনুরোধেই উহা সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব এস্থলে মদিরা বলিতে এল্‌কোহলই লক্ষিতব্য ; এবং এই এল্‌কোহলেরই উপাদান ও গুণ সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন হইতেছে।

এল্‌কোহলের ভৌতিক উপাদান কার্বণ্, হাইড্রোজেন্ ও অক্‌সিজেন্ এই তিন পদার্থ। ইহাতে নাইট্রোজেন নাই এবং ইহা কোনরূপ নাইট্রোজেন্‌যুক্ত পদার্থেও পরিণমনীয় নহে। সুতরাং ইহা এক কালেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দৈহিক উপাদান নির্ম্মাপক গুরুতর পদার্থের অংশ মদিরাসারে কিছুমাত্র নাই। মদিরাসারে হাইড্রো-কার্বণ্ আছে, যাহা আমাদিগের সদেহ আহার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রব্যের উপাদানেও বিদ্যমান। অতএব মদিরাসার উপাদান সাদৃশ্যে স্নেহ ও শর্করাদি আহার্য্যের সমকক্ষ হইতেছে। ফলতঃ ইহা এক্ষণে জ্ঞাতব্য থাকিতেছে যে, মদিরাসার মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্নেহাদি দ্রব্যের ন্যায় গুণকারী হয় কি না ?

স্নেহ এবং শর্করা ও শর্করাযোনি দ্রব্য দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উহাদিগের হাইড্রো-কার্বণ্ বায়ুর অক্‌সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া উত্তাপ ও চলৎ-শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু এল্‌কোহল্ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ উত্তাপ ও গতি-শক্তি উদ্‌ভূত হয় না, প্রত্যুত উহাদের অপেক্ষাকৃত হ্রাসতা হইতেই দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এল্‌কোহলে যদিও একাংশ অক্‌সিজেন্ মিশ্রিত আছে তথাপি

উহা অগ্নি সংস্পর্শে দগ্ধ হইলে এক কালে অধিক অক্‌সিজেন্ মিশ্রিত হওয়ায় কার্ব্বণিক্ এসিড্ ও জলে পরিণত হয়, এবং এই পরিণমনকালে যথেষ্ট উত্তাপ প্রজনিত হয়। অপর, যদি এল্‌কোহল্ কাগজে সংলগ্ন করিয়া তাহাতে প্লাটিনম্-চূর্ণ নিক্ষেপ দ্বারা অধিক অক্‌সিজেন্ সংযোগ করা যায়, তবে তাহাতেও (দগ্ধ হওয়ার ন্যায়) এল্‌কোহল্ কার্ব্বণিক্ এসিড্ ও জলে পরিণত এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট উত্তাপও উদ্‌ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ এল্‌কোহল্ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে এই রূপে অক্‌সিজেন্ সংযোগ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এল্‌কোহল্ জলমিশ্রিত অবস্থায় অক্‌সিজেন্‌সংযুক্ত হইলে তাহার অন্যবিধ পরিণতি ঘটে, অর্থাৎ কার্ব্বণিক্ এসিড্ ও জল না হইয়া এল্‌ডিহাইড্, এসেটিক্ এসিড্ ও এসেটিক্ ইথার উৎপন্ন হয়। এল্‌কোহল্ জলমিশ্রিত অবস্থাতেই (মদিরারূপে) পীত হইয়া থাকে, সুতরাং দেহমধ্যে উহার এই শেষোক্তরূপই পরিণতি ঘটা সম্ভব হইতেছে। পরন্তু বিজ্ঞ লোকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে এল্‌কোহল্ সেবনান্তে দেহমধ্যে বা তদুৎসৃষ্টে বরং যৎসামান্য এল্‌কোহলই লক্ষিত হয়, কিন্তু উল্লিখিত বিকারের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। (১) যদি তাদৃশ পরিণতিই ঘটে (২) মনে করা যায় তাহা হইলেও যথেষ্ট উত্তাপ উদ্ভূত হওয়া সম্ভাবিত নহে। দেখাও যায়, মদ্য সেবন করিলে শরীরের

(১) কেবল পাকাশয়ে যৎসামান্য মাত্র শুক্তাম্ল (acetic acid) পাওয়া যায়। তাহা পাকরস এল্‌কোহল্ সহ মিশ্রিত প্রযুক্ত উদ্ভূত হওয়াও সম্ভব।

(২) কেহ কেহ এল্‌ডিহাইড্ হওয়া অনুমান করেন।

উত্তাপ ও গতি শক্তি বৃদ্ধি না পাইয়া বরং উহার বিপরীত অবস্থাই উপস্থিত হয়। আমাদিগের আহার্য্যের হাইড্রো-কার্বণ্ নিশ্বাসীয় অক্‌সিজেন্ সংযোগে দগ্ধ হইলে প্রয়োজনীয় উত্তাপ উৎপাদন করিয়া কার্বণিক্ এসিড্ ও জলে পরিণত হয়। এই কার্বণিক্ এসিড্ আবার নিশ্বাস ও ঘর্ম্মাদি দ্বারা দেহহইতে বহির্গত হয়। কিন্তু এল্‌কোহল্ শরীরস্থ হইলে অধিক কার্বণিক্ এসিড্ নির্গত হওয়া দূরে থাকুক বরং অপেক্ষাকৃত অল্পই নির্গত হয়; সুতরাং সেই পরিমাণে দৈহিক তাপেরও খর্ব্বতা ঘটে। আর আমরা অঙ্গচালনা করিলে দৈহিক উত্তাপ বৃদ্ধি এবং শরীর হইতে অধিক কার্বণিক্ এসিড্ বহিষ্কৃত হয়। যদি এল্‌কোহল্ সেবনে দেহের চলৎ শক্তি বৃদ্ধি পাইত, তবে মদ্য-সেবনান্তে কথিত অবস্থার বিপরীত অবস্থা কখনই সমুপস্থিত হইত না। যদি বল এল্‌কোহল্ সেবনের প্রথমাবস্থায় দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি ও ক্রিয়া শক্তি বলবত্তর হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক ইহা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার কারণ স্বতন্ত্র। ঐ অবস্থায় এল্‌কোহলের উত্তেজক গুণে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয় (স্নায়ুক্রিয়া তাপোৎপাদনের সহায়তা করে, কেননা দেখা যায়, পক্ষাঘাত-রোগীর পীড়িত অঙ্গের উত্তাপ উহার অন্য অঙ্গের অপেক্ষা ন্যূন) এবং রক্ত সঞ্চালন কার্য্য বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ইহাতে স্বাভাবিক তাপ প্রজনন ব্যাপার অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠে। কেহ২ বলেন, ঐ অবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রের তাপ বাহিরে প্রেরিত হয় বলিয়া ঐ তাপাধিক্য অনুভূত হয় মাত্র। যাহা হউক কথিত তাপ ও তৎসহ গতিশক্তি বৃদ্ধি এল্‌কোহল্ হইতে সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে হয় না। যে হেতু উহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ঠিক্ উহার বিপরীত অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। মদিরা সেবনের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ অবস্থায় দৈহিক উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষাও হ্রাস হইয়া যায়। (১) এইরূপ এক দিন অধিক মদিরা ভক্ষণ করিয়া দৈহিক উত্তাপ হ্রাস হইলে উহা পুনরায় স্বাভাবিক হইতে ২। ৩ দিন সময় লাগে। অধিক এল্‌কোহল্ কৈশিক শীরাপথে অনেক ক্ষণ পরিভ্রমণ প্রযুক্ত দৈহিক তাপ প্রজনন ও সংরক্ষণ কার্য্যের ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়াই কথিত তাপ হ্রাসের কারণ।

অনেক মদ্যপায়ীকে স্থূলকায় দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এল্‌কোহল্ তাপ প্রজননে অক্ষম হইলেও অন্যান্য হাইড্রো-কার্বণ্ আহার্য্যের ন্যায় বসা উৎপাদনে পারক। কিন্তু মদ্যপায়ীর দেহে যে অতিরিক্ত বসা সঞ্চিত হয় তাহার অপর দুইটি কারণ আছে। ১ম, যে সকল মদ্যে শ্বেতসার বা শর্করার অংশ থাকে তাহা সেবন করিলে শরীরে অবশ্যই বসা জন্মিতে পারে। (২) ইউরোপ দেশে পশুদের

(১) আমাদিগের দেহের তাপ ফারণহাইটের মানের প্রায় ৯৯ ডিগ্রী। এল্‌কোহলের ১ম অবস্থায় অনভ্যস্ত ব্যক্তির অর্দ্ধ ডিগ্রী এবং অভ্যস্ত ব্যক্তির দেড় ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ঐ উত্তাপ হ্রাস হইয়া প্রথমে স্বাভাবিক, পরে তদপেক্ষা পৌণে এক ডিগ্রী ন্যূন, আর তৃতীয় অবস্থায় উহা অপেক্ষা আরও ন্যূন, এবং চতুর্থ বা অজ্ঞান অবস্থায় সহজ অপেক্ষা আড়াই হইতে তিন ডিগ্রী পর্য্যন্ত হ্রাস হয়। এরূপ উত্তাপের খর্ব্বতা শরীরের পক্ষে ভয়ানক অনিষ্টজনক।

এল্‌কোহল্ পক্ষী শূকর কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুর দেহে প্রবেশ করাইলে উহাদিগের দৈহিক উত্তাপ মনুষ্যের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে হ্রাস হইতে দেখা যায়।

(২) বিয়ার ও এল্ বসা বর্দ্ধনে প্রসিদ্ধ।

বসা বৃদ্ধি করিবার জন্য যবচূর্ণ জিন্-সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করাইয়া থাকে। বাস্তবিক এল্কোহলের বসা উৎপাদনের ক্ষমতা নাই, উহার সহিত শ্বেতসার ও শর্করা ভক্ষিত হইলে তাহারাই বসাতে পরিণত হয়। দেখা যায়, সদেহ পদার্থ এক বার বিকারগ্রস্ত হইলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। যেমন দুগ্ধ বিকৃত (fermented) হইয়া তক্র জন্মিলে উহার আর কোন রূপে দুগ্ধে পরিণতি সম্ভব হইতে পারে না। সেইরূপ শ্বেতসার ও শর্করা বিকারপ্রভাবে এল্-কোহলে পরিণত হইলে আর উহা শর্করাদিতে বিলোম নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এরূপ হইলে এল্কোহলের বসায় পরিণতি অবশ্যই সম্ভবপর হইত। ২য়, যাহাদের প্রচুর মদ্য পানের অভ্যাস তাহাদিগের অনেককেই অলস ও নিদ্রালু দেখা যায়। তাহারা সহজাপেক্ষা অধিক সময় নিদ্রাতে অভিভূত থাকে। নিষ্কর্ম্মা ও নিদ্রিত অবস্থায় আমা-দিগের শ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং তেমন অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প অক্সিজেন্ আমা-দের দেহে প্রবিষ্ট এবং অল্প কার্ব্বণ্ নির্গত হইয়া থাকে। (১) অতএব মদ্যপান নিবন্ধন অধিক কাল নিদ্রাগত ও নিষ্কর্ম্মা থাকিলে অবশ্যই তদপেক্ষা আরও অল্প অক্সিজেন্ দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। এইরূপ ক্রমাগত হইতে

---

(১) পরিমিত অঙ্গচালনার সময় অপেক্ষা নিষ্কর্ম্মাবস্থায় (during rest) আমাদিগের প্রশ্বাস বায়ুতে এক তৃতীয় অংশ ন্যূন কার্ব্বণিক্ এসিড্ বিনির্গত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় এই বায়ুর পরিমাণ যথেষ্ট খর্ব্ব হইয়া থাকে। (See Kirkes's Handbook of Physiology. 7th Edition, Page 225.

থাকিলে দেহের পোষণ কার্য্য বিঘ্নিত হয়, তদ্ব্যতীত তাপপ্রজনক উপাদান (আহারীয় ও দৈহিক উৎসৃষ্টীয়) দেহে সম্যক্ দগ্ধ হইতে পায় না; যে পরিমাণে দগ্ধ হয় তাহাতে দেহের প্রয়োজনানুরূপ উত্তাপ জন্মে না। আর যে ভাগ অদগ্ধীভূত থাকে তাহা দেহমধ্যে বসায় পরিণত হইয়া যান্ত্রিক বিধানে সংস্থিত হয় এবং ভাবী অনিষ্টের নিদান হইয়া থাকে। এই উভয় প্রকারে অনেক মদ্যপায়ীকে বসাবাহুল্য হইতে দেখা যায়, পরন্তু এল্‌কোহল্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বসা জন্মাইতে অক্ষম।

উপরে যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, এল্‌কোহল্ আমাদের আহার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আর যাহা আমাদিগের আহার্য্য নহে তাহা কখন সুস্থাবস্থায় সেব্যও হইতে পারে না।

অপর, কেহ কেহ বলেন যে, এল্‌কোহল্ ব্যবহার দ্বারা শ্রান্তি দূর হয় এবং শ্রমসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পাদন করিতে পারা যায়; একারণ সুস্থ অবস্থায় মদিরাসারের ব্যবহার (আহার্য্যরূপে না হউক) আবশ্যক হইতে পারে।

পরিশ্রম দ্বারা আমাদের দৈহিক উপাদানের ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। সকলেরই শ্রম বশতঃ শরীর ক্ষয় পাইতেছে। এদিকে আহার্য্য দ্বারা ঐ ক্ষয় পরিপূরিত হইতেছে। (১) অতএব আহার্য্য বস্তুতে যে পদার্থ ও গুণ আছে তাহা যদি

(১) দেহের শীর্ণতা হয় বলিয়া উহার অপর নাম শরীর এবং উহার ক্ষয় ও পূরণ হইয়া থাকে বলিয়া উহাকে পুদ্গল বলে। এই উভয় সংস্কৃত শব্দই প্রাচীন।

এলকোহলে থাকিত, তবে উহা অবশ্যই শ্রান্তিদূর, অর্থাৎ শ্রমপ্রযুক্ত ক্ষতিপূরণ, করিতে সমর্থ হইত। আর ইহা স্বীকার করা যায় যে, এল্‌কোহলের প্রথম অবস্থায় যে পৈশিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পাদন করা যাইতে পারে ; ফলতঃ কথিত দৈহিক-বল-বর্দ্ধন কেবল ভাবী দৌর্ব্বল্যের পূর্ব্বরূপ মাত্র। কেন না, দেখা যায়, এল্‌কোহলের উত্তেজন-গুণে শারীরিক ইন্দ্রিয় সকল প্রথমতঃ বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, কিন্তু পশ্চাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন ঐ ইন্দ্রিয় সমস্ত পূর্ব্বমত কার্য্য নিষ্পাদনে সক্ষম হয় না। অতএব কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য মদিরাসারের সাহায্যে এক দিনে সম্পন্ন করিয়া তিন দিন নিষ্ক্রিয় থাকা অপেক্ষা তাহা দুই দিনে সহজে সম্পাদন করা যে শ্রেয়ঃ, তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। মদিরাসার শরীরে যে বলবর্দ্ধন করে বলিলাম, তাহাতে পাঠক এরূপ মনে না করেন যে, উহা শরীরে নূতন বল প্রদান করে। বস্তুতঃ মদিরা সেবনে এই হয় যে, যে বল স্বভাবতঃ শরীরে আছে তাহা মদিরাসারের উত্তেজনা-গুণে সহজ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করিতে পারা যায়। এই হেতু মদিরা-সেবন দ্বারা শ্রমসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতে পারিলেও তদ্দ্বারা সঞ্চিত বলের অতি ক্ষয় প্রযুক্ত পরিণামে অধিকতর দুর্ব্বলতা অবশ্যই উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন অশ্বারোহী অশ্বের দ্রুতগমনাবস্থায় কশাঘাত করিলে অশ্ব প্রাণপণে দৌড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় কশাঘাত তাহাকে অধিকতর পরিশ্রমে নিযুক্ত করায় সে পশ্চাৎ অতিশয়

নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব, শ্রান্তি দূর করণার্থ ও শ্রম-সাধ্য কার্য্য সহজে নিষ্পাদন করিবার উদ্দেশে সহজ অবস্থায় মদিরা সেবন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি কখন অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ ইন্দ্রিয় সকল এমন নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, তাহারা আহার্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উচিত আহার্য্য সহ কিঞ্চিৎ মদিরাসার প্রয়োগ করা ব্যবস্থেয় হইতে পারে। কেন না, তেমন স্থলে অবসন্ন ইন্দ্রিয় সকল এল্‌কোহলের গুণে উত্তেজিত হইয়া আহার্য্য গ্রহণ করিলে শরীর প্রকৃতিস্থ হয়। ইহা একপ্রকার পীড়িতাবস্থায় ঔষধ ভক্ষণই বলিতে হইবেক।

অপিচ, কেহ কেহ শৈত্য-নিবারণ জন্য মদিরাসার ব্যব-হারের আবশ্যকতা মনে করেন, এবং ইহার পোষকে শীত-প্রধান-দেশীয় লোক মদ্য সেবন করিয়া শীতের অনিষ্ট-কারিতা হইতে অব্যাহত থাকে, এই দৃষ্টান্ত দেখান। তাঁহা-দিগের এই মতটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মদিরাসারের শীত-নিবা-রণ গুণ নাই, প্রত্যুত উহা স্বয়ংই শৈত্যকর। দেখা যায়, প্রখর মার্ত্তণ্ড-তাপে প্রতপ্ত পিপাসাতুর ব্যক্তি মদিরাসার পান করিয়া শীতল হয়। কঠিন জ্বররোগীর শরীরের অত্যধিক উত্তাপ হ্রাস করিতে (এবং অন্যান্য উদ্দেশে) মদিরাসার একটী প্রধান সহায়। পক্ষান্তরে অপরিমিত মদিরাসার পান করিয়া অঙ্গ শীতল হইলে তাহা অগ্নিসন্তাপ দ্বারা পূর্ব্বা-বস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপর, শীত-প্রধান-দেশবাসী লোকেরা অনেকে মদিরা সেবন করে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা

তাহাদিগের শীত-নিবারণের কোন সাহায্য হয় না। তাহাদিগের আহার্য্যে নিয়ত যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহদ্রব্য থাকে, তাহাই দেহমধ্যে প্রচুর পরিমাণে অকসিজেন্-সংযোগে প্রয়োজনানুরূপ উত্তাপ প্রজনন করায় দুরন্ত শীতও অনায়াসে নিবারিত হইয়া থাকে। (১) এ স্থলে মদিরাসেবনে কথিত তাপোৎপাদন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাইলে অনিষ্টই সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে কি প্রতীয়মান হইতেছে না যে, আমাদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থায় মদিরা-ভক্ষণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই? শারীরবিধানবিৎ প্রাজ্ঞ চিকিৎসকেরা একবাক্য হইয়া বলেন যে, সুস্থাবস্থায় মদিরা-সেবন কেবল নিষ্প্রয়োজন নহে; উহা বহু অনিষ্টেরও নিদান। (২)

---

(১) শীতপ্রধান দেশে বায়ু ঘনীভূত প্রযুক্ত নিশ্বাস দ্বারা অধিক পরিমাণে অকসিজেন্ গৃহীত হয়।

(২) নিম্নে এতৎসংক্রান্ত কয়েকটী মত অবিকল উদ্ধৃত হইল।

(1) "That the habitual use of alcoholic liquors, even though it be seldom carried to the verge of intoxication, deteriorates the health, and is liable to result in actual disease, is a statement which few will be found to contradict". Dr. Wilson.—See his Hand Book of Hygiene, 2nd Edition, p. 8.

(2) "In a state of perfect health its (wine's) use can be in no way beneficial, but, on the contrary, its habitual employment in many cases proves injurious, by exausting the vital powers, and inducing disease."

"To persons in health the dietetical employment of wine is either useless or pernicious." Dr. Pereira.—See his Materia Medica, 4th Edition; Vol. 11. Pt. 11. p. 430-31.

উপরে দেখা গেল, মদিরা আমাদিগের আহার্য্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, সুতরাং সুস্থাবস্থায় ইহা নিষ্প্রয়োজনীয়। অতঃপর দেখা যাউক, পীড়িতাবস্থায় ইহার প্রয়োজন হইতে পারে কি না?

যাহা স্বাস্থ্যের অবস্থায় ভক্ষণ করিলে নানাবিধ পীড়া ও মৃত্যুর কারণ হয়, তাহা অসুস্থাবস্থায় হিতকর হইবে ইহা সহসা মনে স্থান পায় না। ফলতঃ মদিরা একটী ঔষধ-দ্রব্য; ঔষধ যেরূপ রোগের অবস্থাতেই আবশ্যক এবং অরোগীর পক্ষে হিতকর বা প্রয়োজনীয় নহে, সেইরূপ মদিরা আমাদিগের অসুস্থাবস্থাতেই ঔষধরূপে সেব্য, সুতরাং প্রয়োজনীয়।

---

(3) There can be no doubt that healthy persons, capable of the fullest amount of mental and physical exertion without the stimulus of alcohol, not only do not require it, but are far better without it." Dr. Ringer.—See his Hand Book of Therapeutics, 7th Edition, p. 329.

(4) "The authors (Parkes and Wollowicz) consider that the use of alcohol by healthy persons is unnecessary and may be injurious." See A Biennial Retrospect of Medicine and Surgery, for 1871-72, p. 464.

ব্রিষ্টল নগরে গত অক্টোবর মাসে "ব্রিটীশ মেডিক্যাল্ টেম্পারেন্স এশোসিয়েশন্" নামক সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ঐ সভার সম্পাদক ডাঃ রিজ্ (Dr. Ridge) সুস্থশরীরে ও পীড়িতাবস্থায় এল্‌কোহলের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই:—

(1) Alcohol was not necessary to health.

(2) It was of no importance as a food.

(3) It did not sustain the bodily heat.

(4) It was prejudicial to hard work.

(5) To children it was especially injurious.

(6) It lessened the duration of life and increased the liability to disease. See The Lancet, October 30, 1880.

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মদিরা বিষবিশেষ, অতএব অন্যান্য বিষের ন্যায় মদ্য-বিষও বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে অতি উপাদেয় ফল প্রসব করে; নতুবা উহা হইতে সতত অনিষ্ট ফলই প্রসূত হওয়া অবধারিত। এই সম্বন্ধে আমাদের চরক আয়ুর্ব্বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মতের সহিত যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। অতএব এ স্থলে চরকের মতই প্রদর্শিত হইতেছে। ভিষক্‌প্রবর চরক বলিতেছেন যে, মদ্যসেবনে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ এবং মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহাতে উন্মাদ, মদ, মূর্চ্ছাদি, অপস্মার, অপতানক প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম উপস্থিত হইলে স্মৃতি-বিভ্রংশ ও তাবৎ নিকৃষ্ট লক্ষণ জন্মায়। এই হেতু মদ্য-দোষজ্ঞ ব্যক্তিরা মদ্যকে নিন্দা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অতিমাত্রায় অবিধিপূর্ব্বক অহিত-মদ্যপান-কারীর পক্ষে মদিরা যে মহা অনিষ্টজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মদ্য প্রকৃতিতে অন্নস্বরূপ। (১) ইহা অযুক্তিপ্রযুক্ত হইলে রোগ জন্মে, আর যুক্তিপ্রযুক্ত হইলে, অমৃত তুল্য হইয়া থাকে। যেমন অন্ন জীবগণের প্রাণস্বরূপ, কিন্তু উহা অযুক্তিপ্রযুক্ত হইলে সেই প্রাণকেই নাশ করে। যে বিষ প্রাণনাশক তাহাও যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে, রসায়ন অর্থাৎ ঔষধরূপে হিতকর হয়। (২)

---

(১) ডাক্তার এনেষ্ট ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মদতত্ত্বজ্ঞেরা পীড়িতাবস্থায় মদ্যের হিতকারিতা দৃষ্টে মদিরাকে তদবস্থায় অন্ন (food) স্বরূপ বিবেচনা করেন।

(২) মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ।
সোন্মাদং মদমূর্চ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপতানকাঃ॥

মদিরা পীড়াবিশেষে যথাযথ রূপে প্রযুক্ত হইলে যেরূপ উৎকৃষ্ট-ফলপ্রদ হয়, তাহাতে উহাকে অমৃততুল্য মনে করা অন্যায় নহে। অনেক সময়ে চিকিৎসকদিগের বিবেচনা হয় যে, সংসারে মদিরা না থাকিলে, হয় ত ব্যক্তিবিশেষের জীবন-রক্ষাই হইত না। ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে, যে পরিমাণে মদিরা সুস্থকায় ব্যক্তি সেবন করিয়া প্রমত্ত ও বিষাক্ত হইয়াছে, সে পরিমাণে বা তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে মদিরা ভক্ষণ করিয়াও রোগিবিশেষে বিষাক্তের লক্ষণ দূরে থাকুক, মত্ততারও কোন লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে মদ্য সেবন করিলে সহজ লোকের উন্মত্তের ন্যায় উগ্রতা, অনিদ্রা ও প্রলাপ উপস্থিত হয়, পীড়া দ্বারা কাহারও তাদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই মদ্য সেবন দ্বারাই প্রশমিত ও অপনীত হইয়া থাকে। অপর, যে মদিরা দৈহিক-উপাদান-ক্ষয়-নিবারক গুণে সুস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে বিবিধ পীড়ার কারণ হয়, সেই মদিরাই আবার কথিত গুণে উপাদান ক্ষয়-কারিণী পীড়ায় অমৃততুল্য হিতকরী হইয়া থাকে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহার ব্যতীত মদ্য-বিষ হইতে

যত্রৈকস্মৃতিবিভ্রংশস্তত্র সর্ব্বমসাধুবৎ।
ইত্যেবং মদ্যদোষজ্ঞা মদ্যং গর্হন্তি যত্নতঃ॥
সত্যমেতে মহাদোষা মদ্যস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অতিতস্যাতিমাত্রস্য পীতস্য বিধিবর্জ্জনম্॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্।
ন যুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম্॥
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তরসায়নম্॥
চিকিৎসিত স্থান। ১২শ অধ্যায়।

কখনই অমৃত উদ্ভূত হয় না। চরক বলেন, বিধিপূর্ব্বক উচিত মাত্রায় (১) উপযুক্ত কালে সুপথ্য অন্নের সহিত স্বীয় বলানুসারে যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্ত হইয়া মদ্য পান করে তাহার পক্ষে সে মদ্য অমৃত তুল্য হয়। (২) আধুনিক বিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও যথেষ্ট বিবেচনার সহিত পীড়িতাবস্থায় মদিরা-ব্যবহারের উপদেশ দেন। দুঃখের বিষয়, অনেক চিকিৎসক মদ্য-প্রয়োগযুক্তি সর্ব্বত্র স্মরণ না করিয়া মদিরার অযথা ব্যবস্থা দেন। তদ্দ্বারা ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, মদিরা যে আমাদের অসুস্থাবস্থায় একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা কেহই অস্বীকার করেন না।

৮ম। সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে মদিরার স্থল।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মনুষ্যসমাজে আদিম অবস্থা হইতেই মদিরা-সেবন প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সেই

---

(১) আর্য্য আয়ুর্ব্বেদিকেরা বলেন যে, মদিরায় উৎকৃষ্ট গুণ সকল মদ্যসেবনের প্রথম পদ বা প্রথম অবস্থাতেই আছে। তদনন্তর অর্থাৎ মত্ততা জন্মিলে উহার বৈগুণ্য প্রাদুর্ভূত হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও মদ্যের প্রথম ক্রিয়া বা উত্তেজনার অবস্থাকেই (Stage of stimulation) হিতকর বলিয়া প্রশংসা করেন।

(২) বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথা বলম।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতোপমম্॥
চিকিৎসিত স্থান। ১২শ অধ্যায়।

প্রাচীনতম কালের কোন ইতিবৃত্ত না থাকায় আমরা নিশ্চয় রূপে জানিতে পারিতেছি না যে, তখনকার সমাজে মদিরা কিরূপ স্থান লাভ করিয়াছিল। ফলতঃ ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, যৎকালে মনুষ্যের প্রজ্ঞাশক্তি উন্মেষিত না হওয়ায় শিল্পকার্য্য অনুদ্ভাবিত ছিল তখন প্রকৃতিজাত মদিরাই মনুষ্যের হস্তগত হইত, সুতরাং সে সময়ে সমাজে মদিরা-সেবন অতি সঙ্কীর্ণ ভাবেই প্রচলিত থাকা সম্ভব। অনন্তর মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মুকুলিত হইলে, সামাজিক অবস্থাও তদনুসারে উন্নতির পথে পদার্পণ করিয়াছিল। এই কালে সামাজিকেরা প্রকৃতিলব্ধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা সহজসাধ্য বহুবিধ শিল্প উদ্ভাবিত করিয়া বহুবিধ নূতন দ্রব্য লাভ করিয়াছিল। মনুষ্য সমাজের এই শৈশবাবস্থায় প্রকৃতি ও প্রয়োজন কথিত নূতন নূতন দ্রব্য লাভের সহায় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যখন দেখা যায়, মদিরা প্রস্তুত-প্রক্রিয়া কিছুমাত্র জটিল নহে, বিশেষতঃ মদ্য-নিষ্পাদনে প্রকৃতির আদর্শ এবং সমাজে মদ্য-লাভের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বাবধিই বিদ্যমান ছিল, তখন সমাজের সেই শৈশবাবস্থাতেই মনুষ্য কর্ত্তৃক মদিরা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়। যখনই হউক, মদিরা-প্রস্তুতীকরণ মনুষ্যের শিল্পায়ত্ত হইলে উহার সেবন যে তদবধি অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা একপ্রকার অবধারিত মনে করা যায়।

অতঃপর আমরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া, ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসের সাহায্যে প্রাচীন সমাজে মদিরার স্থানলাভের বিষয় আলোচনা করিব। যদিও সকল

মনুষ্যসমাজের প্রাচীন ভাষা বা পুরাবৃত্ত নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যে যে সমাজের তাদৃশ অমূল্য বস্তু আছে, তত্তৎ-সমাজের প্রাচীনকালীন আচার ব্যবহার অবলম্বন দ্বারা আমরা যেরূপ জানিতে পারিতেছি, পুরাতন ভাষা ও ইতিহাস বিহীন সমাজের অন্ততঃ উত্তর কালের আচার ব্যবহার, সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা যে সেইরূপ ছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারা যায়। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আমরা আর্য্যভাষা এবং আর্য্যেতিহাস অবলম্বন করিব।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, সমাজের শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের কৌতূহলবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তখনকার লোক জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপার ও ভৌতিক কার্য্যকলাপ পরিদর্শনে বিস্মিত হইয়া উহাদের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এবং নৈসর্গিক পদার্থের অলৌকিক ও আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া উহাতে দৈবী শক্তির অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছিল। এজন্য দেখা যায়, শৈশব সমাজের লোকেরা বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি, পৃথ্বী প্রভৃতির আরাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। এই রূপে উত্তরোত্তর নানাবিধ স্থাবর জঙ্গমে দেবতা-বিশেষের অধিষ্ঠান স্থির হইয়াছিল। প্রাচীনেরা যখন দেখিলেন যে, মদিরায় অনুপম উল্লাসকারিতা, বল ও সাহস বর্দ্ধিনী শক্তি বিদ্যমান আছে, তখন তাঁহারা মদ্যে দেবতার অধিষ্ঠান বিবেচনা করিলেন, এবং তদবধি সমাজে অন্যান্য দেবতার ন্যায় মদ্য-দেবতারও অর্চ্চনা প্রচলিত হইল। কোন্ সময়ে সমাজে মদ্য-দেবতার আরাধনা প্রচলিত হয়,

তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যজাতি মূল পরিবার হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে মদ্যদেবতা কল্পিত ও অর্চ্চিত হয় নাই। কারণ ঐ সকল জাতির দেবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, কতকগুলি দেবতার নাম ও প্রভাব সকল জাতির মধ্যে একরূপ বা সুসদৃশ আছে, অপর কতকগুলির তাদৃশ মিল নাই। ইহাতে এই স্থির হয় যে, আর্য্যজাতির পরস্পর অভিন্নাবস্থায় যে সকল দেবতার কল্পনা ও অর্চ্চনা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাদিগেরই নামাদির একতা বা সাদৃশ্য রহিয়াছে, আর যে সকল দেবতা উত্তর কালে অর্থাৎ আর্য্য-জাতির আদিম বাসস্থান হইতে বহির্গমনান্তে কল্পিত ও অর্চ্চিত হইয়াছিল, তাহাদের নামাদির একতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না। এই মদ্যদেবতা কথিত দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতার মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। দেখা যায়, হিন্দুজাতির মদ্য-দেবতার নাম সোম, পারসীকদিগের হোম, গ্রীক্‌দিগের ডাইওনিসস্, রোমান্‌দিগের ব্যাকস্। (১) ইহার মধ্যে হিন্দু ও পারসীকদিগের মদ্যদেবতার নামের অভিন্নতা আছে। সংস্কৃত ভাষার শব্দবিশেষের স-কারের স্থানে প্রাচীন পার-সীক ভাষার (আবস্তা) রীত্যনুসারে হ-কার উচ্চারিত হয়। যেমন অসুর—অহুর, সিন্ধু—হিন্দু, সপ্তসিন্ধু—হপ্তহিন্দু, সোম—হোম ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন এই উভয় জাতির মধ্যে আদৌ মদ্যদেবতার অর্চ্চনা ও উৎসব একরূপই ছিল।

(১) অনার্য্য মিসর-দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মদ্যদেবতার নাম ওসিরিস্।

ইহাতে প্রতীতি হয় যে, এই উভয় জাতি মূল আর্য্য পরিবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন কতক কাল একত্রে বাস ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিল, তখনই ইহাদের মধ্যে মদ্যদেবতার কল্পনা ও অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অপর, গ্রীক ও রোমান্ জাতির মদ্যদেবতার নামের পরস্পর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পরন্তু, কথিত আছে যে, মদ্যদেবতার অর্চ্চনা ও উৎসব প্রথমে এথেন্স হইতেই রোমে নীত হয়। এদিকে পাশ্চাত্য দেবতত্ত্ব অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, ব্যাকস্ ও ডাইওনিসস্ এক সিমেলী দেবীরই পুত্র। অপর, গ্রীক্ ভাষায় ব্যাকস্‌কে ব্যাক্‌সস্ বলা হয়। ইহাতে উপলব্ধি হয় যে, রোমে মদ্যদেবতার অর্চ্চনাদি বিস্তারিত হইবার পূর্ব্বে গ্রীস্‌দেশে মদ্যদেবতা ব্যাকস্ বা ব্যাক্‌সস্‌ই ছিল। উত্তর কালে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে প্রাচীন মদ্যদেবতার নামপরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া থাকিবে। এবং তদবধি ডাইওনিসস্ মদ্যদেবতা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। গ্রীক্‌দিগের দেবমণ্ডলীমধ্যে ডাইওনিসস্ ও ডিমীটার, এই দুই দেবতা তাদৃশ প্রাচীন নহে। কেননা তাহা হইলে হোমরের কবিতায় এবং হিসিয়ডের দেবোপাখ্যানে উহাদের উল্লেখ তাদৃশ বিরল কেন থাকিত? হিরোডোটস্ বলেন, * কথিত উভয় দেবতা মিসর-অধিবাসীদিগের অসিরিস্ (Osiris) ও আইসিস্ (Isis) দেবতাদ্বয়ের তুল্য, বিশেষতঃ যখন প্রাচীন কালে গ্রীকেরা মিসর-অধিবাসীদিগের সহিত

* See—Grote's History of Greece (1862) Vol., 1. pp. 20-21.

সংসৃষ্ট হইয়াছিল, তখন ডাইওনিসস্ ও ডিমীটীর্ দেবতার কল্পনা ও অর্চ্চনাদি গ্রীকেরা ইজিপ্ট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু হিরোডোটসের কথিত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। দেখা যায়, গ্রীক্‌দিগের কতকগুলি প্রাচীন দেবতার সহিত হিন্দুজাতির প্রাচীন দেবতার প্রভেদ নাই। যেমন সংস্কৃত—দ্যৌস্, গ্রীক্—জিউস্; সংস্কৃত—বরুণ, গ্রীক্—উরনস্; ইত্যাদি। গ্রীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যেমন সংস্কৃত—দ্যৌষ্পিতৃ, গ্রীক্—জিউস্‌পাটর্। গ্রীক্‌ভাষায় ডিমীটীর্ শব্দের অর্থ "মাতামেদিনী"। অতএব বোধ হয়, ডিমীটীর্ দেবতা, হিন্দুদিগের পৌরাণিক দেবতার ন্যায়, সমাজবিপ্লবকালে গ্রীক্‌দিগের কর্ত্তৃকই কল্পিত হইয়াছিল। আর যদি ইহা কোন ভিন্নজাতির নিকট হইতে লওয়া হইয়া থাকে, তবে সে হিন্দুজাতির নিকট। ঐরূপ ডাইওনিসস্‌ও সমাজবিপ্লব-কালে উদিত হইয়াছিল। জানা যায়, এই দেবতা অভিনব বলিয়া প্রথম প্রথম লোকে উহার প্রতি আস্থা করিত না। কবি ইউরিপিডিস্ এক স্থলে ডাইওনিসস্ সিমিলীর পুত্র ও দ্রাক্ষারসের (মদ্যের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইহা অবতার টীরে-সিয়ানের মুখ দিয়া ব্যক্ত করাইয়া সামাজিকগণকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। *

যাহা হউক, এই ডাইওনিসসের নামটী অভিনব হইলেও ইহা প্রাচীন মদ্যদেবতা ব্যাকস্‌কে অভিব্যক্ত

* See—Muir's Sanskrit Texts, Vol. V. p. 259.—quotation from Bacchae of Euripides.

করিতেছে। আর এই ব্যাকসের নাম ও অর্চ্চনাদি গ্রীকেরা নিরপেক্ষভাবে কল্পনা বা ইজিপ্‌সিয়ান্‌দিগের নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়া হিন্দুসমাজ হইতেই পরিগ্রহণ করিয়াছে উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ ব্যাকস্‌ শব্দটী হিন্দুজাতির প্রাচীন একপ্রকার মদ্যজ্ঞাপক বক্কস শব্দের নিতান্ত সুসদৃশ। (১) দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য প্রদেশে জনশ্রুতি আছে যে, মদ্যদেবতা পূর্ব্ব দেশ হইতে পশ্চিম দেশে নীত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, অতি প্রাচীন কালে গ্রীক্‌দিগের সহিত হিন্দুদিগের সংস্রব ঘটে। যদি বল, মিসর রাজ্যেও গ্রীক্‌দিগের প্রাচীন কালে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষতঃ তত্রত্য অসিরিস্‌ দেবতার উৎসব ব্যাকসের উৎসবের অনুরূপ হইতেছে। ইহার উত্তরে আমরা এই বলি যে, যে অসিরিস্‌কে মিসরবাসীরা মদ্যদেবতা বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছে, তিনি পূর্ব্বে একজন প্রাচীন রাজা ছিলেন। লোককে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার এবং সভ্য করার উদ্দেশে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করেন। তিনি ভারতবর্ষের মরুভূমি পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। অসিরিস্‌ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে সংহার করে। অনন্তর তাঁহার স্ত্রী পুরোহিতদিগের সাহায্যে তাঁহাকে (বৃষ প্রতিনিধি করত) দেবভাবে পূজা করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। (২) অতএব

---

(১) দেখা যায়, প্রাচীন কালে অনেক স্থলে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম অধিষ্ঠের বস্তুবিশেষের নামানুসারেই সংজ্ঞিত হইত।

(২) See—Beeton's Dictionary of Universal Information ; Subj—Osiris.

যখন অসিরিস্ দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি দেবতা বলিয়া পূজিত হইবার পরে গ্রীকেরা মিসরে গিয়াছিল, তখন ব্যাকস্ দেবতার কল্পনা ও আরাধনা ইজিপ্ট হইতে বা অসিরিসের অনুকরণে প্রাপ্ত হওয়া কিছুতেই সঙ্গত বোধ হয় না। ডাক্তার ডুপ্রে ও থডিকম্ স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মদ্যদেবতা ডাইওনিসস্ ইণ্ডিয়া হইতে হেলাসে নীত হইয়াছে। *

যাহা হউক, কথিত মদ্যদেবতার আরাধনা ও তদুপলক্ষে উৎসব প্রাচীন কাল হইতেই জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে সোম যজ্ঞ এবং উত্তর কালে সৌত্রামণী যজ্ঞে মদ্যোৎসব হইত। পারসীকদিগের মধ্যে হোম যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, কিন্তু মদ্যোৎসবে তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। গ্রীক্ ও রোম্যান্ জাতির মধ্যে অগণ্য মদ্যোৎসব প্রচলিত ছিল। উহারা সচরাচর অর্জিস্, কেনেফোরিয়া, ফালিকা, বাকেনেলিয়া বা ডাইওনিসিয়া নামে অভিহিত। কথিত আছে, ডানাউস্ নামা এক ব্যক্তি ও তাহার কন্যারা কথিত মদ্যোৎসব প্রথমে ইজিপ্ট হইতে গ্রীসে প্রবর্ত্তিত করে। যাহা হউক, এই উৎসব উপলক্ষে গ্রীস ও রোমে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া মদ্যপানে প্রমত্ত হওত বহুবিধ ঘৃণা ও লজ্জাকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। এমন কি, একদা মদ্যোৎসবের অত্যাচার নিবারণ

* "The primary grounds for this surmise were the semetic tradition of Paradise, and the Greek myths of the migration from India to Hellas of the wine god Dionysus." See—A Teatise on the Origin, Nature, and Varieties of Wine, By Drs. Thudichum and Dupré.

করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হওয়ারও প্রয়োজন হইয়াছিল। অন্যান্য সমাজেও মদিরোৎসব ঠিক এত দূর না হউক যথেষ্ট যে অনিষ্টপাত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালসহকারে মনুষ্যের শিল্প-বুদ্ধি উন্নত হইলে মদিরার তেজস্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত-মদ্যপান-জনিত অনিষ্ট ফল স্পষ্টানুভূতি হইতে লাগিল। সমাজের মধ্যে বিবেচক ও কল্যাণবিধায়ক লোকেরা এক্ষণে মদ্যসেবন যাহাতে হ্রাস হয়, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাহাদের হিতোপদেশ সমাজে স্বল্পই সম্মানিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালেও প্রায় সকল সমাজেই মদ্যসেবন প্রাজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত ও নিবারিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন কালেই মদ্যসেবন সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। প্রাচীন কালে যখন মদ্যসেবন-নিষেধক কোন শাসন সমাজে প্রচলিত ছিল না, তখন মদিরার অবাধ সেবনেও তত দূর অনিষ্ট ফল প্রসূত হয় নাই; কেননা তৎকালে তীব্রতর মদিরা জন্মে নাই। যদবধি তেজস্কর মদিরা মনুষ্যের হস্তগত হইয়াছে, তদবধি উহার সঙ্কীর্ণ ও সশাসন ব্যবহারেও যথেষ্ট অনর্থ উদ্ভূত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মদিরার কি মোহিনী শক্তি! মনুষ্য ইহার অনিষ্টকারিতা চিরকাল প্রত্যক্ষ করিয়াও ইহার ব্যবহার হইতে কদাচ ক্ষান্ত হইতে পারে নাই; প্রত্যুত: চিরকালই মদ্যসেবায় নিরত আছে দেখা যায়। অতঃপর আমরা হিন্দুসমাজে মদিরার স্থানলাভের বিষয় আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিব।

স্থানান্তরে বলিয়াছি, হিন্দুসমাজের প্রাচীনতম কালের

প্রচলিত আচার ব্যবহার অবগত হইতে হইলে ঋগ্‌বেদের আশ্রয় লইতে হয়। অতএব প্রাচীন কালের মদিরাসেবন সম্বন্ধে আমরা বৈদিক প্রমাণই অবলম্বন করিব। ঋগ্বেদে এমন কতকগুলি স্তোত্র আছে, যাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, প্রাক্ বৈদিক কালে আর্য্যসমাজে মদিরাসেবন প্রচলিত ছিল। অপিচ ইহাতে জানা যায় যে, বৈদিক কালের প্রারম্ভে মদিরা প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকট অতীব পবিত্র ও উপাদেয় বস্তু রূপে পরিগণিত, এবং ঘৃত মধুর ন্যায় দেবতাদিগের অর্চ্চনীয় নৈবেদ্য সামগ্রী রূপে নিবেদিত হইত। এজন্য বহুবিধ বৈদিক যজ্ঞে সোম নামে একপ্রকার মদ্য প্রযুজ্য ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সোম নাম্নী লতার নিষ্কাসিত রস হইতে সোম মদ্য প্রস্তুত হইত। এই সোম মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাচীনেরা যথেষ্ট কষ্ট লইতেও কাতর হইতেন না। ঋষিগণ দূরস্থ দুর্গম গিরি কন্দর হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঐ লতা আহরণ করত উপযুক্ত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া, কিম্বা সূচি বা কণ্টকাদি দ্বারা বিদ্ধ করত বিন্দুপাতন দ্বারা রস নির্গত করিয়া ভাণ্ডে রক্ষা করিতেন এবং উহাতে মদিরোৎসেচন উপস্থিত হইলে দেবতাগণকে (ইন্দ্র *, ইন্দ্রাণী, অদিতি, বায়ু, বরুণ, মিত্র, পৃথিবী দ্যৌস্,

---

* বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ইন্দ্র একজন ধনবান্ প্রভাবশালী লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন আর্য্যজাতির বহুক্লেশার্জ্জিত সোম পান করিয়া এবং সুমধুর স্তব শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া উহাদিগকে ধন (গো, ধান্য ইত্যাদি) দান করিতেন। পরবর্ত্তী কালে ইন্দ্রদেব বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার ন্যায় কল্পিতরূপে অর্চিত হইয়াছিলেন।

অগ্নি, অগ্নানী, বিষ্ণু প্রভৃতি) স্তব দ্বারা আহ্বান করত উহা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতেন। তদনন্তর ঋত্বিকেরা ঐ সোম পান করিয়া আনন্দিত হইতেন। প্রত্যহ তিন বার সোম সবন করিবার রীতি ছিল। মদিরার অনুপম প্রফুল্লকর এবং বল ও উৎসাহ বর্দ্ধক গুণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সরলচিত্ত প্রাচীন আর্য্যগণ উহাতে দৈবী শক্তির অধিষ্ঠান স্থির করিয়া সোমদেবের কল্পনা এবং উহাকে বহুশক্তিমান্ বিবেচনা করিয়া উহার পৃথক্ অর্চ্চনা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থানেই (নবম মণ্ডলের তাবৎ স্তোত্রে—১১৪) এবং অন্যান্য বৈদিক স্তোত্রে সোমদেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। (১)

এই সোমদেবতা এক সময়ে প্রাচীন আর্য্যহৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, ঋষিগণ তাঁহাকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, সোম দেবতাদিগের পিতা ও সুদক্ষ জনক। (২) স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে, সোম স্বর্গ, মর্ত্ত অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর জনক। (৩) অপর সোমরস পান করিলে হর্ষোৎপাদন ও কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি হয়, এবং তদ্দ্বারা ধন ও সুখ, এমন কি, অমরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, প্রাচীন আর্য্যদিগের যে এই বিশ্বাস ছিল, বৈদিক স্তোত্র সকল

---

(১) সোম এক দিকে রাজা অপর দিকে ওষধিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়।

(২) পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষঃ। ৯ম। ৮৭। ২। ঋগ্বেদ।

(৩) জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ। জনিতা অগ্নের্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতা ইন্দ্রস্য জনিতা বিষ্ণোঃ। ৯ম। ৯৬। ৫। ঐ

তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। ইন্দ্রদেব সোম-মদ্যের বলেই যে, অসুরপ্রধান বৃত্রকে পরাজয় ও নাশ করিয়াছিলেন, বৈদিক স্তোত্রের এক স্থানে তাহা স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। যথা "হে ইন্দ্র! সেচন স্বাভাব, মদকর, শ্যেনরূপা গায়িত্রী কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে সমাহৃত, অভিষুত সেই সোম তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল, তুমি স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন পূর্ব্বক যে বলকর সোম দ্বারা অন্তরিক্ষ হইতে বৃত্রকে নিহত করিয়াছিলে। (১) অপিচ প্রাচীন ঋষিরা সোমকে পবিত্রকারী ও স্তোত্র সকলের উৎপাদক বিবেচনা করিতেন। (২) ফলতঃ কালসহকারে সোমমদ্য এত প্রচলিত ও আদৃত হইয়াছিল যে, সোম প্রস্তুতের জন্য গৃহে২ যোষিতেরা উদূখল ও মুষল দ্বারা সোমলতাকে কণ্ডন করিয়া পশ্চাৎ দণ্ড দ্বারা মন্থন করিতেন। এই উদূখল আবার পবিত্র ও পূজ্যবোধে ঋষিগণ তাহার অর্চ্চনাও করিতেন। (৩)

জানা যায়, প্রাচীন আর্য্যেরা প্রয়োজনানুসারে অবিমিশ্র সহজ সোম হইতে মিশ্র ও তীব্রতর সোম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সোমকে তেজস্কর ও সুস্বাদু করিবার জন্য উহার সহিত শর্করা, যবসার (Extract of malt ?), ব্রীহি

---

(১) স ত্বামদদ্বৃষামদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ। যেনা বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্নোজসা চন্নম্নু স্বরাজ্যং। ১ম। ১৩। ৭।

(২) অক্রুষো জনয়ন্ গিরঃ সোমঃ পবতে আয়ুষমিন্দ্রং গচ্ছন্ কবিক্রতুঃ। ঋগ্বেদ ৯। ২৫। ৫।

(৩) যেমন আমরা স্বরস্বতীদেবীর আরাধনায় মস্তাধার এবং লক্ষ্মীপূজায় বেত্রনির্ম্মিত মানের পূজা করিয়া থাকি, বোধ হয়, প্রাচীন কালেও এইরূপ সোমদেবতার সহিত উদূখলেরও পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

এবং নানাবিধ পাকদ্রব্য (বসতী, একধনা প্রভৃতি), এবং উহার উগ্রতা নাশের জন্য দধি মিশ্রিত করা হইত। এই রূপে সুদীর্ঘ বৈদিক কালের অনেক সময়ে আর্য্যগণ উত্তরোত্তর তীব্রতর ও সুপেয় সোম প্রস্তুত এবং সেবন ব্যাপারে রত ছিলেন। তাঁহারা সোম ব্যতীত অন্যান্য মদিরাও ব্যবহার করিতেন, জানা যায়। (১) ফলতঃ সোম যেরূপ তাঁহাদিগের নিকট আদৃত ছিল এরূপ আর কিছুই ছিল না। যাহা হউক সোম অমৃত (২) হর্ষজনক ও কার্য্যপ্রবর্ত্তক ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইলেও উহার অতিসেবন দুঃখের কারণ হইত জানা যাইতেছে (৩)।

সোম আদৌ তাদৃশ তেজস্কর ছিল না। এজন্য উহা উদর পরিপূর্ণ করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ অনর্থ উৎপাদন করিত না। অনন্তর সোমের তেজস্বিতা বৃদ্ধি হইলে উহার অতিপান নিবন্ধন অনিষ্টকারিতা অবশ্যই উপলব্ধ হইয়াছিল। যখন মিশ্র সোম প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল তখন বোধ হয় সোম দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই কালে হয়ত আর্য্যগণ ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপনিবিষ্ট হইয়া কৃষি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে সোমাদি সংযোগ ব্যতীত ধান্যাদি শস্য হইতে তাঁহারা মদ্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ সন্ধানপ্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইলে

(১) বাজসনেয়সংহিতা দেখ।

(২) সায়নাচার্য্য এক স্থলে সোম যে অমৃত তদর্থে বলিয়াছেন যে, "সোমপানজন্যো মদো মদান্তরবৎ মারাত্মকো ন ভবতীত্যর্থঃ" See Muir's Sanskrit Text Vol. v. p. 265 note.

(৩) ঋগ্বেদসংহিতা। ৭। ১। ৫। ৭।

আর্য্যসন্তানেরা সুরা মদ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং উত্তরোত্তর তাঁহাদের মধ্যে উহার যথেষ্ট ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। (১) দেখা যায়, কোন নূতন ভোগ্য বস্তু সমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে উহা সকলেই ভোগ করিতে তৎপর হয়, এবং ক্রমে উহার ব্যভিচারও ঘটিয়া উঠে। অতএব সোম প্রভৃতি মৃদু মদ্যের পর যখন তীব্র মদ্য (সুরা) সামাজিকদিগের হস্তগত হইল তখন তাহারা যে সত্বরেই উহার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ কি? কথিত অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট ফল সমাজে অবশ্যই প্রকাশিত এবং জ্ঞানবান্ লোক কর্ত্তৃক তাহা উপলব্ধও হইয়া থাকিবে। পরন্তু সমাজ তখন ততদূর অনুশাসনের অধীন ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ব্বানুমোদিত মদ্যাঙ্গ যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সামাজিকদিগের নিকট ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত থাকায় উহা সহসা প্রতিষিদ্ধ বা মদ্য ব্যতিরেকে নিষ্পাদন করা এক্ষণে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তখন সমাজ-শাসকেরা মদ্যসেবনের সংকোচ-সাধক উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয়, এই কালে সমাজে অন্যান্য অত্যাচারও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; কেননা পানাত্যাচারের সহিত উহাদিগেরও নিয়মবন্ধন শাস্ত্রে যুগপৎ দৃষ্ট হইতেছে (২)। যাহা হউক বৈদিক কালের মধ্য বা শেষ ভাগে মদ্য-

---

(১) পুরাণে সমুদ্রমন্থনানন্তর সুরার উৎপত্তি ও উহা লইয়া দেবাসুরের যে যুদ্ধের সূত্রপাত বর্ণিত আছে তাহা অনতিপ্রাচীন বৈদিক কালের কথা বলিয়া বোধ হয়।

(২) মনু. ৫ম অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ, ১১ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ১১ শ্লোক দেখ।

সেবনের কথিত সংকোচ সাধনোদ্দেশে সৌত্রামণী যজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপিত হয়। ইহাতে সুরাপান আদিষ্ট হইয়াছে সত্য (১) কিন্তু তদ্দ্বারা অন্যান্য স্থলে সুরা সেবন নিষেধ ইঙ্গিত হইয়াছিল, বিবেচনা করিতে হইবেক। পরন্তু সুরা ব্যতীত অন্যান্য মদ্য ভক্ষণ যে বৈদিক কালে নিষিদ্ধ বা অপ্রচলিত হইয়াছিল এরূপ বিবেচনা হয় না। আমাদিগের প্রাচীন আচারজ্ঞ কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এক স্থানে (২) "মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং" শ্রুতির নিষেধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত-প্রবর বেদের কোথায় এই নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার কোন নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা দেখিতে পাই, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বপ্রণীত তিথিতত্ত্বে উক্ত নিষেধ উশনার নিবন্ধ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। উশনা একজন প্রসিদ্ধ স্মৃতিকর্ত্তা এবং মনুর পরবর্ত্তী কালে সমাজে উদিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ইনিই আবার শাপ দ্বারা সুরাপানের নিষেধ প্রচার করেন। ইহা যথেষ্ট সঙ্গত বটে যে, যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক এক সময়ে সুরাপান নিন্দিত হইয়াছিল, কালাত্যয়ে তাঁহা কর্ত্তৃকই মদ্যমাত্রের পান নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবেক। পরন্তু

(১) "সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রান্ গৃহ্লীয়াৎ" শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই বেদ এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়া সুরার আঘ্রাণকে পান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু বৈদিক কালে সুরা পানকরা যে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা "সৌত্রামণ্যাং তথা মদ্যং শ্রুতৌ ভক্ষ্যমুদাহৃতম্" বৃহস্পতিঃ।

(২) See—The Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. XLII, Part 1, 1873.

ইহা সকলে স্বীকার করেন যে, মনুর স্মৃতি সকল স্মৃতি অপেক্ষা প্রাচীন। যখন সেই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাত্রয় এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের একটীমাত্র সুরাপান নিষিদ্ধ দেখা যায় তখন ব্রাহ্মণের সুরাপান নিন্দা এবং সাধারণ্যে মদ্যপানের অকর্ত্তব্যতা বিধান মনুর ধর্ম্মশাসনের পূর্ব্বে (বৈদিক কালে) প্রচারিত হওয়া সঙ্গত বোধ হয় না। যদি বল সুরাসম্বন্ধে মনুর নিষেধের পরে উশনার নিষেধ নিষ্প্রয়োজন হয়, তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, উশনা যখন স্বয়ং সুরাপানে নিরত ছিলেন তখন মনুর নিষেধ যে তিনি পালন করিতেন না সে বিষয়ে সংশয় নাই। যখন সুরার প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিল তখন তৎকর্ত্তৃক সুরাপান নিন্দিত এবং কালসহকারে মদ্যমাত্রপানও অননুমোদিত হওয়া সম্ভব হইতেছে। সুপণ্ডিত ব্যবস্থাদর্পণকার "মদ্যমদেয়মপেয়মনিগ্রাহ্যং" বচন কলিপর বলিয়াই মীমাংসা করিয়াছেন। বাস্তবিক কলিতেই মদ্যপান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ দেখা যায়। (১) অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, বৈদিক কালের অবসানে যখন ধর্ম্মপ্রযোজক ঋষিগণ কর্ত্তৃক বর্ণভেদপ্রণালী ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয় তখন সুরা (পৈষ্টী) অন্নাদির মল সুতরাং অপবিত্র বস্তু বলিয়া ঘৃণিত এবং উহার পান উৎকৃষ্ট জাতির পক্ষে গর্হিত বিবেচিত হয়। (২) পরন্তু সামাজিকগণ তৎকালে সম্যক্ ধর্ম্ম-

(১) নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যা দ্বিজাতিভিঃ। যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকায়াং ব্রহ্মপুরাণম্। শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

(২) সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥ মনু ১১ অ।

শাসনের অন্তর্ভূর্ত ছিল না। তাহারা অনেক স্থলে পূর্ব্ব-রূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াই আসিতেছিল। বোধ হয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সুরাপান মনুর ধর্ম্মশাসনপ্রচারের পরেও বহু কাল সমাজে প্রচলিত ছিল, নতুবা শুক্রাচার্য্যের প্রসিদ্ধ অভিশাপ প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী কালে নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যাহা হউক মহাভারতে কথিত অভিশাপের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে এস্থানে তাহার কিছু সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধৃত করা অন্যায় নহে। পুরা কালে দেবাসুরে পরস্পর কলহ উপস্থিত হইলে ত্রিদিববাসীরা বৃহস্পতিকে এবং অসুরেরা শুক্রকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। ভার্গব সঞ্জীবনী মন্ত্র জানিতেন; বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না। এই জন্য যুদ্ধহত অসুরেরা পুনর্জ্জীবিত হইত, কিন্তু বৃহস্পতি মৃত দেবগণকে সেরূপ উজ্জীবিত করিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত দেবগণ পরামর্শ করিয়া বৃহস্পতিসুত কচকে ঐ সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শুক্রসমীপে প্রেরণ করিলেন। কচ শুক্রগৃহে অবস্থিতি করিয়া উক্ত বিদ্যা শিক্ষারূপ মনোরথ পূর্ণ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ইত্যবসরে অসুরেরা কচকে বৃহস্পতির অঙ্গজ জানিতে পারিয়া পাছে শুক্রের নিকট হইতে ঐ বিদ্যা লাভ করত দেবগণের হিতার্থে নিযোজিত করে সেই আশঙ্কায় কচকে পুনঃপুনঃ হত্যা করিয়া উহার মৃতদেহ শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছিল এবং একদা সমুদ্রের জলের সহিত নিষ্পেষিতও করিয়াছিল। ভার্গবদুহিতা দেবযানী

কচের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন বলিয়া তাহার অনুরোধে কচ শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক বারংবার জীবিত হইতেন। পরিশেষে এক দিন অসুরেরা কচকে নিধন করিয়া তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করণানন্তর সুরার সহিত বিমিশ্রিত করিয়া আপনাদিগের গুরু শুক্রাচার্য্যকে পান করাইয়াছিল। এবারে দেবযানী পূর্ব্ববৎ পিতার নিকট কচকে প্রার্থনা করায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, কচ তাঁহার স্বকীয় উদরে অবস্থিতি করিতেছে। তখন তাহাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিয়া স্বীয় উদর বিদীর্ণ করত বহিষ্কৃত করিলেন। কচও এবম্প্রকারে সিদ্ধমনোরথ হইয়া মৃত গুরুকে পুনরায় মন্ত্রপ্রভাবে জীবিত করিলেন। শুক্রাচার্য্য সুরাপান দ্বারা হতজ্ঞান ও দানব কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া স্বীয় শিষ্য ব্রাহ্মণ কচকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া ক্রোধভরে সুরাপানের নিন্দা করিয়া এইরূপ শাসন স্থাপন করিলেন। যথা—আজ হইতে যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ সুরাপান করিবেন তিনি ধর্ম্মলোপ করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবেন এবং ইহলোকে ও পরলোকে দুর্দ্দশা ভোগ করিবেন। আমি ব্রাহ্মণধর্ম্মের সীমা ও মর্য্যাদা নিরূপণ করিলাম। সাধু ব্রাহ্মণ, গুরুদেবতারত ব্যক্তি, দেবতা ও ত্রিলোকবাসী সকলে শ্রবণ করুন। (১)

---

(১) যো ব্রাহ্মণোহদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মো ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিঁল্লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ ॥
ময়া চেমাং বিপ্রধর্ম্মোক্তসীমাং মর্য্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্ব্বলোকে।
সাধ্বা বিপ্রাঃ শুশ্রুবাংসো গুরূণাং দেবা লোকাশ্চোপশৃণ্বন্তু সর্ব্বে ॥
আদিপর্ব্ব। ৭৬ অ।

বৈদিক কালে(১) কেবল পুরুষজাতি নহে, স্ত্রীজাতিও মদ্যপানে রত ছিলেন উপলব্ধি হইতেছে। স্ত্রীজাতি সুরা সেবন করিতে না পারেন তজ্জন্য বেদের শাসন দৃষ্ট হয়। বেদ বলিতেছেন, যে ব্রাহ্মণী সুরাপান করিবেন দেবতারা সকলেই তাঁহাকে পতিলোক লাভ করিতে দিবেন না। (২) পণ্ডিতেরা কথিত ব্রাহ্মণীশব্দ উপলক্ষণ বিবেচনা করিয়া উহার অর্থে স্ত্রীমাত্র অনুমান করেন।

বৈদিক কালের বেদ যেরূপ বিশ্বস্ত ইতিবৃত্ত, তৎপরবর্ত্তী কালের তাদৃশ কোন ইতিবৃত্ত নাই। এই দীর্ঘ কালের সামাজিক আচার ব্যবহার অবগত হইতে হইলে তাৎকালিক ধর্ম্মশাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থকে অবলম্বন করিতে হইবেক। অতএব বৈদিক কালের অবসান হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে ৪ কাল্পনিক ভাগে বিভক্ত করত প্রথম ভাগকে স্মার্ত্তিক, দ্বিতীয় ভাগকে পৌরাণিক, তৃতীয় ভাগকে তান্ত্রিক এবং শেষ ভাগকে আধুনিক কাল বলিয়া আখ্যান দিয়া ঐ সকল কালের সমাজে মদিরার স্থলবিষয়ের ক্রমান্বয়ে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ স্মার্ত্তিক কাল। এই কালের আর্য্যসমাজের আচার-ব্যবহারের বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে অনেকটা জানা যাইতে পারে। মনুস্মৃতি সকল স্মৃতি অপেক্ষা প্রাচীন।

---

(১) অথর্ব্ববেদ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন এবং কথিত আছে উহা মনুর স্মৃতির পরে রচিত হইয়াছে। অতএব বৈদিক কাল বলিতে এস্থলে ঋক্, যজুঃ ও সামের কাল বোধ্য।

(২) যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্যাৎ তাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তীতি শ্রুতিঃ।

ইহা দ্বারা শেষ বৈদিক কালের ও প্রথম স্মার্ত্তিক কালের সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব আমরা এস্থলে প্রথমে মনুই অবলম্বন করিলাম। মনু মদ্য-সেবনে মনুষ্যের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি আছে বলিয়া উহার সঙ্কোচব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে তিনি সমাজের উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণের পক্ষে তৎকালপ্রচলিত ত্রিবিধ সুরাই এবং অপেক্ষাকৃত অনুচ্চশ্রেণী ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের জন্য একপ্রকার (পৈষ্টী) মাত্র সুরা পান করা মহাপাতকজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শূদ্রের জন্য সুরাপানের কোন দোষ নির্দ্দেশ করেন নাই। বোধ হয়, শূদ্রজাতি তখন ধর্ম্মশাসনের তাদৃশ অন্তর্ভূত ছিল না। মনু সুরাপান-নিষেধসূচক ব্যবস্থা প্রকটন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সুরা-পায়ীদিগের জন্য শারীরিক ও সামাজিক দণ্ড বিধানও অব-ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেবল পৈষ্টী জ্ঞানপূর্ব্বক পান করিলে তাহাদের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। তন্নি-মিত্ত অগ্নিবর্ণা সুরা অথবা গোমূত্র,জল,ক্ষীর,গব্যঘৃত ও গোময়-রস ইহার অন্যতম অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া যাবৎ মৃত্যু না হয় তাবৎ পান করিতে হইত। ইহাই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। অপর পৈষ্টী ব্যতীত অন্যপ্রকার সুরা পান করিলে গৌণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। তজ্জন্য সুরাপানের চিহ্নস্বরূপ গোরোমাদি-বিনির্ম্মিত ধ্বজা শিরে ধারণ ও তিলকল্ক অর্থাৎ খৈল রাত্রিতে একবারমাত্র ভক্ষণ করিয়া একবৎসর কাল থাকি-বার নিয়ম। অপর, মনু গুরুতর অপরাধীকে সকলে চিনিতে

পারে এ জন্য তাহার কপালে চিহ্নবিশেষ প্রদান করিয়া সমাজচ্যুত করিতেন। সে জন্য তিনি গুর্ব্বঙ্গনাগমনকারীর ললাটদেশে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা যোনিচিহ্ন, সুরাপায়ীর কপালে সুরাধ্বজ (১), স্বর্ণচৌরের কপালে কুক্কুরপদাঙ্ক এবং ব্রহ্মহার কপালে মস্তকহীন শবচিহ্ন স্থাপনের বিধান দিয়া-ছিলেন। অপর তাঁহার সামাজিক শাসনের বিধানে দেখা যায় যে, দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) সুরাপানের অভ্যাস করা দূরে থাকুক, একবারমাত্র পান করিলেই তাহাকে পতিত হইতে হইত। তজ্জন্য তাহার পুনরায় উপনয়নসংস্কার ও যথো-চিত প্রায়শ্চিত্ত করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। তদ্ভিন্ন সুরাপায়ীর সহিত একত্র ভোজন, যাজন, পঠন, বিবাহ-সম্বন্ধস্থাপন করিতেও নিষেধ ছিল। সে ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া যথেচ্ছা বিচরণ করা উচিত হইত। আর সুরাপায়ী বা রস(তাড়ী)বিক্রেতা ব্রাহ্মণকে দৈব পৈত্র্য কার্য্যে দানগ্রহণ ও ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেও বারণ ছিল। (২) ইত্যাদি।

মনু স্ত্রীজাতির জন্য সুরাপানের পৃথক্ শাসন স্থাপন করিয়া-ছেন। ফলতঃ তিনি তাহাদিগকে শারীরিক দণ্ডের বিধান না দিয়া ধর্ম্মভয় ও সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা ব্রাহ্মণী সুরাপান করিলে মরণান্তে পতিলোক প্রাপ্ত না হইয়া ইহলোকেই শুনী, গৃধ্রী বা শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

(১) "সুরাধ্বজ" শব্দে সুরাধার ভাণ্ডের চিহ্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

(২) মনু ৩। ৫। ১১ অধ্যায়।

সুরাপী নারী মরিলে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিবেক না। নারী সুরাপায়িনী হইলে পতিতা হয় বলিয়া তাহার স্বামীর ধর্ম্ম কর্ম্মের সহযোগিনী হইতে অযোগ্যা হয়। এরূপ স্থলে সেই স্বামীর পুনরায় দারপরিগ্রহ করা আবশ্যক। ইহা না করিলে সে স্বামী পতিত হইবে, এবং তাহার নিষ্কৃতি নাই। (১) স্ত্রীজাতির জন্য পূর্ব্বোক্ত শাসনগুলি যথাযোগ্য বোধ হয়। স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া এবং স্বামীর অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা অনল্প শাস্তি বলিতে হইবেক।

পরবর্ত্তী স্মার্ত্তিক কালে অন্যান্য ধর্ম্মপ্রযোজক ঋষিরা অনেক স্থলেই মনুর মতের আদর্শে মদিরাসেবনের শাসন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শারীরিক দণ্ডস্থলে যে কিঞ্চিৎ বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহা এই। অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, পৈঠীনসি মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাস্থলে সুরাই অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত করিয়া পান করিতে বলিয়াছেন। দেবল কেবল রৌপ্য তাম্র বা সীসকের উষ্ণ দ্রব তাদৃশ স্থলে পান করিতে ব্যবস্থা দেন। গৌতমের মতে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ স্বয়ং উষ্ণ সুরা পান করিতে অক্ষম হইলে অন্য ব্যক্তি উহা তাহার মুখে সেচন করিয়া দিবেক। অঙ্গিরা একবারমাত্র সুরা পান করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইত্যাদি।

উপরে যে শাস্ত্রীয় শাসন উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রতীত হয় যে, স্মার্ত্তিক কালে শূদ্রজাতি মদিরাসেবনে নিবারিত ছিল না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পৈষ্টী ব্যতীত অন্যান্য মদিরাও

(১) মনু ৩। ৫। ১১ অধ্যায়।

ব্যবহারে অনুজ্ঞাত ছিল। কেবল ব্রাহ্মণজাতিই সকল-প্রকার মদিরা সেবন হইতে নিষিদ্ধ দেখা যায়। পরন্তু সমাজচরিত্র শাস্ত্রের শাসনের ঠিক্ অনুরূপ কখনই হয় না। অতএব স্মার্ত্তিক কালে নিষিদ্ধ মদ্য যে সামাজিকেরা পান করিতে সম্যক্ ক্ষান্ত ছিলেন তাহা মনে করা যাইতে পারে না। যদি তাহাই মনে করা যায়, তাহা হইলেও সমাজস্থ চারি বর্ণের তিন বর্ণ যখন মদ্যপানে একপ্রকার প্রশ্রয়িত ছিল তখন সমাজে মদ্যপান যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি থাকিতেছে?

অপর, যদি রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলি এই স্মার্ত্তিক কালেই ঘটিয়াছিল বিবেচনা করা যায়, তবে উক্ত দুই মহাকাব্য হইতেও স্মার্ত্তিক কালের মদিরা-স্থলের বিষয় আরও অনেক জানা যাইতে পারে। অতএব রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নিম্নে কয়েকটী প্রমাণ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

যৎকালে ভরত সসৈন্যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এক রাত্রি অতিবাহিত করেন তখন ভরত ও তাঁহার সৈন্যদিগকে মদিরা দ্বারা আতিথ্য করা হইয়াছিল। ভরদ্বাজ বলিতেছেন "হে মদ্যপায়িগণ! মদ্যপান কর, হে বুভু-ক্ষিত! নানাবিধ রসযুক্ত মাংস ভক্ষণ কর। স্থানান্তরে, ভরত যখন রামকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে অসমর্থ হইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন তখন অযোধ্যাপুরীর শোভাহীন-তার জন্য এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। যথা—"আর

পুরীতে বারুণী মদিরার সুগন্ধ নাই, মুগ্ধকর মাল্যগন্ধ নাই, চন্দন ও অগরু গন্ধ আর প্রবাহিত হইতেছে না" ইত্যাদি। ফলতঃ সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যে রামচন্দ্রকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে, যে সীতাকে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী বলিয়া অনেকে মনে করে, যাঁহাদিগের চরিত্রে পবিত্রতা সতত বিরাজিত ছিল, তাঁহারাও মদিরাপানে বিরত ছিলেন না! উত্তর-কাণ্ডের এক স্থলে বর্ণিত আছে যে "রামচন্দ্র সীতাকে উভয় বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া, যেরূপ ইন্দ্র শচীকে অমৃত (সোম) পান করাইয়াছিলেন সেইরূপ, বিশুদ্ধ মৈরেয় মদ্য পান করাইলেন। কিঙ্কর সকল সত্বরে নানাবিধ সুরক্ষিত মাংস ও বিবিধ ফল রামের নিমিত্ত আনয়ন করিল, নৃত্যগীতনিপুণা অপ্সরাগণ ও অন্যান্য রূপগুণবতী নারীরা পানবশীভূতা হইয়া রাম ও সীতার হর্ষ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।" (১) স্থানান্তরে আরও দেখা যায়, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছিলেন তখন বশিষ্ঠমুনি মৈরেয় ও সুরা দ্বারা বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করেন। ইত্যাদি।

সকলেই অবগত আছেন যে, মহাভারতের ঘটনাবলি

---

(১) সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধু মৈরেয়কং শুচি।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিন্দ্রো যথামৃতম্ ॥ ২১ ॥
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি বিবিধানি ফলানি চ।
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্ ॥ ২২ ॥
অপ্সরোগণ সঙ্ঘাশ্চ নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ ॥ ২৩ ॥
উপানৃত্যন্ত রামস্য সীতায়া হর্ষবর্দ্ধনাঃ।

রামায়ণের ঘটনার অনেক কাল পরে উপস্থিত হইয়াছিল। এই কালেরও সমাজস্থ উচ্চ শ্রেণীর নরনারী যখন মদ্য-সেবনে রত ছিলেন জানা যায়, তখন সমাজসাধারণ্যে মদ্যসেবন যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল তাহা একপ্রকার অবধারিতই বলিতে হয়। কেন না যখন (মহাভারতে প্রকাশ) শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, পার্থ প্রভৃতি মহাজনেরা স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যার সহিত একত্রে মদিরা পান করিতেন, তখন (মহাভারতের সময়) সমাজের অন্যান্য লোকেরা যে উহাতে যথেষ্ট অনুরক্ত ছিল তাহাতে সংশয় কি হইতে পারে? একদা রাজমহিষী সুদেষ্ণা পিপাসাতুরা হইয়া সৈরিন্ধ্রীকে আদেশ করিতেছেন,—উঠ আমার ভ্রাতা কীচকের নিকট হইতে মদিরা আনয়ন কর। (১) অপর ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাদবেরা প্রভাসতীর্থে মদিরা সেবন করিয়া উম্মত্ত হওত পরস্পর পরস্পরকে হনন করিয়া উচ্ছিন্ন গিয়াছিলেন। (২) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক কাল। এই কালের শাস্ত্রকারেরা সমাজের সকল লোককেই মদ্যমাত্র সেবন হইতে নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করেন, তজ্জন্য তাঁহারা সকল বর্ণের পক্ষে মদ্যপান নিষেধ (৩) এবং উহার প্রায়শ্চিত্ত রূপ শাসনও সংস্থাপন করেন। যজ্ঞাদিতে মদিরা সেবন ও তদনুকল্পে ঘ্রাণ করার যে পদ্ধতি ইতঃপূর্ব্বে প্রচ-

---

(১) বিরাটপর্ব্ব।

(২) মুষলপর্ব্ব।

(৩) চতুর্ব্বর্ণৈরপেয়া স্যাৎ সুরা স্ত্রীভিশ্চ সর্ব্বদা। বায়ুপুরাণ।

লিত হইয়াছিল তাহাও এক্ষণে নিবারিত হয়। এমন কি, উহা স্পর্শ করাও নিন্দনীয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। (১) মদ্যাঙ্গ যজ্ঞে মদিরাস্থলে দ্রব্যান্তর দিবার ব্যবস্থা এই কালেই প্রচলিত হয়। স্থূল কথায় যদি কখন মদিরাসেবনের কঠিনতম শাসন হিন্দুসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা এই পৌরাণিক কালেই বলিতে হইবে। যে সোম বেদাদিতে অমৃত ও ব্যাধি-নাশক বলিয়া কীর্ত্তিত, এবং পরম পবিত্র বস্তু বলিয়া দেবতা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইত তাহা এই সময়েই নিন্দনীয় এবং সেবনে প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত হয়। পৌরাণিক কালে বেদচর্চ্চা ও বৈদিকক্রিয়াদি অনেকাংশেই লোপ পাইয়াছিল, এজন্য সামাজিকগণ প্যাছে সোমকে মদ্যমধ্যে পরিগণনা না করে (২) বোধ হয় এই অশঙ্কায় সোমপানের পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত মহাভারতে (৩) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বে (১৬৫ অ০) মদ্যপানের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা সোমপানের বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন। যথা—যে ব্রাহ্মণ সোমপান

---

(১) অপ্রেয়ক্ষাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ।
দ্বিজাতীনামনালোচ্যং নিত্যং মদ্যমতি স্থিতম্॥ কূর্ম্মপুরাণ।

(২) স্মৃতিগ্রন্থে সোমপানের পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ না দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, সোমমদ্য পূর্ব্বে মদিরার মধ্যে পরিগণিত হইত না। বাস্তবিক এটা তাঁহাদিগের ভুল। স্মার্ত্তিক সমাজে সোমকে মদিরা বলিয়াই জানিত, সুতরাং তখন মদ্যপানের সাধারণ প্রায়শ্চিত্তই পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রকাশ যে, "এতদ্বৈ দেবানাম্ পরমং অন্নং যৎসোমঃ এতদ্ মনুষ্যাণাং যৎসুরা।" স্থলান্তরে, "পুমান্ বৈ সোমঃ স্ত্রীসুরা তন্মিথুনম্।"

(৩) মহাভারত যদিও পুরাণান্তর্গত নহে কিন্তু উহার ব্যবস্থাভাগ পৌরাণিককালীন সমাজের জন্য প্রকটিত হওয়াই সম্ভাবিত।

করেন তিনি সুরাপায়ীর মুখগন্ধ আঘ্রাণ, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিবেন।” যাহা হউক যে পৌরাণিক কালের সমাজচরিত্র পৌরাণিক কঠোর শাসনের অনুরূপ ছিল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। বিবিধ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে নরনারীর মদ্যপানের বিস্তর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যদিও উহা স্মার্ত্তিক ও বৈদিক কালের সমাজেও কতক বর্ত্তিতে পারে, তথাপি অনেক স্থলে উহা যে পৌরাণিক সমাজের অবস্থা অভিব্যক্ত করে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ তান্ত্রিক কাল। অনেকে মনে করেন, বিগত ১৬ শত বৎসর হইতে চৈতন্যদেবের উদয়কাল পর্য্যন্ত এই তান্ত্রিক কালের সীমা। এই কালে হিন্দুসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসনের বিপর্য্যয়, বিদ্যাচর্চ্চার লাঘব এবং আচার ব্যবহার বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা এই সময়ে ঘটিয়াছিল। সমাজশাসকেরা যখন দেখিলেন যে, স্মার্ত্তিক ও পৌরাণিক কঠোর শাসনের কাল গত হইয়াছে, তখন তাঁহারা সামাজিকদিগের প্রবৃত্ত্যনুযায়ী বিবিধ ধর্ম্মশাসন সকল প্রকটিত করিলেন। ইহাতেই বহুতর তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ দেশ, কাল, পাত্র (অধিকারী) ভেদে বিভিন্ন আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মশাসনের বিধান দেওয়ায় তন্ত্র সকল পরস্পর বিভিন্ন মতের পোষক হইয়া পড়ে। তান্ত্রিক কালে সমাজে তামসিক প্রকৃতির লোকেরই সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য কতকগুলি

তন্ত্রে (১) পান, ভোজন ও অন্যান্য কদাচার প্রশ্রয়িত দেখা যায়। পরন্তু উল্লিখিত তন্ত্রের বিধানপরম্পরা নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন এবং সাত্বিক আচার প্রণোদক অন্যান্য তন্ত্র আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, তান্ত্রিককালীন সমাজস্থ দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও অধঃপতিত নরনারীকে সংশোধন, অন্য পক্ষে সমাজসাধারণের সংস্কার করাই তন্ত্রকর্ত্তাদিগের (২) উদ্দেশ্য ছিল। তান্ত্রিক সমাজের কতকগুলি উচ্চশ্রেণীস্থ পরিবার, বোধ হয়, এরূপ কদাচারী ও ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং মদিরার অত্যাচারে নিমগ্ন হইয়াছিল যে, তাহাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া তন্ত্রকারেরা ধর্ম্মসাধনের সহিত (৩) পরিমিত মদ্যপানের অনুমোদন এবং পানকারীকে সমাজে ঘৃণা ও ত্যাগ না করে তন্নিমিত্ত বিধি বিধান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া বীরাচারমত প্রচার করেন। ফলতঃ দেখা যায়, এই মতে অভিষেক ও মদ্যশোধন ব্যতীত মদ্যপান মহাপাতকজনক। কথিত মদ্যশোধনও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহাতে যন্ত্রনির্ম্মাণ, কলসস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক

---

(১) ইহাদিগকে শাক্ততন্ত্র বলা যাইতে পারে।

(২) কথিত আছে, সমস্ত তন্ত্রই শিবভাষিত, কিন্তু লেখকের বিশ্বাস যে, কালে কালে ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক তন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। লোকের বিশ্বাসের জন্য শিবঠাকুরকে গ্রন্থকর্ত্তৃত্বে আরোপিত করা হইয়াছে মাত্র।

(৩) কোন কোন তন্ত্র কেবল ধর্ম্মসাধনেরই উদ্দেশে পরিমিত মদ্যপানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা—কুলার্ণবতন্ত্র।

মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ।
অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ॥

কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রজপ দ্বারা শাপ (শুক্র, ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণের) বিমোচন ইত্যাদি প্রয়োজনীয়। অপিচ তন্মতে মদ্যপান করিতে হইলে চক্রানুষ্ঠান ও চক্রের নিয়ম-পালন এবং পরিমিতপরিমাণ পানই আবশ্যক হইত। অতএব উপরে যে তন্ত্রকারেরা মদিরাপানের অনুমোদন করিয়াছেন বলিলাম, তাহা কেবল উহার আপাততঃ সঙ্কীর্ণতাসাধন এবং ভবিষ্যতে নিবৃত্তির উদ্দেশে ভিন্ন আর কিছুই নহে। তন্ত্রকর্ত্তার এই সদুদ্দেশসিদ্ধির জন্য স্ত্রীজাতির পক্ষে পানের স্থলে আঘ্রাণের পরামর্শ, বিধিবিহীন অতিপানের শাসন-স্থাপন, অপরিমিত এবং শুদ্ধি ব্যতীত মদ্যপানের নিন্দা, পরিমিত পানের নিয়মনির্ব্বাচন ইত্যাদি তন্ত্রে নিবিষ্ট করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে কথিত বিষয়ের প্রমাণ সকল প্রদর্শিত না করিয়া (পাঠক কুলার্ণব, মহানির্ব্বাণ, মৎস্য-সূক্ত প্রভৃতি তন্ত্র দৃষ্টি করিবেন) কেবল তন্ত্র যেরূপ পরি-মিত পানের সীমা নির্দ্দেশ ও অতিরিক্ত পান নির্ব্বাচন করে তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে।

তদ্যথা——

(ক) পানের সীমা,——

অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্।
সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চ পাত্রং (১) প্রকীর্ত্তিতম্॥১৯৪॥
অতিপানে কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে॥ ১৯৫॥

(১) পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্।

যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃপরম্‌॥ ১৯৬॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ষষ্ঠোল্লাস।

(খ) অতিপাননির্ব্বাচন,——

সুরাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপ্যধিকেন বা।
দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেন্নৃণাম্‌॥ ১১৪॥
অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে।
স্খলদ্বাক্‌পাণিপাদদৃগ্‌ভিরতিপানং বিচারয়েৎ॥ ১১২॥
ঐ। একাদশোল্লাস।

চতুর্থতঃ অধুনাতন কালের কথা বলিতেছি। অস্মদ্‌-সমাজে চৈতন্যদেব ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি লোক উদিত হইয়া (৪০০ বৎসর গত হইল) বৈষ্ণবধর্ম্মের সুতরাং পশ্বাচারের মাহাত্ম্য সুপ্রচারে রত এবং লুপ্তপ্রায় স্মার্ত্তিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মশাসন যথাসম্ভব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইলে বীরাচারমত যথেষ্ট অপ্রবল হইয়া পড়ে। যদিও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের আচারব্যবহারের অধিকাংশই তান্ত্রিক মতেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু তান্ত্রিক বীরাচারমত আর তাদৃশ আদৃত দেখা যায় না। সমাজের শাক্ত সম্প্রদায়দিগের মধ্যেও অনেকেই দেবীপূজায় মদ্য ও পশুবলির অনুকল্প ব্যবহার করেন এবং তাঁহারা মদ্যপানে সম্যক্‌ বিরত। বাস্তবিক এক্ষণে প্রকৃত কৌলাচারপরায়ণ লোক অতি বিরলই দেখা যায়। পরন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত কারণে সমাজে মদ্যাতিচার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, বহুবিধ

আগন্তুক কারণে উহা ইদানীং অধিকতর প্রবল হইয়া উঠি-য়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে মদ্যপান কোনরূপ শাসন (ধর্ম্মশাসন, সামাজিক শাসন বা রাজশাসন) দ্বারা নিয়-ন্ত্রিত নহে; সুতরাং সামাজিকেরা এক্ষণে মদ্যপানে যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত। এমন স্থলে দেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর মদিরা সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য হওয়ায় এবং ইংরাজী শিক্ষার সহিত ইউ-রোপীয় কদাচারের অনুকরণ সমাজে বিস্তৃত হওয়ায় মদিরা-সেবন অবাধে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে এবং উহার অনিষ্ট ফলও সেইরূপ প্রবলরূপে সমাজকে আক্রমণ করি-তেছে। অনেক ইংরাজী শিক্ষিতদিগের নিকট মদিরা আতিথেয় দ্রব্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কোন আগন্তুক ভদ্রলোক উঁহাদের নিকট গমন করিলে উঁহারা মদিরা দ্বারা তাহার সং-কার করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে এমন ভোজ অতি বিরল যাহাতে মদ্য প্রধান উপকরণ নহে। তাদৃশ ভোজে দেখা যায়, অনেকে আহারীয় দ্রব্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মদ্যপানেই রত হয়, এবং এই রূপে তাহারা ভোজের নিমন্ত্রণে গিয়া বিষ ভক্ষণ করিয়া চলিয়া আইসে, এদিকে প্রস্তুত উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন কুক্কুরের উদরে ন্যস্ত হয়। অপর, ইংরাজী শিক্ষিতের আদর্শে ইংরাজীবর্ণজ্ঞানবিহীন অনেক লোককেও মদ্যপানে রত দেখা যায়। আক্ষেপের বিষয়, পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতাদিগের বা প্রতিবেশীর আদর্শে বিদ্যালয়ের অনেকানেক বালকও মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় ভাবী জীবনের উন্ন-তির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে। পরন্তু এখনও অস্মদ্ সমাজে এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহাদের মধ্যে

কতক ধর্ম্মভয়ে, কতক বা পুরুষপরম্পরা অপ্রবৃত্তি বশতঃ, কেহ কেহ বা অনাবশ্যক বোধে, অপর কেহ বা স্বাস্থ্যভঙ্গের আশ-ঙ্কায় মদ্যপান হইতে সম্যক্ বিরত আছে। এমন কি, কতক-গুলি লোক মদ্যপানসম্বন্ধে এমন কঠিন নিয়ম পালন করে যে, তাহারা মদ্য স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করে এবং পীড়িতাবস্থায় ঔষধরূপেও উহা ব্যবহার করিতে স্বীকার করে না। অনেক দিন হইতে ব্যক্তিবিশে-ষের এইরূপ মদ্যসেবনের নিষেধ কাঠিন্যরূপে পালন করায় হিন্দু আয়ুর্ব্বেদীয় বহুগুণদায়ক নানাপ্রকার আসব ও অরিষ্ট ঔষধ এক্ষণে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং বিদেশীয় জলীয় ঔষধও মদ্যসংস্রবসন্দেহে সমাজে সর্ব্বত্র গৃহীত হইতেছে না।

বর্ত্তমান সমাজে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ মদ্যপানে বিরতি দেখা যায়। এটী একটী সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। সমাজনিষ্ক্রান্তা স্বেচ্ছাচারিণী বারাঙ্গনাদিগের মধ্যে অনে-কেই মদ্যপানে অনুরক্তা বটে, ফলতঃ তাহাদিগের ব্যবহার এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। শুনা যায়, কৌলাচারপরায়ণ বংশের কোন কোন রমণীরা স্বামীর ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত মদিরা আঘ্রাণ করেন, কচিৎ বা পানও করেন। (১) তদ্ভিন্ন সমাজের কোন কোন কুলাঙ্গার আপনাদের সহধর্ম্মিণীকে সহজে বা বলপূর্ব্বক মদ্যপানে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এরূপ পান প্রায়ই চিরাভ্যাসে পরিণত হইতে দেখা

(১) উড়িষ্যার কন্দজাতির পুরুষদিগের মদ্যসেবনে যথেষ্ট আনুরক্তি থাকিলেও উহাদের রমণীরা কেবল অনুরুদ্ধ হইলেই স্থলবিশেষে মদিরার আঘ্রাণ লয় বা নামমাত্র পান করে।

যায় না। কলিকাতায় কোন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত লোক আপন স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক মদ্যপান করাইতেন এবং স্ত্রী তাহা অস্বীকার করিলে প্রহার করিতেন, লেখক ইহা পঠদ্দশায় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই সকল দৃষ্টান্তের স্থল এত বিরল যে, হিন্দুরমণীদের মধ্যে মদিরাসেবন প্রচলিত নাই অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

উপসংহার।

—:*:—

বিজ্ঞান যখন স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে, সুস্থাবস্থায় আমাদের মদ্যপানের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, বরং তদ্দ্বারা বহু অনর্থ উপস্থিত হওয়াই সম্ভব ; এবং যখন আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষই করিতেছি যে, মদ্যপায়ীরা সংসারে বিবিধ দুরবস্থায় নিরন্তর নিপতিত আছে, তখন মদিরা আমাদের কর্ত্তৃক কেন পীত হইয়া থাকে ? নীচশ্রেণীস্থ হিতাহিতজ্ঞানপরিশূন্য ব্যক্তির (সৌভাগ্যক্রমে অন্যান্য দেশের অপেক্ষা অস্মদ্দেশে ইহাদের সংখ্যা অনেক অল্প) মদ্যভক্ষণ কথঞ্চিৎ ক্ষমণীয় হইতে পারে, কিন্তু সমাজের কৃতবিদ্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের মদ্যপান কখনই ক্ষমার্হ হইতে পারে না। সমাজের (বিশেষতঃ অস্মদ্‌সমাজের) মধ্যে কয়টী লোককে সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান্ এবং কৃতকর্ম্মা দেখা যায় ? বিশেষতঃ তাদৃশ লোকেরই আচার ব্যবহার যখন সমাজস্থ অপরাপর লোকের আদর্শ হইয়া থাকে এবং উহাদের উপর যখন সমাজের ভাবী কল্যাণ সম্যক্ নির্ভর করে, তখন তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি মদ্য সেবনে রত হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট, অকালে অকর্ম্মণ্য ও মৃত হয়, তবে সমাজসাধারণের হিতের প্রত্যাশা কোথায় ? বাস্তবিক হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান অনুন্নতি ও হীনাবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে উল্লিখিত কারণ যে তৎপক্ষে অন্যতম প্রধান বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হায়! কত শত কৃতবিদ্য ও কর্ম্মণ্য লোক, পানদোষে লিপ্ত হইয়া,

অকালে অকর্ম্মণ্য ও কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় সমাজ কতই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মদ খাইয়া, কত কত ধনবানের দরিদ্রতা ঘটিতেছে, কত মদ্যপায়ী নীতি ও ধর্ম্মভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় পরিজন ও সমাজের নিকট ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িতেছে। হায়! কত মদ্যপায়ী পূর্ব্বে জ্ঞান বুদ্ধির প্রভাবে উন্নত হইয়া স্বকীয়,পরিবার ও প্রতিবেশীর কত উপকার সাধন করিয়া এক্ষণে তাহাদিগেরই গলগ্রহ হইয়াছে। এমন অনেক দুর্ভাগ্য পরিবার দেখা যায়, যথায় বৃদ্ধ পিতা মাতা ও অসহায় পুত্র-কলত্র এবং স্বজনগণ এক ব্যক্তির পানদোষে অন্ন-বস্ত্রাভাবে হাহাকার করিতেছে। পানদোষ কত কত সাধুচরিত্র লোক-কেও বহুবিধ দুষ্কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। হায়! এই সকলের কে ইয়ত্তা করিবে? যে দেশে অপরাধের কারণের তালিকা আছে তথায় জানা যায় যে, উহাদিগের অধিকাংশই মদ্যপানজনিত। এক গ্রেট্‌ব্রিটেনেই মদ্যপান হইতে প্রতি বৎসর ৪০০০০ সহস্র লোকের মৃত্যু হয়। তথায় যে সমস্ত অপরাধ কৃত হয় তাহার নয়দশমাংশ মদ্যপানজনিত। আর যে সমস্ত উন্মাদগ্রস্ত লোক আছে তাহার শতকরা ১৪ হইতে ১৫সংখ্যকের, এবং দরিদ্রতার তিনচতুর্থাংশের কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মদিরাপান। (১) এইরূপ আমেরিকায় তিন-চতুর্থাংশ অপরাধ মদ্যপান হইতে উদ্ভূত হয়। ডাক্তার এলেন বলেন, নিউইয়র্কে দরিদ্রতার শতকরা ৬২.৫০ অংশ ও ম্যাসে-চুসেট্‌সে এইরূপ ৬৭ অংশ মদিরার অপব্যবহারের ফল। (২)

(১) See—The Lancet, Oct. 30, 1880.

(২) See—The Boston Medical and Surgical Journal, July 18, 1878.

অধিকতর আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই, মদ্যপায়ী মদ্যপান দ্বারা যে কেবল স্বকীয় দেহ ও মনের অপকর্ষতা লাভ করে এমত নহে, সে ঐ অপকৃষ্ট ভাব নৈসর্গিক নিয়মে অধস্তন পুরুষেও সংক্রমণ করিবার কারণ হয়। এজন্য সচরাচর দেখা যায়, মদ্যপায়ীর সন্তানেরা দুর্ব্বল, দুষ্ক্রিয়াসক্ত, চৌর, মূর্খ, লম্পট ও মদ্যসেবনপ্রবণ হইয়া সংসারে অত্যন্ত কষ্ট পায়। (১)

পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এক ইউনাইটেড্ কিংডমে প্রতিবৎসর ১খর্ব্ব টাকা মদ্যে ব্যয়িত হয়। (২) এইরূপ পৃথিবীর কত স্থানেই কত অর্থ ধ্বংস হইতেছে। সংসারে মদিরার জন্য কত অর্থ, কত পরিশ্রম, কত খাদ্য দ্রব্য ও কত ভূম্যাদি অপব্যয়িত হয়, তাহার কে নিশ্চয় করিবে? যদি লোকে মদিরাসেবন হইতে বিরত হইতে পারে, তবে উল্লিখিত অর্থাদি দ্বারা সমাজের কতই না হিত সাধিত হয়? ভারত যে এত দুঃখী, তথাপি তথায় প্রতি- বৎসর মদিরার জন্য যথেষ্ট টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। (৩)

---

(১) সে দিন ব্রিটিস মেডিক্যাল্ এসোশিয়েসন্ নাম্নী সভার শাখাবিভাগের নববার্ষিকী বক্তৃতা কালে ডাক্তার ক্যাম্বেল বলিয়াছেন :—

It is well known that freqnently children procreated during alcoholic excess are imbecile or hydrocephalic. * * * * One frequently sees the children of intemperate parents stupid, dull and coursely formed. See—The Lancet, 4th Oct., 1880.

(২) See Nichol's Human Physiology, page 44.

(৩) উপযুক্ত তালিকার অভাবে যদিও এই ব্যয়ের টাকার অঙ্কপাত করিতে পারা গেল না, কিন্তু মদিরার উপর যে প্রচুর টাকা শুল্করূপে গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাতেই উল্লিখিত ব্যয়ের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বিগত ১৮৭৯ সালে স্পিরিট্ ও ড্রগে ১৩৬৯৪২৮০্

যে তণ্ডুলের অভাবে ভারতবাসী কত শত লোকের মৃত্যু সংঘটন হইয়াছে ও হইতেছে সেই তণ্ডুল রাশি রাশি মদিরা প্রস্তুত কার্য্যে দেশ বিদেশে নিযোজিত, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। অধিকতর পরিতাপের বিষয়, প্রাণভৃৎ তণ্ডুলের কথিত অপব্যবহারকে রাজশাসন নিবারণ করিতে অক্ষম, কেননা তদ্দারা অবাধ-বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটিবেক, এবং অপরাপর মাদক দ্রব্যের ন্যায় মদিরার উপর যে রাজকর (শুল্ক) নিরূপিত আছে তাহারও ক্ষতি হইবে। ইতঃপূর্ব্বে দেশীয় মদিরার পরিমাণের উপর সচরাচর শুল্ক দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে যে পরিমাণে মদিরা ব্যয় হইত তাহারই উপর কর আদায় হইত। কেবল অত্যন্ত মফস্বল স্থানেই শুল্ক আদায়ের অসুবিধার জন্য, খোলা ভাটীর প্রথা (Out still system) ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অনেক স্থানেই এই শেষোক্ত প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শুনা যায়, অতঃপর সর্ব্বত্রই মদ্যবিক্রয়ের ক্ষমতা নিলাম দ্বারা বিক্রয় অর্থাৎ কেবল খোলা ভাটীই চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই নিয়ম যদি রাজকীয় কর বৃদ্ধির উদ্দেশে হইয়া থাকে তবে সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে বলা যায় না। কিন্তু ইহা একটী ভয়ানক অনিষ্ট ফল প্রসব করিতেছে। যখন সাধারণ্যে খোলা ভাটী ছিল না তখন মদ্যবিক্রেতারা যেপরিমাণ মদিরা সহজে বিক্রয় করিতে

এবং ১৮৮০ সালে ১৫০৭৬৮৩০, টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। See—The gazette of India, January 29, 1881.

পারিত তাহাই প্রস্তুত ও বিক্রয় করিত এবং তাহাতেই যথা সম্ভব লাভবান্ হইত। ইদানীং খোলা ভাটীর নিয়মে উহারা যত ইচ্ছা তত মদিরা প্রস্তুত করিয়া যাহাতে অধিক বিক্রয় করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। কেন না, মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার জন্য যত টাকা তাহাকে রাজস্ব দিতে হইবে তাহা তাহাকে মদ্যবিক্রয় দ্বারাই সংগ্রহ করিতে হইবে; তদ্ভিন্ন তাহার নিজের লাভও প্রয়োজনীয়। এই কারণে প্রোক্ত রূপে রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত মদ্যবিক্রেতারা এক্ষণে অপর্য্যাপ্ত মদিরা প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করায় দেশশুদ্ধ লোককে (নিতান্ত দুঃখী লোকদিগকেও) মদ্যপানে নিমগ্ন ও আকর্ষণ করিতেছে। (১) যে মদিরার (দেশীয়) বোতল ৷৹ আনা মূল্যে বিক্রীত হইত এক্ষণে তাহা ৶৹ অথবা ।৹ আনায় পাওয়া যাইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট মদিরার করসম্বন্ধে অধুনা যে নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন তাহাতেপ্রজার মদ্যসেবন সঙ্কোচ হওয়া দূরে থাকুক, উহা দিন দিন বৃদ্ধিই পাই-তেছে। যদিই স্বীকার করা যায় যে, মদ্যসেবনে প্রশ্রয়

---

(১) আমাদিগের এই উক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার্ রিচার্ড টেম্পল্ সাহেবের নিজের কথা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তদ্যথা—

"On the other hand it sustains a class of influential publicans, who have every incentive to encourage drinking among all those who are inclined to this indulgence. At one time the farming system was found to be coincident with aggravation of drunkenness among some of the mountainous tribes, and a modification of that system was followed by moral amilioration in this respect." See—INDIA IN 1880, by Sir Richard Temple Bart, G. C. S. I. &c. page 232.

দিয়া (১) রাজা কিছু করবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এই রূপে করবৃদ্ধি কি সুরাজনিয়মানুমোদিত হইয়াছে? মাদক দ্রব্যের শুল্ক প্রজার নিকট হইতে যত অধিক রাজকোষে আইসে, রাজার বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহার প্রজাগণ ততই অধিক অধঃপাতে যাইতেছে; এবং রাজ্যে তাহাদিগের কর্ত্তৃক ততই অপরাধ ও অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহা বলা বাহুল্য যে, দেশব্যাপক কোন একটী মন্দ আচার বা দুর্নীতি রহিত করিতে হইলে রাজকীয় শাসনের প্রয়োজন হয়। যেরূপ এদেশে গঙ্গাসাগরে সন্তাননিক্ষেপ, বিধবার অনুগমন, চড়কপূজায় গাত্রের নানা স্থানে বিন্ধন (বাণফোড়া) প্রভৃতি রাজাজ্ঞা দ্বারাই তিরোহিত হইয়াছে, সেইরূপ মদিরা-সেবননিবারণার্থে যদি রাজশাসন প্রচারিত হয় তবে অচিরে আমাদিগের দেশ হইতে মদ্যসেবন নিরাকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ঈশ্বরকৃপায় অস্মদ্দেশে মদিরা অন্যান্য দেশের ন্যায় সাধারণ্যে পানীয় রূপে (Beverage) নিত্য ব্যবহৃত হয় না। অতএব মদ্যসেবন, ঔষধ রূপে ব্যতীত, এক কালে উঠিয়া গেলে আমাদের গবর্ণমেণ্টের আয়ের যৎকিঞ্চিৎ খর্ব্বতা ভিন্ন সমাজের কোন ক্ষতিরই সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান উদার গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে এই সামান্য ক্ষতি স্বীকার অথবা উহার পূরণের অন্যবিধ সাধু উপায় অব-

(১) বাস্তবিক পূর্ব্বে মদ্যসেবনে যতদূর সম্ভব প্রশ্রয় না দিয়া মদিরার কর গ্রহণ করাই গবর্ণমেণ্টের শুল্ক গ্রহণরীতির উদ্দেশ্য ছিল। See—Rules for the guidance of the officers engaged in the adminstration of the excise department in Lower Province of Bengal, 1877.

লম্বন করিয়া বহু অনিষ্টের আকর এই মদিরাকে ভারত হইতে, অন্ততঃ হিন্দুসমাজ হইতে অক্লেশে দূর করিতে পারেন। হায়! ভারতে সে শুভ দিন কি কখন আসিবে?

পরিশেষে সমাজের নিকট আমার বিনীত ভাবে অনুরোধ এই যে, (১) কেহ যেন ক্ষণিক আমোদের লালসায় মদিরা স্পর্শও না করেন। (২) যিনি দুঃসঙ্গে পড়িয়া বা অবিবেচনা বশতঃ বহু অনর্থের আকর মদিরাসেবন অভ্যাস করিয়াছেন তিনি যেন উহা যত্ন পূর্ব্বক ত্যাগ করেন। অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, বহু কালের অভ্যাস সহসা ত্যাগ করা অসম্ভব ও আশঙ্কার বিষয়, কিন্তু সুবিচক্ষণ চিকিৎসকেরা একবাক্যে স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, বহু কালের পানাভ্যাসও হঠাৎ বা ক্রমশঃ ত্যাগ করিলে কিছুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। * তবে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে, কোন চির অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করিলে কিছু দিনের জন্য

---

* মদিরাসেবন নির্ব্বিঘ্নে ত্যাগ ও উহার অনিষ্টকারিতা ও নিষ্প্রয়োজনীয়তাদি সম্বন্ধে ১৬০০ শত প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—(See Nichol's Human Physiology.

"We, the undersigned, are of opinion—

"I—That a large portion of human misery, including poverty, disease, and crime is induced by the use of alcoholic or fermented liquors, as beverages.

"II—That the most perfect health is compatible with total abstinence from all such intoxicating beverages; whether in the form of ardent spirits, or as wine, ale, porter, cider, &c. &c.

"III—That persons accustomed to such drinks, may, with perfect safety, discontinue them entirely, either at once, or gradually after a short time.

"IV—That total or universal abstinence from alcoholic liquors

কিছু না কিছু কষ্ট হইলে হইতে পারে। * পরন্তু সে কষ্ট বিশেষ পীড়ার বা মৃত্যুর কারণ কখনই হয় না; তাহা সহনীয়। লেখক কয়েকটী নিত্যপায়ীকে বহু কালের অভ্যাস এককালে এবং অক্লেশে ত্যাগ করিতে দেখিয়াছেন। অনেকে ক্রমশঃ অর্থাৎ মদিরার পরিমাণ হ্রাস করিয়া মদিরাভ্যাস ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নিত্যপায়ী কোন প্রকারে ১ দিন যদি পান নিবারণ করে, তবে সে তাহার পর দিন হইতে উহা অনায়াসে ত্যাগ করিতে সাহসী হইতে পারে; নতুবা স্থল বিশেষে অগত্যা ক্রমশঃ মদ্য ত্যাগ করাই বিধেয়।

and intoxicating beverages of all sorts, would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race."

* অহিফেনসেবীর অহিফেনত্যাগে যেরূপ কষ্ট হয়, মদিরাভ্যাসীর মদিরাত্যাগে সেরূপ কষ্ট হয় না।

——

সমাপ্ত।